চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 306 Thursday, 5 October, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৩০৬ সংখ্যা ✻ ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বুধবার উল্টোডাঙ্গা-গড়িয়াগামী বেসরকারি একটি বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়া মোড়ের কাছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ইতিমধ্যেই তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সঙ্কেত জারি করা হয়েছে। গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ৭৯৫১ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযান নিয়ে মুখ খুললেন কেজরিওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এশিয়ান গেমস থেকে ভারতকে নীরজ সোনাই এনে দেবেন প্রত্যাশা করেছিলেন দেশবাসী। তা পূরণ করলেন নীরজ। হানঝাউতেও সোনাই পেলেন নীরজ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আপনি সাংসদ, আপনার তো লুকনোর কিছু নেই হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র কাছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত নথি চেয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই সূত্রেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। বিচারপতি সিনহার সেই নির্দেশ যে যুক্তিযুক্ত ছিল, সে কথাই এবার বলল ডিভিশন বেঞ্চ। কোম্পানির টাকার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসা উচিত বলে উল্লেখ করল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশেই কার্যত সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি সিনহার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌমেন সেন অভিষেকের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে আপনার মক্কেল কীভাবে যুক্ত? উত্তরে কিশোর দত্ত জানান, ওই

কোম্পানির সিইও তিনি। বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, ''আপনি যদি সিইও হন, তাহলে সম্পত্তির কথা জানাতে সমস্যা কোথায়?'' আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, ইডি-র তরফে যা যা চাওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে, সবকিছু দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের জন্য ডাকা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সমনে। আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি বলেন, ''যদি এটা মানিট্রেল হয়, তাহলে এই নথিগুলি প্রয়োজনীয়। সেটা খুঁজে বের করার জন্য এগুলি দরকার।'' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র জেলে আছেন, আর তিনি ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই সব লেনদেন সামনে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। অভিষেকের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ''আপনার লুকনোর কিছু নেই। আপনি একজন সাংসদ। যদি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে এটা সামনে আনা উচিত।'' একইসঙ্গে ইডি সম্পর্কে বিচারপতি বলেন, ''বোঝা যাচ্ছে ইডি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'' অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ থাকলে ডিরেক্টর, সিইও-দের হিসেব দিতে হয় বলেও উল্লেখ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

'সর্বকালের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স'

এশিয়াডে ভারতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি ও হানঝাউ, ৪ অক্টোবরঃ বুধবার (৪ অক্টোবর), তীরন্দাজ জ্যোতি ভেন্নাম এবং ওজস দেওতালে সোনা জেতায়, চলতি এশিয়ান গেমসে ৭০টি পদকের মাইলফলক অতিক্রম করে গিয়েছে ভারত। পরে বক্সার লভলিনা বরগোহাইন রুপোর পদক পেয়েছেন। বক্সিং এবং স্কোয়াশ থেকে এসেছে আরও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। ফলে, চলতি গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা পৌঁছেছে ৭৪-এ। এটাই এখনও পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে ভারতের সেরা ফলাফল। এর আগে, ২০১৮ সালে জাকার্তা গেমসে ভারতীয় দল ৭০টি পদক জিতেছিল। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমসে ভারতের এই ঔজ্জ্বল্য আগে দেখা যায়নি। ক্রীড়াবিদদের এই কৃতিত্বকে তিনি সমগ্র দেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'এশিয়ান গেমসে ভারতের সর্বকালের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স। ৭১টি পদক জিতে, আমরা আমাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ পদক সংখ্যায় পৌঁছেছি। এটা আমাদের ক্রীড়াবিদদের অতুলনীয় ত্যাগ, দৃঢ়তা এবং ক্রীড়া চেতনার পরিচয়। প্রতিটি পদকই কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগের কাহিনি। সমগ্র দেশের জন্য এটা একটা গর্বের মুহূর্ত। আমাদের ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানাই।' এখন পর্যন্ত, হানঝাউ এশিয়ান গেমসে ভারত ১৬টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩১টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তবে এখানেই শেষ নয়, ভারতের পদক সংখ্যা আরও বাড়ার আরও সুযোগ রয়েছে। এশিয়ান গেমস শেষ হতে এখনও চার দিন বাকি। ভারতীয় দলেরও বেশ কিছু ইভেন্ট বাকি আছে। যথারীতি, এশিয়ান গেমসের পদক তালিকায় আধিপত্য রয়েছে চিনের। ১৬৪টি সোনা, ৯০টি রুপো এবং ৪৬টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে তালিকার প্রথম স্থানে আছে তারা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। এর আগে, জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ভারত ১৬টি সোনা, ২৩টি রুপো এবং ৩১টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৭০টি পদক নিয়ে ফিরেছিল। এবার, শেষ পর্যন্ত পদক সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।

'বঞ্চিত মানুষের বকেয়া পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যপালের'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লি থেকেই কলকাতায় রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। বুধবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক যা বললেন, তাতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বকেয়া আদায়ে আন্দোলনের ঝাঁঝ তৃণমূল আরও তীব্রতর করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। অভিষেকের কথায়, ''রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি। ওঁর চোখ, কান দিয়েই রাজ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কেন্দ্র। ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করেও গত ২ বছর ধরে টাকা না পাওয়া রাজ্যের ২০ লক্ষ বঞ্চিত মানুষকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যপালকেই।'' কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচি নিয়েছিল তৃণমূল। মঙ্গলবার যন্তরমন্তরে সমাবেশ শেষে কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিষেকের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। অভিযোগ, দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রেখেও দেখা করেননি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। উল্টে চুলের মুঠি ধরে মহিলা সাংসদদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। রাত ১১টা নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়েই রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। এদিন বিমানবন্দরে নেমে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, ''আপনি তো কেন্দ্রের প্রতিনিধি। অনেক জ্ঞানী মানুষ। এতদিন রাজ্যের বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। গণতন্ত্র বিপন্ন, অধিকারের কথাও বলেছেন। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে ২০ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের টাকা পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনাকেই নিতে হবে।'' অফিসিয়ালি বুধবারই রাজ্যপালের কাছে চিঠি পাঠায় তৃণমূল। মঙ্গলবার দিল্লি থেকেই অভিষেক জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে লাখো মানুষকে নিয়ে যাওয়া হবে রাজভবনে। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতিও। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে রবীন্দ্রসদনে জড় হবেন তৃণমূল কর্মীরা। সেখান থেকেই মিছিল করে তাঁরা জাবেন রাজভবনে। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি কর্মসূচিতে বাংলা থেকে ৫০ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা নিরঞ্জন দেখা না করায় ওই বিপুল পরিমাণ চিঠি ফের বাংলায় ফের এনেছে তৃণমূল। অভিষেক জানান, আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হবে ওই ৫০ লক্ষ চিঠি। রাজভবন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতেই কেরলে গিয়েছেন রাজ্যপাল। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তিনি ফিরবেন কিনা এদিন সন্ধে পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে পারেনি রাজভবন। রাজ্যপাল যদি দেখা না করে? অভিষেক বলেন, ''উনি এই ক'মাসে অনেক কথা বলেছেন। আশা করি উনি দেখা করবেন, বাংলার বঞ্চিত মানুষের মুখ থেকেই তাঁদের বঞ্চনার কথা শুনবেন।'' সূত্রের খবর, অভিষেকের নেতৃত্বে আগামীকাল রাজ্যপালের কাছে যাবেন ৪০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। ওই দলে থাকবেন বেশ কয়েকজন বঞ্চিত প্রাপকও। এদিন মঙ্গলবার দিল্লিতে কৃষি ভবনে অশান্তির ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার দাবি জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, কৃষি ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আনা হোক। তাহলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে বিজেপি নাকি তৃণমূল, কারা সত্যি কথা বলছে। পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। বুধবার সন্ধেয় এই বিষয়েই কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে পাল্টা দাবি জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আনলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। মঙ্গলবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অভিষেক বলেন, ''নক্কারজনক ঘটনা। যেভাবে মহিলা সাংসদের নির্যাতন করা হয়েছে, চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, ন্যূনতম সৌজন্যতা পর্যন্ত দেখায়নি তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।''

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ!

কালিম্পংয়ে সেনা নামাতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ সিকিমে জলাধার ফেটে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বিপুল এলাকা। বেশিরভাগ পাহাড়ি নদীর জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। আর তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ভাবে এসে পড়ছে পাহাড়তলিতেও। আর সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বুধবার বর্তমান দুর্যোগের পরিস্থিতি নিয়ে পাহাড়ের জেলা কালিম্পংয়ে সেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী

এদিন বৈঠকে বলেন, পাহাড়ি জেলায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনার সাহায্য নেওয়ার কথা। আর সেই কথার প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব সাংবাদিকদের জানালেন আপাতত কালিম্পংয়ে এক কলাম সেনাকে কাজে ব্যবহার করা হবে। একদিকে পাহাড়ের হ্রদ ফেটে যাওয়ায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে তিস্তা নদী, সিকিমের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগে সমস্যা দেখা দিয়েছে। খবর মিলেছে, হড়পা বানের তোড়ে ২৩ জন সেনা নিখোঁজ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তিনটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয়, তার ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ''সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। রাত তিনটের সময় খবর এসেছে। তারপর থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। কালিম্পংয়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। সিকিমের সঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। রাত থেকে আমি নজরদারি করছি। ভারতীয় সেনার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ও দিকে ডিভিসিতে প্রচুর পরিমাণে জল জমে আছে। সেখানেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ক্ষতি হওয়ার। আমরা একটু কম করে জল ছাড়তে বলেছি।'' পাশাপাশি, মুখ্যন্ত্রী বলেছেন, ''আমরা কয়েকজন মন্ত্রীকে আলাদা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব দিচ্ছি। এ ছাড়া আমি বাড়ি থেকে ২৪ ঘণ্টা বিষয়টির উপর নজরদারি চালাব। পাশাপাশি, যাঁরা লো ল্যান্ড অর্থাৎ নীচু জমিতে আছেন, তাঁদের বলছি আপনারা রিলিফ ক্যাম্পে আসুন। আর মৎস্যজীবীদের অনুরোধ আপনারা এখনই মাছ ধরতে যাবেন না।'' এদিকে মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিতে সিকিমে জলাধারের বাঁধ ভেঙ্গে তিস্তা নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের চার জেলার বিপদসংকুল এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে। কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের একাংশ থেকে এখনও পর্যন্ত ছয় হাজার ৫৭২ জন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে নবান্ন থেকে জারি করা সর্বশেষ সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। রাজ্যের দুই হাজার পর্যটক বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছেন। সিকিম সীমান্তবর্তী কালিমপং এর লাভা ব্লকে ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় রংপোতে একটি পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করা হয়েছে। তিন জেলায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর চারটি দল ছাড়াও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সাতটি দলকে নিয়োগ করা হয়েছে। ত্রান ও উদ্ধারকাজের উপরে নজরদারির জন্য সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ছাড়াও অরুপ বিশ্বাস, উদয়ন গুহ, সচিব অজিত রঞ্জন বর্ধনকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্যসচিব সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। অন্যদিকে নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ডিভিসি অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে দক্ষিনবঙ্গে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার নদীতীরবর্তী এলাকা থেকে ৪ হাজার ৪৪৭ জন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলাগুলিতে ৫টি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দলকে নিয়োগ করা হয়েছে। মাইথন, পাঞ্চেত ছাড়া মুকুটমনিপুর জলাধার থেকে আজ ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। রাজ্যস্তরে নবান্নে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। যার নম্বর ০৩৩-২২১৪-৩৫২৬ ও ১০৭০ পাশাপাশি রাজ্য পর্যটন দপ্তরেও ১৮০০-২১২-১৬৫৫ একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

'মিশন দিল্লি'র পরই অভিষেককে ডাক ইডির, নোটিস গেল রুজিরার কাছেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ ৩ অক্টোবর হাজিরা এড়ানোর পর এবার ফের নিয়োগ মামলায় তলব করা হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইডি সূত্রে খবর, অভিষেকের পাশাপাশি নোটিস দেওয়া হয়েছে তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। নিয়োগ মামলায় এই প্রথমবার রুজিরাকে তলব করা হল। আগামী ৯ অক্টোবর অভিষেককে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এছাড়া আগেই তলব করা হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৬ ও ৭ অক্টোবর তাঁদের হাজিরা দেওয়ার কথা। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেওয়ার পরই নতুন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। ৩ অক্টোবর অর্থাৎ গত মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিষেকের। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর দিল্লিতে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন অভিষেক। হাজিরা এড়িয়ে গেলেও ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা করেন তিনি। এরপরই অভিষেককে ফের নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে। আগামী ১০ অক্টোবর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ইডি-র। তার আগের দিনই তলব করা হয়েছে অভিষেককে। এবার তিনি হাজিরা দেবেন কি না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র গ্রেফতার হওয়ার পর 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' নামে এক সংস্থার নাম মামলায় জড়িয়ে যায়। ওই সংস্থাতেই কাজ করতেন সুজয়কৃষ্ণ। কিছুদিন আগে ওই সংস্থার অফিসে তল্লাশিও চালায় ইডি। তারা সন্দেহজনক লেনদেনের কথা প্রকাশ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। এরপরই হাইকোর্ট ওই সংস্থার শীর্ষকর্তাদের সম্পত্তির হিসেব চায় ইডি-র কাছে। পরে সেই রিপোর্ট দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। রিপোর্ট সম্পূর্ণ নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করেন, সংস্থার ডিরেক্টর বা অন্যান্য পদাধিকারীদের তলব কেন করা হচ্ছে না? সিঙ্গল বেঞ্চেক নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক।

পুজোর মাসে সুখবর! ১০০ টাকা দাম কমল রান্নার গ্যাসের, সিলিন্ডার পিছু বাড়ল ভর্তুকি

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃ মাসের শুরুতে সুখবর। পুজোর মাসে ফের কমল রান্নার গ্যাসের দাম। অক্টোবরের শুরুতেই উজ্জ্বলা গ্যাসের ভর্তুকি বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সিলিন্ডার পিছু ১০০ টাকা ভর্তুকি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ফলে উজ্জ্বলা যোজনা সুবিধাভোগীরা এলপিজি সিলিন্ডার মাত্র ৬০০ টাকায় কিনতে পারবেন। বুধবার মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে উজ্জ্বলা গ্যাসের ভর্তুকি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা সুবিধাভোগীদের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ প্রতি এলপিজি সিলিন্ডারে ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের এই বিষয়ে বুধবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এর আগে ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল ৭০৩ টাকা। বর্তমানে ভর্তুকি বেড়েছে আরও ১০০ টাকা। ফলে উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হতে চলেছে ৬০৩ টাকা। উজ্জ্বলা সুবিধাভোগীদের বর্তমানে প্রতি ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের ৯০৩ টাকার বাজার মূল্যের বদলে ৭০৩ টাকা দিতে হয়। আর এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরে, তারা এখন ৬০৩ টাকা পাবেন উজ্জ্বলা গ্যাস। গত মাসে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে ১৬৫০ কোটি টাকা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। ফলে এই প্রকল্পের অধীনে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা এখন ১০.৩৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, পিএমইউওয়াই গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তুকি প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৬ সালের মে মাসে দারিদ্র্য সীমার নিচে (বিপিএল) থাকা পরিবারদের জন্য চালু করেছিলেন। অন্যদিকে, ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম ২০০ টাকারও বেশি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাগুলি। মূল্যবৃদ্ধির জেরে কলকাতায় সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকিহীন বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একলাফে ২০৩.৫০ টাকা বেড়েছে। চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে তেল কোম্পানিগুলি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২০৯ টাকা বাড়িয়েছে। কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০৩.৫০ টাকা বেড়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে বিজেপি

দিল্লি নিয়ে কড়া জবাব ফিরহাদ হাকিমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ মঙ্গলবার দিল্লির কৃষিভবন রাত পর্যন্ত ছিল উত্তাল। আর তা নিয়েই এ বার মুখ খুললেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। স্পষ্টতই তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপিকে। বললেন, ''মোদি সরকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন এত ভয় পাচ্ছে? যে ভাবে বিজেপি বাংলায় পরাস্ত হয়েছে। মোদি-শাহ নাকানিচোবানি খেয়েছে। সংগঠন ওদের ছিল না। আরও তলানিতে গেছে, এটাই আসল রাগ। সেই রাগের ফলশ্রুতি।'' অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত বিজেপি তৃণমূলের আন্দোলনের উপর জোর-জুলুম করছে এই রাগের কারণেই, তেমনই অভিযোগ ফিরহাদের। তিনি আরও বলেছেন, ''অভিষেক ইন্ডিয়া জোটের সদস্য। তাঁর বার্তা ছড়িয়ে গেলে মোদিবাবুর চেয়ার থাকবে না। রাজনীতি করতে হলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে করুন। বাড়ির লোককে টানছেন কেন? কাপুরুষ এরা। মোদি সরকার এটাই করছে। মানসিকভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাঙার চেষ্টা করছে। ওই পরিবারের মানসিক শক্তি অনেক বেশি।'' সম্প্রতি অভিষেক ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যাযকে তলব করেছে ইডি। আগামী ৯ অক্টোবর ও ১১ অক্টোবর যথাক্রমে দু'জনকে তলব করা হয়েছে। সেই নিয়েই মত প্রকাশ করেন ফিরহাদ।'' পাশাপাশি তিনি বলেন, ''রাজনৈতিক লড়াই লড়তে পারছে না। তাই ইডি, সিবিআই। মোদি ক্ষমতায় এসে অমিত শাহকে ক্লিনচিট। আমি মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরেই আমি গ্রেফতার। ভাল এজেন্সিকে লোকে এখন ভাবছে ট্রাফিক পুলিশ।'' দিল্লিতে আন্দোলনের পরিস্থিতি নিয়ে ফিরহাদ বলেন, ''আমি গতকালের আন্দোলন নিয়ে উত্তেজিত। আমি দিল্লিতে রাজনীতি করি না। বাংলায় আন্দোলন, লাঠিচার্জ সব ছিল আমাদের ওপর। দীর্ঘ ১২ বছর এটা হয়নি। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমাদের অভ্যাস রাখতে হবে। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে। আমরা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমরা বলতে গিয়েছিলাম দুর্নীতি হলে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু অধিকারের টাকা দিন। মোদি-শাহ ভয় পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এখন ভয় পেয়ে সাজ সাজ রব। মণিপুরে বাহিনী না পাঠিয়ে আমাদের আটকাতে পুলিশ দিয়েছে। মোদির ৫৬ ইঞ্চি ছাতি এখন ফুস হয়ে ২৬ ইঞ্চি হয়ে গেছে।''

'পশ্চিমবঙ্গকে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে', বিস্ফোরক দাবি করলেন গিরিরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃ একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায় নিয়ে নয়াদিল্লিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ যে আচরণ করল সেটা এখন গোটা দেশের কাছে আলোচ্য বিষয়। কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং দেখা করেননি। তাঁর প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি ডেকে পাঠিয়েও দেখা করেননি। উলটে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে চলল পুলিশের বলপ্রয়োগ এবং অত্যাচার। অথচ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল দেখা করবেন বলে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষার পরও কেউ দেখা করতে আসেননি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর কথার পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই দাবিকে মিথ্যা বলেছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। এই নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে কলকাতা নেমে দোলা সেন আজ বলেন, ''ওরা সাংঘাতিক অত্যাচার করেছে। মহিলা সাংসদদের গায়ে হাতে দিয়েছে দিল্লির পুরুষ পুলিশ। আমরা

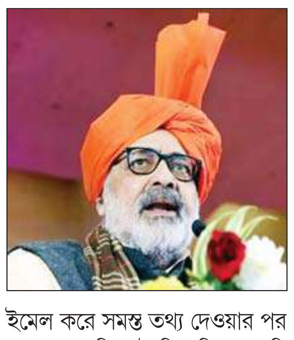

ইমেল করে সমস্ত তথ্য দেওয়ার পর ওদের সম্মতিতেই গিয়েছিলাম কৃষি ভবন। তারপর ছলচাতুরি করে দেখা করেননি প্রতিমন্ত্রী। জবাব মানুষ দেবেন।'' এদিকে এসবের মধ্যে আজ, বুধবার মন্তব্য করে বসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। এদিন তিনি বলেন, ''দিল্লিতে এসে কৃষি মন্ত্রকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দফতরে অপেক্ষা করানো হয়েছে। কোনও সাংসদ বা মন্ত্রী দেখা করেননি। ৫০০ লোক নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা রাজে অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবঙ্গকে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। শুধু এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পতেই ৫৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির আখড়া হয়েছে। এই লুঠ লুকোতেই অরাজকতা করছে।'' অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যন্তরমন্তরে অন্য একটি দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, ''২০২১ সাল থেকে কোনও টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের প্রকল্পে। ২০২১ থেকে ২০২৩ একশো দিনের কাজের টাকা দিয়েছে দেখাতে পারবে কোনও বিজেপি নেতা-মন্ত্রী। দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।'' আর আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং অন্য তথ্য দিচ্ছেন। সম্ভবত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে টাকা দেওয়ার দাবি করছেন সেটা ২০২১ সালের আগের তথ্য। তখন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারই বাংলার সরকারকে শংসাপত্র দিয়ে জানিয়েছিল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে দারুণ কাজ করেছে

৫ অক্টোবর ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক

রাঁচি, ৪ অক্টোবর ঃ আগামী ৫ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ প্রকল্প ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। এই বৈঠকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্বার্থে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয .এবং সম্পর্কিত বিভাগ এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে। এই বিষয়ে সব বিভাগকে প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাঁস চরছে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে !

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ হাঁস চাছে ড়কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে ! ঘটনাস্থল হাওড়ার গড়ফা ব্রিজ এলাকা। কয়েকমাস আগেই এই রাস্তায় আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছিল। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর নির্মিত নতুন গড়ফা সেতুর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়েছিল। এবারের ভারী বৃষ্টিতে আন্ডারপাসের বেহাল অবস্থা। বন্ধ যান চলাচল। খড়গপুর থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে আসার জন্য যানজট মুক্ত করতেই এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই রাস্তায় জল কোথা দিয়ে পাস হবে তার সমাধান এখনো হয়নি। ফলে রাস্তা পরিণত হয়েছে কার্যত সুইমিং পুলে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ ডেঙ্গু মোকাবিলায় এবার কোমর বঁধে নামছে হাওড়া পুরনিগম। সপ্তাহব্যাপী অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ৬ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এই বিশেষ অভিযান চলবে। স্ক্র্যাপ, ভাঙা বালতি, টবের টুকরো প্রভৃতি সাফাইয়ের পাশাপাশি বড় আবাসন, সরকারি অফিসেও চলবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান। কোর্ট চত্বর, সংশোধনাগার, সরকারি আবাসনেও হবে বিশেষ সাফাই অভিযান। হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী জানান, শহরের প্রায় ৪০টি আবাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে হাওড়া পুরনিগমের তরফে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হচ্ছে। সেখানে ডেঙ্গু নিয়ে বিভিন্ন তথ্য আদানপ্রদান করা হবে।

মুম্বইয়ে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন

মুম্বই, ৪ অক্টোবর ঃ মুম্বইয়ের সেন্ট্রাল স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি খালি লোকাল ট্রেনের কামরা। বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কারশেডে ঢোকার সময় ক্রসিং পয়েন্টে লোকাল ট্রেনের একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রেনটি খালি থাকায় এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে, শহরতলির রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কারশেডে ঢুকছিল একটি লোকাল ট্রেন। ট্রেন খালি ছিল, আচমকাই ট্রেনের একটি চাকা রেললাইন থেকে নীচে নেমে যায়।

ভেনিসে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস

ভেনিস, ৪ অক্টোবর ঃ উত্তর ইতালির ভেনিসের কাছে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্ততপক্ষে ২১ জনের। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বা।তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতালির একটি যাত্রীবাহী বাস মেস্ট্রি জেলায় একটি রেলপথ অতিক্রম করার সময় আগুন ধরে গেলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বাসটির যাত্রীরা ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, ইউক্রেন এবং জার্মানি থেকে আসছিলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর সরকার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে রয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ৪ অক্টোবর ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব নন্দনের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। বিহার জেলার গুরুয়া গ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব নন্দনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে জানান, রাজীব নন্দন ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের জন্য অদ্বৈত আশ্রমের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করলেন মন্ত্রী গণেশ যোশী

লোহাঘাট, ৪ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাখণ্ডের লোহাঘাট সফরের জন্য মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী গণেশ যোশি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। বুধবার গণেশ যোশি উত্তরাখণ্ডের লোহাঘাটে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনের সময় যোশি বলেন, এই আশ্রমটি খুবই সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ধ্যান করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানে আসলে তিনি আলাদাই একটি শক্তি পাবেন। এই আশ্রমটি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

গণেশ যোশি আরও বলেন, অদ্বৈত আশ্রমের মাধ্যমে যারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অনুভব

করতে চান এবং দেখানো পথে এগিয়ে যেতে চান তাদের জন্য এটি চমৎকার স্থান। মায়াবতী আশ্রম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নির্জনতার জন্য বিখ্যাত। শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডের মানুষদের জন্যই নয়, এই আশ্রমটি ভারত ও বিদেশের শান্তিপ্রিয় ও সৌন্দর্যপ্রেমী পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণের কেন্দ্র বলেও মন্ত্রী মন্তব্য করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অজয় তমতা, প্রাক্তন মন্ত্রী বলবন্ত সিং ভড়িয়াল, জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি জ্যোতি রাই, বিজেপি জেলা সভাপতি নির্মল মেহরা প্রমুখ। ইতিমধ্যেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলা হচ্ছে জায়গাটি। রীতিমত কড়া নিরপত্তার ব্যবস্থাও সেখানে করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রশাসনর তরফে কোনও রকম ত্রুটি সেখানে রাখা হবে না বলেই জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এখানে এলে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৮

বারাণসী, ৪ অক্টোবর ঃ উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ফুলপুর থানা এলাকার কার্খিয়ানের কাছে। একটি দ্রুতগামী ট্রাক এবং একটি আর্টিকা গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়িতে থাকা আটজনের অকালে প্রাণ চলে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। সৌভাগ্যক্রমে গাড়িতে থাকা তিন বছরের একটি শিশু প্রাণে বেঁচে যায়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। আহতরা যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা পায়, তারজন্য মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের

আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। একটি পরিবারের ৯ জন ব্যক্তি কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করতে গাড়িতে করে বারাণসী এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের পিলিবথিতের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার সকালে সকলেই মন্দিরে দর্শন করে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশের পিলিবথিতে ফিরছিলেন। গাড়িটি বারাণসী-জৌনপুর হাইওয়ের কার্খিয়ানের কাছে পৌঁছতেই সামনে থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির ধাক্কা লাগলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে শিবপুরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে খাদে পড়ল বাইক

জম্মু, ৪ অক্টোবর ঃ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প।ে গেল একটি বাইক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার জম্মু জেলায .দুই মোটরবাইক আরোহী একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের। শ্রীনগর-জম্মু জাতীয. মহাসড়কে, টানেল টি ১ এবং টানেল টি ২-এর মধ্যে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি, বান টোল প্লাজা এলাকার ঠিক সামনে।বুধবার সকালে জেকে ০২ডিএফ-৭৫৯০ রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একটি মোটরবাইক দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুই আরোহী মারাত্মক জখম হয়েছিল এবং তাদের প্রাণহীন মৃতদেহ বান টোল প্লাজার কাছে একটি খাদে পাওযা. যায়। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ফরএভার নিউ ইন্ডিয়ার নতুন কালেকশন

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ ফরএভার নিউ ইন্ডিয়া, তার সমসাময়িক ফ্যাশন অফারগুলির জন্য বিখ্যাত, তার অত্যন্ত প্রত্যাশিত শরৎ শীতকালীন ২০২৩ কালেকশন এ টাইম ফর গ্ল্যামার' লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে।এই লেটেস্ট কালেকশনটি সমস্ত ঋতুর উৎসব এবং অনুষ্ঠানের জন্য একটি পছন্দ,এবং ওয়ার্ল্ড ডেস্টিনেশনগুলির জন্য একটি স্টাইলিশ গেটওয়ে হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফরএভার নিউ ইন্ডিয়ারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর পূজা হেগড়ে এই অসাধারণ কালেকশনে তার স্বাক্ষর স্পর্শ যোগ করেছেন। এই কালেকশনের বহুমুখিতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না, এটিই ফ্যাশনকে মজাদার করে তোলে!

কেজরিওয়ালের ইস্তফা চেয়ে দিল্লিতে বিক্ষোভ বিজেপির, গৌতম বললেন তাঁরা শুধু মানুষকে বোকা বানিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ইস্তফা চেয়ে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। বুধবার সকালে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফার দাবিতে সরব হন তাঁরা। ঘটনাচক্রে বুধবার সকালে আবগারি নীতি মামলায় আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেজরিওয়াল ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি নেতা দুষ্যন্ত গৌতম বলেছেন, তাঁরা শুধুমাত্র

মানুষকে বোকা বানানোর কাজ করেছে। কোটি টাকার আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনে। সমস্ত আলোচনা শুধুমাত্র তাঁর বাসভবনেই হয়েছিল। আবার বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়াল্লা বলেছেন, আবগারি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আম আদমি পার্টি যে খারাপ কাজ করেছিল তা দিন দিন বেরিয়ে আসছে। এই পুরো কেলেঙ্কারিতে দু''জন ব্যক্তি অ্যাপ্রোভারের কাজ করেছে, তাদের মধ্যে একজন দীনেশ অরোরা... সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

দিল্লি পুলিশের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছি, আইসিস জঙ্গি গ্রেফতার প্রসঙ্গে জানাল কর্ণাটক পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৪ অক্টোবর ঃ আইসিস সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতারের পর কর্ণাটক পুলিশ জানিয়েছে, তারা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। আইসিস-এর তিনজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতারের পরে কর্ণাটক পুলিশ জানিয়েছে, যে তারা গ্রেফতারের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ করছে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল একটি বড় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের আইএসআই-এর স্পনসার্ড মডিউলটি ভেঙে দিয়েছে। দক্ষিণ দিল্লির জৈতপুর থেকে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি শাহনওয়াজকে গ্রেফতার করেছে। তার মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা। একটি আইএসআইএস মডিউলের ছদ্মবেশে শাহনওয়াজকে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে। শাহনওয়াজ ছাড়াও মোহাম্মদ রিজওয়ান আশরাফ ও মোহাম্মদ আরশাদ ওয়ারসি নামে দুজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার রেণুকা সুকুমার হুবাল্লি ধারওয়ার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই গ্রেফতারি সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা অনবরত দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, আমরা সব সময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। একটি শক্তিশালী পদ্ধতিতে, আমরা এই ধরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে ধৃতরা তাদের গোপন ঠিকানা খুঁজতে গুজরাটের হুব্বালি, ধারওয়াদ এবং আহমেদাবাদ সহ দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাটে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছিল।

কেডিএম এর বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইন চালু করে দিল কি মার্জি ইন্ডিয়া

৪ অক্টোবর ঃ কেডিএম, ভারতের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড, কেডিএম এর সাথে করো দিল কি মারজি ভারত বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ক্রিকেট ভারতে একটি ধর্ম হিসাবে বিখ্যাত, আসন্ন বিশ্বকাপ ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ১৪০ কোটি ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা অপ্রতিম। প্রত্যেক ভারতীয় যেমন স্বপ্ন দেখে এবং ভারতের ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার কামনা করা, কেডিএম এর লক্ষ্য হল তাদের একটি অতুলনীয়. ক্রিকেট অনুভব প্রদান করা। দেশ জুড়ে আযোজিত এই টুর্নামেন্টে র সাথে, প্রতিটি ব্যক্তি বয়স নির্বিশেষে, তাদের স্ক্রিনের সাথে আঠার মতন জুড়ে থাকবে। যাহোক, দৈনন্দিন রুটিন এবং অনিবার্য কাজের ভঙ্গি ভক্তদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তাদের বেশিরভাগই গন্তব্যের জন্যে চলাচলে থাকবে, অথবা তাদের দৈনঃদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাদের জন্যে একমাত্র বিকল্প থাকবে মোবাইল ডিভাইসে ম্যাচগুলি দেখা। কেডিএম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং মোবাইল এবং অডিও এক্সেসরিজ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী মাধ্যমে প্রতিটি ফ্যান্সদের জন্য আনন্দ নিয়ে আসে। স্টেডিয়ামের পরিবেশ এবং টেলিভিশনে ম্যাচ দেখার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে, কেডিএম ইয়ারপড, নেকব্যান্ড, ইয়ারফোন, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, মাল্টি-প্রটোকল এবং দ্রুত চার্জার, সাউন্ড বার এবং স্পিকার সহ উচ্চ মানের এক্সেসরিজ বিস্তৃত পরিসরে অফার করে। কেডিএম-এর উচ্চ বেস এবং স্টাইলিশ ইয়ারপড গুলোর সাথে,

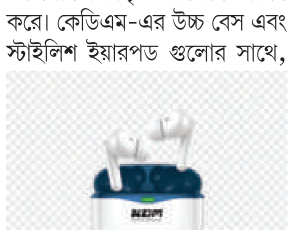

ক্রিকেট প্রেমীরা তাদের প্রিয় দলের জন্য উল্লাস করার সময় ব্যক্তিগত স্টেডিয়ামের পরিবেশ অনুভব করতে পারবেন। কেডিএম পাওয়ার ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চিত করবে যে চলতে চলতে মোবাইল চার্জ শেষ না হয়। কেডিএম -এর মাল্টি-প্রটোকল এবং দ্রুত চার্জার বাড়িতে এবং অফিসে দক্ষতার সাথে ফোন চার্জ করে থাকে। এছড়াও কেডিএম সাউন্ড বার এবং স্পিকার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোকে ব্যক্তিগত ক্রিকেট পার্টির মতো করে তোলে। কেডিএম -এর টাকার মূল্য-প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ প্রত্যেক ক্রিকেট প্রেমীর রক্ষাক, ভারতের জন্য উৎসাহীভাবে উল্লাস করার এবং প্রতিটি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত দেখার তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। প্রচারের এই মাধ্যম, কারো দিল কি মারজি ভারত কেডিএমের সাথে প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ প্রতিটি ক্রিকেট প্রেমীর আকাঙ্খা এবং আবেগের সাথে পুরোপুরি মেল্ খায়। ক্রিকেট উদযাপনের অংশ হিসেবে, কেডিএম করো দিল কি মার্জি ইন্ডিয়ার জার্সি এবং ব্যাট সহ পণ্যের একটি বিশেষ সংস্করণ ও প্রকাশ করেছেন এছাড়াও, ব্র্যান্ডটি তার কেডিএম স্টার ১১ টি পণ্য লঞ্চ করেছে, যা টিম ইন্ডিয়ার তারকা খেলোয়াড়দের চিত্রিত করে। এন ডি মালি, প্রতিষ্ঠাতা, কেডিএম বলেন কেডিএম সারা ভারত জুড়ে ফ্যান্সদের জন্য ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতা বাড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আমাদের প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ এর মাধ্যমে, আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বকাপের আনন্দ এবং উত্তেজনা সরাসরি প্রত্যেকের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া। বি এইচ সুথার, সহ-প্রতিষ্ঠাতা কেডিএম, বলেন কারো দিল কি মারজি ইন্ডিয়া কেডিএম সাথে,ক্যাম্পেইন আমাদের বিশেষ সংস্করণের পণ্যদ্রব্য এবং কেডিএম স্টার ১১ পণ্য প্রকাশের সাথে, এটি ক্রিকেট সমর্থকদের সম্ভাব্য সেরা অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি আমাদের উৎসর্গ প্রতিফলিত করে।

আবগারি দুর্নীতিতে সঞ্জয়ের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি, বিজেপিকে তোপ আপ-এর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতি মামলায় ফের তপর হয়ে উঠল প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। এই মামলায় বুধবার সকালে আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাসভবনে হানা দেয় ইডি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও ইডি-র বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন ইডি-র অফিসাররা। এই অভিযান প্রসঙ্গে সঞ্জয় সিংয়ের বাবা বলেছেন, ডিপার্টমেন্ট নিজেদের কাজ করছে। আমরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে ইডি-র অভিযান প্রসঙ্গে আম আদমি পার্টির জাতীয় মুখপাত্র রীনা গুপ্তা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও আদানিকে নিয়ে নিরন্তর প্রশ্ন করছেন সঞ্জয় সিং, সেই কারণেই তাঁর বাড়িতে ইডি-র এই অভিযান। আগেও কিছু পাওয়া যায়নি, এবারও পাওয়া যাবে না। আবার আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, বিগত ১৫ মাস ধরে এই মামলার তদন্ত চলছে। ইডি ও সিবিআই কমপক্ষে ১০০০টি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু এক টাকাও উদ্ধার করতে পারেনি। সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতেও কিছু পাবে না। বিজেপি নির্বাচনে হারতে চলেছে এটাই সত্য।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় জামিন পেলেন লালু ও রাবড়ি দেবী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ জমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলায় জামিন পেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। লালু ছাড়াও বুধবার সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিন পেয়েছেন লালু পত্নী রাবড়ি দেবীও। স্বস্তি পেয়েছেন লালুর ছেলে ও বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং লালুর মেয়ে মিসা ভারতীও। জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় বুধবার সকালে দিল্লির রাউস রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন লালু, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে ও মেয়ে। বিচারক তাঁদের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন। পৃথকভাবে ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে সকলকে জামিন প্রদান করা হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৬ অক্টোবর। এই মামলায় সমস্ত অভিযুক্তের চার্জশিট কপি পেশ করতে সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মধ্যপ্রদেশের সাতনায় ভেঙে পড়ল তিন-তলা বাড়ি, উদ্ধার দুই শ্রমিক

সাতনা, ৪ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তিন-তলা একটি বাড়ি। মঙ্গলবার রাতে বাড়িটি ভেঙে পড়ে, ওই বাড়িতে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে জানা গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান দু''জন শ্রমিক। উদ্ধারকারী দলের তপরতায় দু''জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করার পর তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাতনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ কুশওয়াহ মঙ্গলবার রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন, তিনি বলেছেন, ওই বাড়িতে সংস্কারের কাজ চলছিল। বেশ কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে প।েছেন, তবে কতজন আটকে প।েছেন, তা বলা যাচ্ছে না। সাতনা পৌর নিগমের কমিশনার অভিষেক গেহলট বলেছেন, আমরা দু''জন শ্রমিকের আটকে থাকার খবর পাই, নিরাপদে উদ্ধার করা হয় দু''জনকে।

ট্রাইডেন্ট কলেজ অব মেরিন টেকনোলজি কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এভিয়েশন,ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট পাশ করে ছাত্র ছাত্রীরা যাতে বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকরীর সুযোগ পায় সে বিষয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ।

মায়ানমারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মহিলা সহ দুজনের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান ডিজিপির

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবরঃ মায়ানমারে উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট' (আলফা-স্বাধীন) শিবিরে মহিলা সহ যে সক্রিয় দুই ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাদের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অসমের পুলিশ-প্রধান জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং (জিপি সিং)। আজ বুধবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং নাম না করে আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়ার কাছে অসমিয়া ভাষায় এই আবেদন জানিয়ে লিখেছেন, 'আমরা যে কোনও সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে আমাদের মানুষের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনব। অনগ্রহ করে আমাদের জানান, আপনি মৃতদেহ কোথায় রেখে গিয়েছেন। শোকে বিধ্বস্ত তাদের পরিবার আপনার কাছ থেকে এই প্রত্যাশার অধিকারী।' প্রসঙ্গত, আলফা (স্বাধীন) শিবিরে দুই ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে গতকাল ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং সামাজিক মাধ্যমে বলেছিলেন, 'জঙ্গল থেকে অসমের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) যুবক-যুবতীর মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর শুনে সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে, অসমের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার অনুরোধ - যে ব্যক্তি এবং সংগঠনের কাছে আপনার জীবনের কোনও মূল্য বা গুরুত্ব নেই, তার জন্য আপনার জীবন নষ্ট করবেন না।' এর পর ডিজিপি সিং মৃতদেহ দুটি ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, প্রেস বিজ্ঞপ্তির ভূমিকা সীমিত। অনুগ্রহ করে মৃতদেহগুলি জঙ্গল থেকে ফেরত পাঠান। পরিবারবর্গকে তাদের অন্তিম শ্রদ্ধা জানানো সুযোগ দিন।' আজ আবারও তিনি আলফা-স্বাধীন-এর কাছে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আলফা (স্বাধীন) দুই

ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছিল। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছিল, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন)-এর নিম্ন পরিষদের প্রাক্তন উপ-সভাপতি ব্রিগেডিয়ার এ জেড সেলিম অসম ওরফে লাচিত হাজরিকা এবং প্রাক্তন পিটিই বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেটিয়া সংগঠনের সংবিধান এবং নীতি-আদর্শকে চূড়ান্তভাবে অবমাননা করেছিলেন। আলফা-স্বাধীন বিরোধী কার্যকালপে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছে আলফা-স্বাধীন। লাচিত হাজরিকা এবং বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেটিয়া ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীকে সহযোগিতা করে সংগঠনের সংবিধান ও নীতি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করেছেন এবং কমরেডদেরকে শত্রুর কাছে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার জন্য ব্ল্যাকমেইল করতেন। তারা আসাম পুলিশের কাছে সংগঠনের তথ্যও গোপনে পাচার করতেন বলে অভিযোগ করেছে আলফা-স্বাধীন। ওই সব অভিযোগে আলফা-স্বাধীন-এর শীর্ষ নেতা লাচিত হাজরিকা ওরফে ব্রিগেডিয়ার সেলিম অসম এবং বর্ণালী অসমকে গত ২০ সেপ্টেম্বর মায়ানমারের সাগাইন এলাকার হাচি ক্যাম্পে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এদিকে সূত্রের খবর, সেলিম অসম ওরফে লাচিত হাজরিকা (আসল নাম সেলিম আলি) আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ৯০-এর দশকে আলফায় যোগ দিয়েছিলেন। লাচিত হাজরিকার বাড়ি বিহপুরিয়ায়। এছাড়া বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেটিয়া আলফা-স্বাধীনে যোগ দিয়েছিলেন ২০২১ সালে। বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেটিয়া (আসল নাম) তিনসুকিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ ১৬ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ৪ অক্টোবর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ১৭ আশ্বিন, চন্দ্র ২০ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৯ আশ্বিন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ১২ আশ্বিন ১৯৪৫, মৈতৈ ২০ লাংবন, আসাম ১৬ আহিন, মুসলিম ১৯-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫ঃ৩১ঃ০৮ এবং অস্ত স ০৫১৯০৪। চন্দ্র উদয় রাত্রি ০৯০৫১৬(৪) এবং অস্ত সকাল ১১১৬৩৭(৫)। কৃষ্ণ পক্ষ। তিথি ষষ্ঠী (নন্দা) কাল ঘ ০৮৪৩৩৫ দং ৮০৫ পর্যন্ত নক্ষত্র রোহিণী রাত্রি ১০৩৩০১ দং ৪২৩৪৩০ পর্যন্ত পরে মৃগশিরা করণ গর রাত্রি ০৮৪৩৫৬ দং ৩৮১৪৭.৫ পর্যন্ত পরে বণিজ যোগ সিদ্ধি সকাল ঘ ১১৩৭০৬ দং ১৫১৪৪২.৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাত

অমৃতযোগ দিন ০৫৩১১৩ থেকে - ০৬১৮২৫ পর্যন্ত, তারপর ০৭০৫৩৭ থেকে - ০৭৫২৪৮ পর্যন্ত, তারপর ১০১৪২৪ থেকে - ১২৩৫৫৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৫৭৫৮ থেকে - ০৬৫৬৪৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮৩৪২২ থেকে - ০৩০৪৪৮ পর্যন্ত।

মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬১৮২৫ থেকে - ০৭০৫৩৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১২৩১১ থেকে - ০৩৪৪৪৬ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১১০১৩৫ থেকে - ১১৪৮৪৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০১১৫৯ থেকে - ১১০০৪৭ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১২৩৩১ থেকে - ১২৫৩৪১ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৮২৮১২ থেকে - ০৯৫৬৪২ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০২২৮১২ থেকে - ০৩৫৯৪৩ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)রবি ৫১৬৩৭১১ (১৩) ২ পদ চন্দ্র ১২৫৫৯৯ (৫) ১ পদ মঙ্গল ৫২৯২৩০ (১৪) ২ পদ বুধ ৫৬৪১৬ (১২) ৩ পদ বৃহস্পতি ০২১৫২৭ (২) ৩ পদ শুক্র ৪০২৫৩৭ (১০) ১ পদ শনি ১০৩৩৩৭ (২৩) ৪ পদ রাহু ০৩৩৮২৫ (১) ২ পদ কেতু ৬৩৩৮২৫ (১৪) ৪ পদ বৃহস্পতি বক্রি শনি বক্রি। লগ্ন কন্যা রাশি সকাল ০৬৩১৫১ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৮৪৬০২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১০১৪৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১০৭৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০২৫৩৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪২৭২২ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৫৫৮২৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৭৩৮৫৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ০৯৩৭২১ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ১১৫০৪০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২০৬২৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪৬৭৪৫ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ
জ্বর ও সর্দিকাশির থেকে সাবধানে থাকুন। বন্ধুরূপী শত্রুর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

বৃষ
পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না। কর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন।

মিথুন
আপনার সন্তান উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।

কর্কট
সপ্তাহের মধ্যভাগে কোনও প্রতারকের পাল্লায় পড়ে অর্থহানি হতে পারে।

সিংহ
বয়স্করা চলাফেরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অর্থব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা
চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় অর্থলাভ হবে অনেক বেশি। তবে বাড়তি খরচ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

তুলা
কর্মক্ষেত্রে অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথা বলবেন না।

বৃশ্চিক
কন্যাসন্তানের বিবাহ নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। নব-বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

ধনু
পেশাগত দিক জাতকের ভালো যাবে। তবে পারিবারিক জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে।

মকর
হঠাৎ কোনও খবরে বিচলিত হয়ে পড়তে পারেন। ব্যবসায় বড় কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নেবেন।

কুম্ভ
পাওনা টাকা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বাবা-মার একাকীত্ব দূর করার জন্য তাঁদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।

মীন
ব্যবসায়ীরা তাঁদের ক্রেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ভদ্রতা বজায় রাখুন। এর জন্য নামী কোম্পানিতে চাকরি হতে পারে।

বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হাওড়ার আমতা এবং উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,৪ অক্টোবর ঃ গতকালের পর আজ সকালে ডিভিসি থেকে ফের জল ছাড়ার ফলে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হাওড়ার আমতা এবং উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এদিকে দফায় দফায় বৃষ্টির ফলে একাধিক নদীর জলস্তর হু হু করে বেড়ে চলেছে। আজ বুধবার সকালে ডিভিসি থেকে ফের এক লক্ষ ৩৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে হাওড়ার আমতা এবং উদয়নারায়ণপুরে। এদিকে টানা বর্ষণের জেরে মুণ্ডেশ্বরী, রূপনারায়ন এবং দামোদর নদীর জলস্তর বেড়েছে। এর ফলে নদীর ধারে বেশ কিছু নিচু কৃষিজমি এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার চাষীরা। তারা সঁদুরে কালো মেঘ দেখতে শুরু করেছেন। আমতার দু'নম্বর ব্লকের ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া চিতনান গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু গ্রামের মানুষজন আতঙ্কে মুণ্ডেশ্বরী নদী

ফুলেফেপে ওঠায় তারা বন্যার আশঙ্কা করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং শুরু হয়েছে। দুই জায়গায় ত্রাণ শিবির খোলার পাশাপাশি সেখানে খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে দামোদর নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় উদয়নারায়নপুরের ডিভুশুট, হরালি, দাসপুর, সীতাপুর, সুলতানপুর ,গজা, কুড়চি হরিহরপুর, হোদল ,রামপুর বালিচক, শিবপুর ,খলতপুর , বিনোদবাটি, জঙ্গলপাড়া, শিবানীপুর, পাঁচারুল, রাজাপুর জোকা সহ একাধিক গ্রাম প্লাবিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই তৎপরতার সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এলাকায় নজরদারি বাড়াতে উদ্ধারকারী দল নামানো হয়েছে। এর পাশাপাশি ফ্ল্যাড সেন্টারগুলিতে শুকনো খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার চাষিরা মনে করছেন পুজোর মুখে কৃষিজমি প্লাবিত হলে ধান চাষের পাশাপাশি সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হবে। আমতার ঘোড়াবেড়িয় চিনান প্লাবিত হল। অস্বাভাবিকহারে ডিভিসির ছাড়া জলে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ জায়গা জলমগ্ন । প্রায় ৫০০০০ মানুষ মূলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দল কুলিয়া ঘাটে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রে প্রশাসন প্রস্তুত আছে। জল ছাড়ার মাত্রা কিছুটা কমলেও সব রকম ভাবে মানুষের পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত আছি। দ্বীপ এলাকার জন্য কুলিয়াতে একটি শিবির খোলা হচ্ছে । আমি নিজে দিল্লী থেকে ফিরে এসেছি ও সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষন ও ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে বলে জানান আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকেই রূপনারাযণ ও মুন্ডেশ্বরীর জল বিপদসীমা উপরে পৌঁছে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে আমতা দু নম্বর ব্লকের ভাটোরা এবং সিগন্যাল গ্রাম পঞ্চায়েত দুটি। এরপর দামোদর নদের জল স্তর বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করলেও বুধবার সকাল থেকেই বাদ উঠছে জল ঢুকতে শুরু করে উদয়নারায়নপুর ব্লকের একটা বিস্তীর্ণ এলাকায়। কুরচি শিবপুরের কোকাপুর থেকে উদয়নারায়নপুর পর্যন্ত বাস রাস্তা উঠছে চলে আসে দামোদর নদের জল এবং যত সময় যাচ্ছে ততই জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না থামলে উদয়নারায়নপুরের ব্লকের সম্পূর্ণ এবং আমতা দু'নম্বর ব্লকের প্রায় অর্ধেকটা বন্যার জলে প্লাবিত হবে বলে আশঙ্কা ওয়াকবহাল মহলের। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়ে মঙ্গলবার দাত্তরিক সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে মাইকিং করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল বুধবার সকাল থেকেই জলস্থল বৃদ্ধি পায় .এই মুহূর্তে কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সকালবেলায় এলাকায় পৌঁছে যান হাওড়া জেলা শাসক সহ এ ডি এম পঞ্চায়েত ও জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন উদয়নারায়নপুর এবং আমতা দু'নম্বর ব্লকের একাংশ বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলার আধিকারিকরা পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণের তবে বৃষ্টি না থামলে পরিস্থিতি আরো ঘোড়ালো হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে দুর্গত মানুষের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না এমন তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাসের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু, গ্রেফতার চালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ বুধবার উল্টোডাঙ্গা-গড়িয়াগামী বেসরকারি একটি বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়া মোড়ের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের দাবি, বেপরোয়াভাবে বাস ঘোরাতে গিয়েই এই বিপত্তি। ঘটনার পর অভিযুক্ত চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উল্টোডাঙ্গা-গড়িয়া রুটের বাসটি গড়িয়া মোড়ের কাছে এসে বেপরোয়াভাবে মোড় ঘোরাতে যায়। সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই প্রৌঢ় পথচারীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় কন্ডাক্টার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নেতাজিনগর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় বাসের চালককে। তবে মৃতের পরিচয়

বাংলাদেশে হিন্দু অবস্থা নিয়ে ফের তোপ তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু অবস্থা নিয়ে ফের এক্স হ্যাণ্ডেলে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তিনি লিখেছেন, মাথামোটা হলে প্রতিটি কথা পাখী পড়ার মতো বুঝিয়ে দিতে হয়। প্রবেশের অধিকার নেই মানে বসবাসের অধিকার নেই, যেটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল। আমাদের ঘরবাড়ি সবই বেদখল হয়ে গেছে। আমরা কোন দুঃখে কলকাতা ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকব ? কিন্তু পুজোর সময় সবাই ওখানে সমবেত হতেন। আর হন না।এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু লিখেছেন, আহা ! ইনি তো ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছেন যে মোল্লা-মৌলবী-মৌলানারাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ! সে দিন আসতে এখনো বাকি আছে, মিযা !টাকা দিয়ে .শংসাপত্র আগে পাওযা যেত না। ইস্ট জর্জিযা বিশ্ববিদ্যালয় .এটি প্রথম চালু করে। তারপর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।এক্স হ্যাণ্ডেলে অপর একটি সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু এ দিন লিখেছেন, বাংলাদেশ প্রীতির কারণ, ওই দেশের ব্রাহ্মণবাড়িযাতে আমাদের গ্রাম। হিন্দু হবার অপরাধে সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার এক কোটির উপর হিন্দুকে দেশ থেকে তাড়িয়েছে।এবার বোঝা যাচ্ছে মোল্লাশ্রী, কেন প্রীতি ?

দলের জেলা কমিটি গঠন ঘিরে'বিদ্রোহ' বিজেপি-তে 'বিভীষণ' বলে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে নিশানা অনুপমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ দলের জেলা কমিটি গঠন ঘিরে ফের 'বিদ্রোহ' বিজেপি-তে। বিধায়ক অসীম সরকারের পর, এবার ফুঁসে উঠলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। সমাজ মাধ্যমে রাজ্য নেতৃত্বকে 'মীরজাফর' বলে আক্রমণ করলেন তিনি। বিজেপি-র বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠনের পরই নেতৃত্বকে নিশানা অনুপমের। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলেও কাজ না হওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই নিয়েই বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ একটি লেখা পোস্ট করেন অনুপম। তিনি লেখেন, 'গতকাল বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অজস্র ফোন পেয়ে চলেছি। সকাল সকাল ঘুমও ভাঙল সে রকম কিছু ফোনে। তাই দু'চার কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি'। অনুপম লেখেন, 'আগামী দিনে যে নির্বাচনটি আসছে, সেটি হলো মাননীয় নরেন্দ মোদিজির তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াই। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যারা আবেগ দিয়ে বিজেপি করি এবং মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তারা জানি এই নির্বাচনে অন্তত নূন্যতম কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা চলবে না। আর এই নির্বাচনে জেতার জন্য টিম তৈরি করতে গিয়ে, সংগঠন এবং গ্রহণ যোগ্যতা আছে এরকম মানুষগুলিকে বেছে বেছে বাদ দিয়ে, নিজের কাছের মানুষদের যাঁরা জায়গা করে দেন, তাঁরা এক প্রকার ঘরের শত্রু বিভীষণ'। এখানেই থামেননি অনুপম। তিনি লেখেন, 'এই ধরনের বিভীষণদের জন্য

মাঝেমধ্যেই জেলা বিক্ষোভ দেখে থাকি আমরা। ঘরের মধ্যে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন কথা শোনা হয় না, মানুষ ধৈর্য হারিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন'। দেখেও 'বিভীষণ'রা সবকিছু না দেখার ভান করেন এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেন অনুপম। জেলা কমিটিতে জায়গা না পেয়ে কেউ যেন তৃণমূলে চলে না যান, সেই আবেদনও জানান অনুপম। তিনি জানান, তৃতীয় বার মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে গেলে, প্রত্যেক লোকসভার আসনটে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাই অভিমানে বসে না গিয়ে, বিক্ষুব্ধদের 'বিভীষণ'দের মুখোশ দেওয়ার আর্জি জানান অনুপম। এর আগেও, একাধিক বার রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনুপম। কোনও রকম রাখঢাক না করেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের মতামত জানিয়েছেন। তার জন্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। দলের অন্দরে অসন্তোষ না জানিয়ে কেন প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাতে গেলেন, প্রশ্ন শুনতে হয় তাঁকে। এদিন তারও জবাব দিয়েছেন অনুপম। তাঁর দাবি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বলেও যখন কাজ হয় না, প্রকাশ্যে মুখ খুলতে বাধ্য হন। কিছু না কিছু একটা ঘটবে বলে দলের কর্মীদের আশ্বস্তও করেন অনুপম।

মধ্যপ্রদেশে পাচারের আগে জাল নোট সহ ধৃত পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশে পাচারের আগে জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতের নাম শেখ সফিক (৩৯)। সে হুগলি জেলার পান্ডুয়ার বাসিন্দা। কলকাতা থেকে জাল নোটের একটি বড় চালান মধ্যপ্রদেশে পাচার করতেন। তিনি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার গঞ্জ বাসোদা থানা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নর্থপোর্ট থানার অন্তর্গত স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড থেকে কলকাতা পুলিশ তাকে আটক করে। বুধবার এসটিএফ ডিসি আইপিএস ভি. সোলাযমান নেশা কুমার বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয়ে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ৫০০ টাকার ৩০০টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এর দাম ১.৫ লক্ষ টাকা। তাকে আটক করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইপিসি-এর ১২০বি, ৪৮৯বি এবং ৪৮৯সি ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তার অন্যান্য সহযোগীদের সম্পর্কে জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

বৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ! যাদবপুর শ্যামাপল্লির পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ পুজো আসতে মাত্র কয়েকদিন বাকি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপের জেরে আগামী ৪৮ ঘন্টা বৃষ্টি চলবে। কিন্তু, তাতে কী বা যায় আসে! বৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই শহরের নানা প্রান্তে জোর কদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর শ্যামাপল্লির পুজোর প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। যাদবপুর শ্যামাপল্লির এ বছরের ভাবনা ''সম্পৃক্ত''। শিল্পীর কথায়, দর্শক মণ্ডপে প্রবেশ করলে তবেই এই মণ্ডপ পরিপূর্ণতা পাবে। এমনভাবেই থিম ভাবা হয়েছে। মণ্ডপে থাকবে আলোর কারুকাজ। বৃষ্টির জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ঠিকই। তবুও দম ফেলার ফুরস নেই তাঁদের। কাজ বাকি রয়েছে অনেকটাই। তাই দিন-রাত এক করে কাজ করে চলেছেন শিল্পীরা। মহালয়ার আগেই যাবতীয় কাজ শেষ করে নিতে চাইছেন তাঁরা। যাদবপুর শ্যামাপল্লি পুজো কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, বৃষ্টির জন্য তাঁদের অবশ্য খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না, যেহেতু তাঁদের মণ্ডপ এমনিতেই চারিদিক থেকে ঘেরা রয়েছে।

মেট্রো রেল যাত্রীদের ভালো পরিষেবা দিতে লাইনের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে টিকিট-চেকিং

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার যাত্রীদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য ক্রমাগত তার সুবিধাগুলি আপগ্রেড করে চলেছে। একই সময়ে, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, নির্দেশ অনুসারে টোকেন ক্ষতি চেক করার জন্য বিভিন্ন স্টেশনে টিকিট চেকিং ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে। টোকেন হার বন্ধ করতে এবং নিয়ম অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দিতে বিশেষ টিকিট-চেকিং দল গঠন করা হয়েছে। কেউ ভুল টিকিট ছাড়া ভ্রমণ করলে যাত্রীদের জরিমানাও করছে এই দলগুলো। এই তীব্র চেকিং ড্রাইভের সময়, ৮০ নম্বর. উপদ্রব সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং জরিমানা হিসাবে ২০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ২৬ ছোট যাত্রার মামলাও নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত ৬,৬৪৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সকলকে সব সময় সঠিক টিকিট নিয়ে মেট্রোতে চড়ার জন্য এবং যাত্রা শেষ করার পরে এএফসি-পিসি গেটে টোকেন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

নয়নজুলি বোজানো বন্ধ করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

অভিজি হাজরা, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ একটি বড় মাপের কালভার্ট নির্মাণ হচ্ছিল নয়নজুলির উপর। নয়নজুলির উপর কালভার্ট নির্মাণের জন্য পঞ্চায়েতকে কোনো রকম জানানো হয় নি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঐস্থান দিয়ে যাওয়ার সময় এই অবৈধ নির্মাণ কাজ হচ্ছে দেখে তৎক্ষণা নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য নির্মাণ কাজ বন্ধ করা নয়, পরবর্তী সময়ে ঐ অবৈধ নির্মাণ কাজ শুরু করলে তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন বলে হুঁশিয়ারি ও দেন। যদি ও এই অবৈধ নির্মাণ কাজ কে বা কারা করাচ্ছিল তা জানতে পারেন নি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এই অবৈধ কাজে জমি মাফিয়াদের একাংশ জড়িত বলেই মনে করছেন। চাষের জমিতে জল দেওয়া এবং জমির অতিরিক্ত জল বের করার জন্য কৃষিপ্রধান হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় সেচনালা বা নয়নজুলি রয়েছে। একটি ১৪ ফুট চওড়া সেচনালা রয়েছে জগৎবল্লভপুর ব্লকের শঙ্করহাটি ১ নং পঞ্চায়েতের মুন্সিরহাট -প্রতাপুর রোডের ধারে রামেশ্বরপুরে। এই সেচনালার অপরপ্রান্তে একটি জমিতে যাওয়ার জন্য ঐ সেচনালার উপরে ৮০ ফুট লম্বা কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকদিন আগেই। এই কালভার্ট নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রশাসনের কোনো অনুমতি নেওয়া হয় নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

একটি বড় মাপের কালভার্ট নির্মাণ প্রসঙ্গে শঙ্করহাটি ১ নং পঞ্চায়েতের প্রধান বদরে আলম বলেন, ' কালভার্ট নির্মাণ করার জন্য কেহ কোনো আবেদন করে নি। এছাড়া পঞ্চায়েতের এত বড় কালভার্ট নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি মনে করছি এই অবৈধ নির্মাণ কাজে জমি মাফিয়ারা জড়িত থাকতে পারে ' । এই অবৈধ কালভার্ট নির্মাণ প্রসঙ্গে স্থানীয় বি জে পি নেতা অশোক সিংহ অভিযোগের সুরে বলেন,'এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ নেতা-কর্মী জড়িত। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এই অবৈধ নির্মাণ কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধ করে দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে ঐ অবৈধ নির্মাণ কাজ আবার ও শুরু করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়াকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন। জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু এই অবৈধ নির্মাণ কাজ প্রসঙ্গে বলেন, ' জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এলাকার সেচনালা গুলি কোনো ও ভাবেই অবরুদ্ধ করা বা বুজিয়ে কোনো ও নির্মাণ কাজ করা যাবে না। এমনই সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নেওয়া হয়েছিল।এর আগে ও এই ধরণের অবৈধ নির্মাণ কাজ আমরা বন্ধ করেছি।১৫ ফুট মাপের কালভার্ট করার অনুমতি দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে, সেচনালার অপর প্রান্তে থাকা কোনো ও জমিতে যাওয়ার জন্য যদি বিকল্প পথ না থাকে। কিছু অসাধু মানুষ ৮০ ফুট মাপের কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু ও করেছিল'। ১৪ ফুট চওড়া সেচনালার ৭ ফুট অংশ বুজিয়ে তার পাশাপাশি প্রায় পৌনে এক কাঠা সরকারি জমি ও বে আইনিভাবে দখল করার পরিকল্পনা ও করা হয়েছিল বলে জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু জানান। অবৈধ এই নির্মাণ প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রঞ্জন কুন্ডু বলেন,'ঐ অবৈধ নির্মাণ কাজে তৃণমূল কংগ্রেস দলের কেহ কোনো ভাবেই জড়িত নয়। এই অবৈধ নির্মাণ কাজ এক শ্রেণীর জমি মাফিয়ারাই করেছে বলে আমি শুনেছি'।

ধারাপাত থেকে নিস্তার নেই, দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ নিম্নচাপের বৃষ্টি থেকে এখনই নিস্তার নেই, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আগামী ৪৮ ঘন্টা হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সামনেই পুজো। প্রতি বছরের তুলনায় এ বছর পুজো খানিকটা হলেও দেরিতে। কিন্তু তারপরেও বৃষ্টি থেকে নিস্তার মেলেনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। এমনকি বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘন্টায় মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূম জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাস মতোই বুধবার সকালে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নানা অংশে। ৫ অক্টোবর মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে সর্তকতা। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি কমতে শুরু করবে ৬ অক্টোবরের পর থেকে। নিম্নচাপের প্রভাবে রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল কলকাতার নানা অংশ। বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে।

কলকাতার সরকারি হাসপাতালে কালাজ্বরে মৃত্যুর অভিযোগ বালির বাসিন্দার

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ কালাজ্বরে মৃত্যুর অভিযোগ বালির বাসিন্দা অবধেশ পাশোয়ানের। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু। বুধবার দুপুরে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতের নাম অবধেশ পাশোয়ান (৪৭)। বিহারের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি বালির ক্রান্তি গোস্বামী লেনে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। জ্বর নিয়ে হাওড়া জেলা হাসপাতালে প্রথমে ভর্তি হন তিনি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার তাঁকে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই ব্যক্তি। বুধবার দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধিকর্তা শুভাশিস কোমল গুহ জানান, কালাজ্বরের পাশাপাশি সেপসিসেও আক্রান্ত ছিলেন ওই যুবক। কালাজ্বরের চিকিৎসা চলছিল ওই ব্যক্তির। অবস্থা সংকটজনক ছিল। হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে সোমবার এখানে এসে ভর্তি হয়েছিলেন।

যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা উত্তর পূর্ব রেলের সুরক্ষা বাহিনীর

গোরখপুর, ৪ অক্টোবর ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য সনাক্তকরণ সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করে।একই ধারাবাহিকতায়, ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, বারাণসী, ট্রেন নং-এর তথ্যে। ১৫০১৮ এর রেলওয়ে সুরক্ষা এসকর্ট পার্টি একটি ১৩ বছর বয়সী বিভ্রান্ত ছেলেকে ট্রেনে পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল, যাকে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট, মাউ-এ হস্তান্তর করা হয়েছিল। ছেলেটিকে শিশু কল্যাণ কমিটি, মৌ-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে, ট্রেন নং. ১৫০২৭ এর যাত্রীদের সম্পর্কে তথ্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, ভাটনি একটি ০৯ বছর বয়সী ছেলেকে ট্রেন থেকে নামিয়ে পোস্টে নিয়ে আসে, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।০২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, দেওরিয়া সদর ট্রেন নম্বর ১৫৯০৪ থেকে একজন যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি পার্স এবং চার্জার সংগ্রহ করে এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট, দেওরিয়া সদরে জমা দেয়, যা ছিল যাত্রী উপস্থিত হলে তার হাতে ব্যাগ ও চার্জার তুলে দেওয়া হয়। ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, চাপরা ট্রেন নম্বর ১১১২৩ থেকে ছেড়ে যাওয়া একজন যাত্রীর একটি ট্রলি ব্যাগ সংগ্রহ করে এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট, চাপরাতে জমা করে, যা উদ্ধার করা হয়েছিল। যাত্রী। পরিবারের উপস্থিতিতে ট্রলি ব্যাগ হস্তান্তর করা হয়। ১২৩৩৩ হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ এক্সপ্রেস ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য কারণে রেল প্রশাসন বাতিল করেছে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হওয়া মেয়েকে পাঠানো হলো সরকারি হোমে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ অক্টোবর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় রাস্তা থেকে উদ্ধার কথা বলতে না পারা ১৯ বছরের একটি মেয়েকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে যাদবপুরের একটি সরকারি আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয়।মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া এলাকায় কথা বলতে না পারা একটি মেয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরনে ভালো জামা কাপড় আছে।স্থানীয় মানুষ জন ঐ মেয়েটিকে বারবার বাড়ির ঠিকানা, নাম জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু বলতে পারে নি। তাই জয়নগর থানায় খবর দিলে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে পুলিশ মেয়েটিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।এবং বিভিন্ন সোর্স মারফত মেয়েটির নাম, পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা জানার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো ভাবে তা না পাওয়ায় আইন অনুযায়ী তাকে সরকারি আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয় বুধবার। জয়নগর থানার আই সি চান যদি কেউ ঐ মেয়েটির কোনো সন্ধান দিতে পারে তাহলে জয়নগর থানায় যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমরা চাই যাতে এই মেয়েটি দ্রুত তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারে।

উত্তরপাড়ায় পুরচেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৪ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার রাতে উত্তরপাড়ার জিটি রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ পদযাত্রা পথসভায় উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবের নেতৃত্বে দিল্লিতে মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে টেনে হিচড়ে হেনস্থা করে ও আটক করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে হুগলির উত্তরপাড়ার জিটি রোডে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবের নেতৃত্বে চলে পদযাত্রা মিছিল বিক্ষোভ ও পথসভা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজি ঘোষ কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস সন্দীপ দাস অর্ণব রায় সহ অন্যান্য কাউন্সিলর। উত্তরপাড়ার সখের বাজার থেকে এই মিছিল পদযাত্রা ভদ্রকালী শিবতলা পর্যন্ত যায়। এছাড়া তৃণমূল সমর্থক ও নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জিকে চূড়ান্ত হেনস্থা ও দিল্লী পুলিশ যেভাবে অভিষেক ব্যানার্জি ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরও নেত্রীদের হেনস্থা করেছে ও আটক করেছে তারই প্রতিবাদে ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে আমাদের আন্দোলন আরও চলবে।

ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য থাইল্যান্ডের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে প্রস্তুত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল লিমিটেড হল একটি বিশিষ্ট ভিসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, সারা দেশ জু।ে ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতে রয়্যাল থাই দূতাবাস দ্বারা নির্বাচন ঘোষণা করতে পেরে আমরা গর্বিত। এই পরিবর্তন এর দরুন থাইল্যান্ডে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের দ্রুত এবং স্বচ্ছ ভিসা আবেদন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচক হবে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জর্জিয়া, গ্রীস সহ বিভিন্ন দেশের ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিচালনার একটি বিশিষ্ট ট্র্যাক রেকর্ড সহ, ডিইউ ডিজিটাল বিশ্বব্যাপী ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার একটি নতুন যুগের সূচনা করতে প্রস্তুত। রয়্যাল থাই দূতাবাসের ডুডিজিটাল গ্লোবালের নির্বাচন ভারতীয় ভ্রমণকারীদের নির্বিঘ্নে ভিসা আবেদনের অভিজ্ঞতা প্রদানে তার অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এই সহযোগিতা থাইল্যান্ডের মনোমুগ্ধকর ল্যান্ডস্কেপ অন্বেষণ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে সরল ও দ্রুত গতি প্রদান করতে প্রস্তুত। মি. শিবাজ রাই, ডিরেক্টর, ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল লিমিটেডের বলেন, ভারতে ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য রয়্যাল থাই দূতাবাস দ্বারা নির্বাচিত হতে পেরে আমরা গর্বিত । এই দক্ষ ভিসা প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা প্রদান করতে পারাটাই আমাদের রজোর একটি প্রমাণ। মি. শিবাজ রাই আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য একদম পরিস্কার আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের কাছে কম সময়ে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে পারি। ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবালে অত্যাধুনিক ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা সহ আবেদন জমা সহ, সম্পূর্ণ নথি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা এবং দক্ষ বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহ করা। কোম্পানির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মীরা নিশ্চিত করবে যাতে আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা পান। গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপেএ, ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল শীঘ্রই সল্টলেক এলাকায় একটি নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র উন্মোচন করবে। কোম্পানির এই সম্প্রসারণ ভারতীয় পর্যটকদের কাছে পৌঁছানো এবং সহায়তা করার জন্য কোম্পানির কার্যকে প্রতিফলিত করে। আবেদনকারীরা বর্তমানে কলকাতায় তাদের ভিসার আবেদন জমা দিতে অ্যাক্রোপলিস মল, ইউনিট ৬১, ৬তলা, ১৮৫৮, রাজডাঙ্গা মেইন রোডে এ যেতে পারেন। ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল রয়্যাল থাই দূতাবাসের সাথে একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করছে, যা আরও সাজানো এবং দক্ষ ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব দিয়ে ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যে প্রস্তুত।

অভিষেক নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত, হাওড়ার বাঁকড়ায় রেলগেটে অবরোধের চেষ্টা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ অভিষেক নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত, হাওড়ার বাঁক।ায় রেলগেটে অবরোধের চেষ্টা তৃণমূলের। মঙ্গলবার রাতে দিল্লিতে কৃষি ভবনের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সাংসদদের দিল্লি পুলিশ আটক করার ঘটনায় হাওড়াতেও বিক্ষোভ অব্যাহত। বুধবার সকালে বাঁকড়ার তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়া মন্দিরতলা রেলগেটে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা অবরোধ করতে হলে আরপিএফ তাদের বাধা দেয়। আরপিএফের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পরে সেখান থেকে আরপিএফ তৃণমূল কর্মীদের সরিয়ে দেয়। এদিন রেল লাইনের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কুশপুতুল জ্বালানো হয়। এদিন এক আন্দোলনকারী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি। তারজন্য আমাদের প্রতিবাদ। আমরা রাজভবন অভিযানের জন্যও সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিবাদ হবে। কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে উখাত করার জন্য প্রতিটি বিরোধী দল তৃণমূলের পাশে দাঁ।াবে। এদিকে, অভিষেককে হেনস্থা ও মঙ্গলবারের আটকের প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড়ে অবরোধ হয় জাতীয় সড়কে। দু'নম্বর জাতীয় সড়ক কালীতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতা-নেত্রীকে আটক করে যে 'হেনস্থা' করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের এদিনের এই জাতীয় সড়ক অবরোধ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩০৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ভারত

সম্পাদকীয়

ভারতের ওপরে চাপ বৃদ্ধি হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার তেল এবং জ্বালানি সবাই কিনতে চায় ভারতের কাছ থেকে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কাকে অপরিশোধিত তেল দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। রাশিয়া এখন ইউরোপ দেশের ওপরে নির্ভর করে থাকতে চায় না। তারা ভারতের ওপরে নির্ভর করে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। মোদি ভিডিও যখন বির্তক সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন রাশি পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা ভারতের পক্ষে রয়েছে। ভারতকে তারা ত্যাগ করতে চায় না। এদিকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভারতের ওপরে চাপ করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলতে শুরু করেছেন ভারত যেহেতু জি-২০ সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণে রয়েছেন ২০২৩ সাল অবধি সেই কারণে ভারতের প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্ব শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু আমেরিকা এবং ইউরোপ শক্তিগুলি ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে বিশ্ব শান্তি ক্ষুন্ন করছেন বলে মনে করছে কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। সহজে যুদ্ধ থামবে না। ভারত বলতে শুরু করে দিয়েছে আগে যারা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাদের উচিত হচ্ছে অস্ত্র না দেওয়া। কিন্তু কেউই ভারতের কথা একেবারে শুনতে রাজি নয়। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে ইউক্রেন থেকে রাশিয়াকে আগে হাত তুলে চলে যেতে হবে। তারপরে শান্তি আলোচনা হতে পারে। কিন্তু পুতিন তা শুনতে একেবারে রাজি হচ্ছেন না। সেই কারণে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ভারত বিরোধী ছক তৈরি করতে শুরু করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের যা পরিস্থিতি তাতে তারা এখনই ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে পারবে না। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে রয়েছে পাকিস্তান। ভারত রাহুল গান্ধির কথাকে গুরুত্ব দিয়ে সেনা বাহিনীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছে। যদি দুই রাষ্ট্র একসঙ্গে ভারত আক্রমণ করতে শুরু করে তাহলে ভারতীয় সেনারা সেটাকে সামাল দিতে পারবে কিনা। এই নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। পাকিস্তান এখন ইচ্ছা করে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মিটছে না পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উস্কানিতে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ। বিশ্বের সঙ্কট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং তার সমাধানের পথ রচিত করা হয়েছে। জঙ্গি বা সন্ত্রাসে দমন করার ব্যাপারে সব রাষ্ট্রগুলো একমত প্রকাশ করেছে। বিশ্বের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। শিল্প কলকারখানা উৎপাদন মুখী হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ বাজারে কোনও পণ্যের চাহিদা নেই। একমাত্র ওষুধ ছাড়া এবং পেট্রো পণ্য ছাড়া। জ্বালানির অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বেশি করে বিদ্যুৎ নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ভারত আগামি দিনে জ্বালানির পরিমান কমিয়ে বিদ্যুৎ বা সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করার ওপরে জোর দিচ্ছে। নাহলে কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা একটি স্থানে থেমে যাবে। সভ্যতার অগ্রগতি বজায় রাখতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি উৎপাদন করতে হবে বিদ্যুৎ থেকে। সৌরশক্তি থেকে। জ্বালানি বা পেট্রো পণ্যের ওপরে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, চিন, ভারত, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্সের বৈঠক হওয়া খুবই প্রয়োজন। বিশ্ব শক্তিশালী রাষ্ট্রে বৈঠক হলে শান্তি প্রসঙ্গ এসে পড়বে। সবাই যদি এক জোট হয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে প্রেডিন্টে পুতিনকে অনুরোধ করে তাহলে বিষয়টা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে সবাই শুরু করে দিয়েছে। মরছে ইউক্রেনের বাসিন্দারা। তারা কোনও অপরাধ করেনি। তারা শরনার্থী হয়ে বসবাস করছে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। ইতিমধ্যে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার শক্তি ক্ষয় হোক। আমেরিকার যত শক্তি ক্ষয় হবে ততই চিনের লাভ। রাশিয়ার লাভ। চিন রাশিয়া এখন তাদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন।

অর্থ সঙ্কটে পাক সরকার

আর্থিক সমস্যায় পড়েছে পাক সরকার। তারা এখন এর হাত থেকে রেহাই পেতে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অর্ত বাণ্ডারের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আইএমএফ সাতশো কোটি টাকা ঋণ দিলেই তবে খানিকটা পাক সরকার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তবে এই ঋণ গ্রহণ করলে জনগণের ওপরে ১৭ হাজার কোটি চাকা করের চাপ পড়বে। তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। জনগণ প্রায় কেউই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারবে না। জ্বলানি এবং পেরেটা পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবুও কিন্তু পাকিস্তান সরকারের আর্থিক অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আইএমএফের ঋণের খুবই প্রয়োজন। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অবস্থা চরম আকার ধারন করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আইএমএফের একদল প্রতিনিধি ইসলামাবাদ সফর করে ফিরে গিয়েছেন। আইএমএফের শর্ত মেনে ঋণ নিতে হবে। তেল থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপরে কর বৃদ্ধি করতে হবে। ভর্তুকি প্রায় তুলে দিতে হবে। পাকিস্তানের এই আর্থিক দুর্দিনে চিন অবশ্য পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারা সরে গিয়েছে। ভারত যদিও বলেছিল যে আর্থিক সহায়তা করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে তাতে কিন্তু ভারতের ব্যাপারে কোনও রকম আগ্রহ দেখ য়য়নি পাক সরকার। পাকিস্তান সরকার ভারত বিদ্বেষের পথ ধরে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামী দিনে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। তার জন্য একন সেখানে তদারকি সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান পাক তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। তিনি শুধু মাত্র প্রশাসনের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। কোনও আইন প্রনয়ণ করতে পারবেন না। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তলে দিয়ে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো যিনি বিদেশ মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেই ভারতের কাশ্মীর নীতির সমালোচনা করেছিলেন। এমনকী তিনি আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের কাশ্মীর পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করে সেখানে গণভোট গ্রহণ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা কোনও অধিকার দিল্লির নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্বিকতা

এটা হল তাঁর মনের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে তিনি প্রবলভাবে সকলের মনের মধ্যে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর সন্তানরা জীবের সেবা আগে করবে। তারপরে তারা অন্ন গ্রহণ করবে। এটাই হচ্ছে মা ভবতারিনীর প্রধান এবং মুখ্য ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছাকে সব সময়ে পূরণ করার চেষ্টা করতে হয়। মায়ের ইচ্ছাকে যদি পূরণ করা যায় তাহলে কিন্তু জীব সেবার কাজ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে। আসলে দক্ষিণেশ্বর থেকে জীব সেবা পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তার আগে জীব সেবা হতো সেটা নমঃ নমঃ করে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পুজো চেয়ে জীব সেবাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের সমাদর পেতে থাকেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিস্মৃত বিপ্লবীদের ইতিহাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল) হওয়ার আগে কলকাতায় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এবং অনুকূল মুখার্জির নেতৃত্বে রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন (১৯১৪) করা হয়েছিল। সেই লুণ্ঠিত অস্ত্র বাংলার তথা ভারতের সমস্ত বিপ্লবীদের মধ্যে রাতারাতি ভাগ করে বিলি করে দেওয়া হয়। এই অস্ত্রের ভাগ পেয়েছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাখ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), মাস্টারদা সূর্য সেন এবং ভগৎ সিং, রাসবিহারী বোস সহ আরও অনেকে। ঢাকা অনুশীলন সমিতি, চন্দননগর গোষ্ঠী, বরাহনগর গোষ্ঠী থেকে শুরু করে সব গোষ্ঠীগুলি কম বেশি করে অস্ত্রের ভাগ পেয়েছিল। শক্তিশালী বিপ্লবী গোষ্ঠীদের বেশি করে পিস্তল এবং কার্তুজ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে বিপ্লবীরা পুলিশের ভয়ে বহু অস্ত্র গোপনে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। সেই সব অস্ত্রকে সুরক্ষিত করতে দুইজন মহিলা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা গোপনে আবার বিপ্লবীদের আস্তানা দিতেন। এই দুহ মহিলা হলেন ননীবালা দেবী এবং দু'কড়িবালা দেবী। এঁনাদের আলিপুর জেলখানায় নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমরা কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা, বীণা দাস সহ বহু মহিলা বিপ্লবীদের কথা জানি। কিন্তু বলতে গেলে এই দুই মহিলা বীরাঙ্গিনীদের কথাকে আমরা ভুলতে বসেছি। তাঁদের কথাকে এখন স্মরণ করার এসেছে। তারই আলোচনা করলাম।

ননীবালা দেবী ঃ জন্ম ঃ ১৮৮৮ সালে। জন্ম ঃ হাওড়ার বালিতে। পিতার নাম ঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। মাতার নাম ঃ গিরিবালা দেবী। মাত্র ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। ষোল বছর বয়সে বিধবা হন। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা বিধবা কন্যার লেখাপড়ার জন্য আড়িয়াদহ এর একটি খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মিশনারীদের রীতিনীতি ভালো না লাগার ফলে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন। চন্দননগরে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাট্টার্জি, মন্মথ বিশ্বাস, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। বিধবা পিসিমাকে অনুরোধ করলেন অমরেন্দ্র চন্দননগরে গিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। ননীবালা চন্দননগরে উপস্থিত হয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দেখ ভাল করতে শুরু করলেন। কলকাতার স্ট্যাণ্ড রোডে 'শ্রমজীবী সমবায়' দোকানের মালিক ছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জি। তাঁদের কাছে রডা কোম্পানির লুণ্ঠিত মশার পিস্তল ছিল। পুলিশ এই দুইজন মালিককে গ্রেফতার করে। রামচন্দ্রবাবু কোথায় পিস্তল রেখেছিলেন সেটা তিনি কাউকে বলে যাননি। পুলিশ রামচন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তিনিও পিস্তলের কোনও হদিশ দিতে পারেননি। এবারে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে ননীবালাকে তাঁর স্ত্রী সাজিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর কাছে পাঠাবেন কোথায় পিস্তল রয়েছে তা জানার জন্য। বিধবা ননীবালাকে মাথা সিন্দুর এবং হাতে শাঁখা পরিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হলেন ননীবালা। রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে পিস্তলের হদিশ নিয়ে এলেন। পুলিশ এই বিষয়টা জানতে পেরে তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলো। ননীবালা তখন কাশী হয়ে পেশোযারে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা চিন্তা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তাঁর বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র। কাশীতে ননীবালার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ। প্রবোধ মিত্রের বাড়িতে কলেরায় আক্রান্ত ননীবালাকে পুলিশ গ্রেফতার করে চিকিৎসা করতে শুরু করে। সুস্থ হলে তাঁকে কাশীর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্বীকারোক্তি আদায় করতে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতে শুরু করে। পুলিশ পরাস্ত হলে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয়। ননীবালাকে কাবু করতে না পেরে তাঁর পিতা সূর্যকান্ত ব্যানার্জিকে ইলিসিয়াম রো'তে নিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে জেরা করতে শুরু করে। পুলিশের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করতে শুরু করলেন। শত অনুরোধে তাঁর অনশন ভাঙাতে পারলো না পুলিশ প্রশাসন। তখন বাধ্য হয়ে ননীবালার শর্তে ব্রিটিশ পুলিশ রাজি হল। শর্ত ছিল যে ননীবালাকে যদি বাগবাজারের শ্রীসারদা মায়ের কাছে রাখা হয় তাহলে তিনি খেতে পারেন। পুলিশের স্পেশাল অফিসার গোল্ডি আবেদন ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন। ননীবালা আবেদনপত্র তৈরি করে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলে রেগে গিয়ে সেই আবেদনপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন মিস্টার গোল্ডি। শর্ত ভঙের অপরাধে রেগে গিয়ে একটা থাপ্পর মারলেন সাহেবের গালে ননীবালা। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩ নম্বর ধারার স্টেট প্রিজনার হিসাবে প্রেসিডেন্সি ডেলে রাখা হল তাঁকে। তিনিই প্রথম স্টেট প্রিজনার। দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর বালিবাসীরা তাঁকে সেখানে থাকার জায়গা দিল না। পুলিশের ভয়ে কেউ তাঁকে ঘর দিতে রাজি হল না। তাঁর পিতা তাঁকে একটি ছোট ঘর দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। ১৯৫০ সালে বন্দীদের অসরকালীন পেনশন চালু হতে তা দিয়ে নিজের পেট চালাতেন। ১৯৬৭ সালে বিপ্লবী মহিলা অনসিন, আনঅনার্ড এণ্ড আনসাং হয়েই পরলোকগমন করেন।

দুকড়িবালা দেবী ঃ ১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৭, ৬ শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম কেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতার নাম নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই বাসিন্দা ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তাঁর বোনপোর নাম ছিল নিবারণ ঘটক। তিনি সিয়ারসোল স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কবি নজরুলকে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কবি নজরুল তখন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী গা ঢাকা দিয়ে সেখানে লুকিয়ে রয়েছেন। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন নিবারণ ঘটকের মাসিমা। স্বদেশি বই বেআইনী বই লুকিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আড্ডা দিত নিবারণ মাসীমার বাড়িতে। বোনপো দুকড়িবালা তাঁকে খুবই ধমক দিলেন। কিন্তু নিবারণ তাঁকে একেবারে আলম দিলেন না। একদিন তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর শিষ্য ছিলেন নিবারণ ঘটক। গোপনে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে ছুরি খেলা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন বিপ্লবীরা দুকড়িবালার আস্তানায়। দুকড়িবালা দেবীর কাছে রডা কোম্পানির লুঠ করা অস্ত্র মশার পিস্তল নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন নিবারণ ঘটক। ১৯১৭ সালে জানুয়ারি মাসে দুকড়িবালার বাড়ি ঘিরে ফেলে পুড়িশ বাহিনী। তল্লাশি করতে গিয়ে সাতটি পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের কাছে বললেন না কে তাঁকে পিস্তলগুলি রাখতে দিয়েছিল। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কোলের ছেলেকে বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচারে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয়েছিল সশ্রম দুই বছর কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটক রেহাই পাননি। তাঁর পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। কারাবাসের করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে বহু বইতে। প্রতিজিন আধ মণ ডাল ভাঙতে হতো দুকড়িবালা দেবীকে। ননীবালা দেবী যখন কারাগারে অনশন করছিলেন তখন তাঁর অনশন ভাঙার বহু চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ননীবালা দেবীর মা সারদা ভবনে থাকার আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে তিনি সাহেবকে চড় মারতে গিয়েছিলেন। তারপরে ননীবালা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে অনশন ভাঙবেন যদি দুকড়িবালা দেবীকে তাঁর খাবার রান্না করার অধিকার দেওয়া হয়। দুকড়িবালা দেবী কারাগারের মধ্যে ননীবালা দেবীর খাবার রান্না করে দিতেন এবং দুইজনে একসঙ্গে বসে কারাগারে খাবার গ্রহণ করতেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন। দু'কড়িবালা দেবী এ সম্পর্কে তিনি নিজে কি বলেছেন তা তুলে ধরা হল -''১৯১৪ সালে রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল লুঠ হয়। ঐ বৎসর শীতকালে নিবারণ একটি ব্যাগে করে দুটি পিস্তল ও কিছু কার্তুজ আন। ..পরদিন ২টি স্টিল ট্রাঙ্কে করে আরো ৮টি পিস্তল ও ১২০০ কার্তুজ নিয়ে আসেন রণেন গাঙ্গুলী ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়। ট্রাঙ্ক দুটি আমার হেফাজতে থাকে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে নিবারণ দুটি পিস্তল নিয়ে কলকাতায় যায়। পরে পৌষ মাসে (বড়দিনের ছুটিতে) আরো একটি পিস্তল নিয়ে যায়। আমার কাছে ছিল ৭টি পিস্তল। ৪টি থাকত ট্রাঙ্কে, ২টি আমার কাপড়ের বাক্সে ও একটি বালিশের তলায়। আমি তখন সক্রিয় অংশ গ্রহণে বদ্ধপকির। .. গ্রামের উত্তর ভাগস্থিত ত্রিপুতা নদীর পাড়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করি।'' (মলঙ্গার হাবু ও রডা-কোম্পানীর অস্ত্রলুট, প্রথম খণ্ড, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৬)

কলকাতার রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের সহযোগিতা করেছিলেন বহু অবাঙালি। তাঁরা চাইতেন যে ভারত থেকে ইংরেজদের অপসারণ। কলকাতা রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের যুক্ত থাকা বিপ্লবীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন প্রভু দয়াল হিমৎসিংকা। তাঁর উল্লেখ যোগ্য ভূমিকার কথা অতি অবশ্যই বলতে হবে।

শ্রীপ্রভু দয়াল হিমৎসিকা ঃ জন্ম ঃ ১৮৮৯ । পিতার নাম ঃ রাম রাক। জন্ম ঃ দুমকা, সাঁওতাল পরগনা, বিহার ও ওড়িষার সংযোগ। যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য। তিনি ১৯১৪ সালে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারের 'মাড়োয়ারি লজে' (মাড়োয়ারি ছাত্রাবাস) বসবাস করতেন। বিপিন গাঙ্গুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে তিনি তাঁর সঙ্গে ভগলপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে লাঠি, ছুরি খেলা শেখেন। কলকাতায় বিপিন গাঙ্গুলীর বাড়ি দুর্গা পিথুরি লেনে বহুবার এসেছেন। বিপ্লবী হরিদাস দত্ত 'অতুল' ছদ্মনামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রডা কোম্পানির এক বাক্স অস্ত্র ৪০১ আপার চিৎপুরে রাখার ব্যবস্থা করে দেন। পরে শিব ঠাকুর লেনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আরও অস্ত্র রাখা হয়। 'অতুল' এর সন্ধান করতে তাঁর দুমকার বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি করতে শুরু করে। পরে পুলিশ ইলাসিয়াম রো'তে তাঁকে এবং তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে জেরা করে। তাঁর ভাইকে ছেড়ে দিলেও তাঁকে লালবাজার লকআপে রাখা হয়। কলকাতার শিব ঠাকুর গলি থেকে অতুলকে গ্রেফতার করার পরে প্রভু দয়ালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিচারে তিনি আদালত থেকে ছাড়া পেলেও (৪.১১.১৪) আবার ৩ এপ্রিল ১৯১৬ সালে ডি আইন আইনানুসারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাংলা ছাড়ার আদেশ জারি করা হয়েছিল। তারপরে তাঁর গতিবিধির ওপরে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তাঁর বন্ধু শ্রীকানাইয়ালাল চিৎলেঙ্গিয়াকে 'কুতুবাদিয়া'তে অন্তরীন রাখা হয়েছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৯ সলে মুক্তি লাভ করেন। প্রভু দয়াল হিমৎকিংকার এ সম্পর্কে নিজে কি লিখছেন -'' ১৯১৪ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর আমি ১১ নং মার্কাস স্কোয়ারে ''মাড়োয়ারী লজে'' (মাড়োয়ারী ছাত্রাবাস) থাকতাম। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তিনি যখন ভগলপরে যান। আমি তাঁর কাছে লাঠি খেলা প্রভৃতি বিভিন্ন আত্মরক্ষা কৌশল শিখি এবং বহুবাজাবাজার অঞ্চলে তাঁর দুর্গা পিতুরী লেনের বাড়িতে গিয়ে দেশাত্মবোধক বই পড়ার সুযোগ পাই। ....ঐ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় আমার কেন বন্ধু ঠিকা গাড়ির সাহায্যে রডা কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্রের একটি বাক্স নিয়ে ১১ নং মার্কাস স্কোয়ারে হাজির হয়ে সেইগুলি রক্ষা করার কথা বলেন। ঐ উদ্দেশ্যে দু' তিনজন বন্ধুর কাছে প্রস্তাব বিফল হওয়ার পরে ৪০১ নং আপার চিৎপুর রোড (বর্তমান রবীন্দ্র সরণী) একটি বাড়িতে সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করি। পরে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের বাকি অংশ থেকে আরো কিছু মাল সংরক্ষণের জন্য আমাকে বলা হলে, আমি বাঙ্গালী সেজে, এপর এক বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে বড়বাজারের শিবঠাকুর লেনের একটি গুদাম ভাড়ার ব্যবস্থা করি এবং অস্ত্রের কিছু অংশ অপরাপর বাক্সের সঙ্গে সেখানে রেখে আসি।'' (মলঙ্গার হাবু ও রডা-কোম্পানীর অস্ত্রলুট, প্রথম খণ্ড, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৯)। (ক্রমশ)

বাংলার দুর্গা পুজো এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে

বাংলার দুর্গা পুজো এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা থেকে শুরু হয়ে একেবারে জাপান হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও বাঙালির দুর্গা পুজো উপস্থিত। জার্মানির বাভারিয়াতে রয়েছে একটি সুন্দর শহর নাম এরল্যাঙ্গেন। এখনকার দুর্গা পুজো দেখলে মনে হবে কলকাতার দুর্গা পুজো হচ্ছে। কলকাতার দুর্গা পুজোর সঙ্গে এখনকার দুর্গা পুজোর কোনও পার্থক্য নেই। এরল্যাঙ্গেনে বসবাসকারী সবাই এই দুর্গা পুজো নিয়ে মেতে থাকে। কলকাতা থেকে বিদেশে দুর্গা ঠাকুর যায় এটা সবাই জানে। কিন্তু এরল্যাঙ্গেন এর দুর্গা সেখানেই তৈরি হয়। সাবেকি চালার রীতি মেনে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলার পঞ্জিকা মেনে এখানকার দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুর্গা পুজোর প্রধান পুরোহিত বাংলা থেকেই আসে। এখানে চারদিন ধরে দর্শকদের ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সবাই পাত পেড়ে পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করে। তবে বেশির ভাগ দিনই নিরমিষ ভোজের আয়োজন করা হয়। দুই বেলা ভোজ দেওয়া হয়। দিনে এবং রাতে। কাউকে ফেরানো হয় না। সবাই অচ্ছা করলে দেবীর ভোগ গ্রহণ করতে পারে।ভোগের মধ্যে থাকে খিচুড়ি, লাবড়া, আলু ফুলকপির ডালনা, পনিরের ডালনা, চাটনি পায়েস, মিষ্টি। সব কিছুই ঘরেই বানাতে হয়। চাঁদা যদি কারোর দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা হয়। তবে সবাই চাঁদা দেয়। কাউকে বলতে হয় না চাঁদাটা দিন। স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে যায়। ভারত জার্মান মৈত্রী রূপ ক্রমশ পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করে। শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে দুর্গা পুজো চলে আসছে বহু বছর ধরে। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে ঠাকুর আনা হয়। একশো বছরের প্রাচীন বিবেকানন্দ আশ্রমের শিবানন্দ হলে এই পজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মায়ের আগমনী গান এখানে পরিবেশন করা হয়। ভক্তি গীতি চারদিন ধরে স্থানীয় গায়কেরা গান গেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটক পরিবেশন করা হয়ে থাকে। অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। পাহাড় ঘেরা এই শহর দুর্গা পুজোর সময়ে সাজতে শুরু করে। কানাডাতে খলিস্তানপন্থীদের সঙ্গে

ভারতবাসীদের বিরোধ থাকলেও দুর্গা পুজো কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। কানাডার অন্টারিও প্রদেশে ব্যারি শহরে দুর্গা পুজো হচ্ছে। টরন্টো ও গ্রেটার টরেটো মিলিয়ে বহু পুজো হচ্ছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বেদান্ত সোসাইটি, টরন্টো কালীবাড়ি, দুর্গা বাড়িতে পুজো হয়ে থাকে। কানাডার বহু স্থানে দুর্গা পুজোর আয়াজন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছরই পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করেছে। স্থানীয় পুরসভা এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমেরিকায় দেবী দুর্গা পুজো ঃ মৈত্রী বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার সাউদার্ন ওয়াশিংটন সংস্থাও দেবী পুজোর আয়োজন করে থাকে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শিকাগোতে রয়েছে। তারাও নিষ্ঠার সঙ্গে বেদী পুজোর আয়োজন করে থাকে। ইস্ট কোস্ট দুর্গা পুজো সমিতি নামে গার্ডেন স্টেট কালচার অ্যাসোসিয়েশন দেবী পুজোর আরাধান কার থাকে চারদিন ধরে। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ ক্যারোলিনা দেবী পুজোর করে। আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়া, নিউ ইর্য়ক, ওয়াশিংটন এলাকায় এখন দেবী দুর্গা পুজোয় ভড়ে গিয়েছে। সেখানকার বাঙালি এবং ভারতীয়রা একত্র হয়ে এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। কালিফোরনিয়ার ঠাকুর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে চলে যায় সেপ্টেম্বর মাসেই। ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন। আজকে প্রায় কম পক্ষে ৫০টি বেশি দুর্গা পুজো হয় গোটা আমেরিকা জুড়ে। চারদিন ধরে খাওয়া দাওয়া এবং গল্প আড্ডা চলে। এই চারদিন ভারতীয়দের ছুটি মঞ্জুর করে সেখানকার প্রশাসন। চারদিন ধরে সবার সঙ্গে মেলামেশা এবং আনন্দ ফূর্তি করা চলে। ইস্ট কোস্ট দুর্গা পুজো সমিতি নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে আমেরিকাতে। তারাও দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকে নিউ ইর্য়কে। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব ডালাস-ফোর্ড ওয়ার্থ সংস্থার উদ্যোগে টেক্সাসে দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। তবে ভাসান দিতে তাদের ঝামেলা পোহাতে হয়। সরকার থেকে কোনও দেবী মূর্তি ভাসান সেখানকার নদী পুকুরে দেওয়ার চল নেই। ফলে কৃত্রিম উপায়ে পুকুর তৈরি করে দেবী মূর্তি ভাসান দেওয়ার রীতি চালু করতে হয়েছে। তবে আমেরিকার বাসিন্দারা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে ভারতীয়দের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। সেখানে অফিস থেকে ছুটি পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। সেই কারণে কারোর সকাল বেলায় এসে কেউ কেউ দেবী মূর্তি দর্শন করে আবার কেউ রাতের বেলায় এসে দেবী মূর্তি দর্শন করে যান। সবাই মাতৃ ভোগ পান।

বিদেশের মাটিতে প্রাচীন দুর্গা পুজো

বিলাতে দুর্গা পুজো ঃ বিলাতে দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল যখন বাংলায় ইংরেজরা এসে দেশকে শাসন করতে শুরু করে। বহু বাঙালিরা তখন বিলাতে গিয়ে পড়াশুনা করতো আবার কেউ বা সেখানে পড়তে পড়তে আর ফিরতো না। তারা পরবর্তীকালে সেখানকার নাগরিক হয়ে যায়। তারাই দেবী পুজোর আয়োজন করে থাকে। স্যানাটন অ্যাসোয়িশেন দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকে বিলাতে। আরও বহু বাঙালি সংস্থা তৈরি হয়েছে যারা দুর্গা পুজো করে থাকে। আগে টেমস নদীতে ভাসান দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিলেত সরকার এখন টেমস নদীতে ঠাকুর ভাসান দিতে দিচ্ছে। তবে সেখানে পরিবেশবিদেরা রয়েছে। তারা সব কিছুই দেখ ভাল করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার দুর্গা পুজো ঃ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব ভিক্টোরিয়া নামে একটি সংস্থা দুর্গা পুজো করে চলেছে এখনও। পাশাপাশি সর্বজনীন উৎসব অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে ভিক্টোরিয়াতে। তারা দেবী পুজোর আয়োজন করে থাকে। উৎসব মেলবোর্ন অ্যাসোসিয়েশন (ইউএমএ) উদ্যোগে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া সংস্থা তৈরি হয়েছে। তারাও এই অস্ট্রেলিয়ার ক্যানিং ভেলে করে থাকে। সর্বত্র দেবী দুর্গার আরাধানার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউ সাউথ ওয়লসে বারো পরিবার একত্রিত হয়ে পুজো শুরু করেছিল। তারপরে এখন অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। নেপালে দুর্গা পুজো ঃ নেপালে দশাইন নামে দশদিন ধরে দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। সেখানকার হিন্দুরা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। নেদারল্যাণ্ডে দুর্গা পুজো ঃ ইণ্ডিয়ান বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন ইন দ্য নেদারল্যাণ্ডে দেবী পুজোর আয়োজন করে থাকে। সেখান চারদিন ধরে পুজোর আনন্দ উপভোগ করে বাঙলি এবং সেখানকার ভারতীয়রা। আস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়রাও এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করেন। জাপানে দেবী দুর্গা পুজো ঃ ইণ্ডিয়া (বেঙ্গলি) কালচার অ্যাসোসিয়েশন জাপান দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকে। জাপানি হইচই একেবারে পচ্ছন্দ করে না বটে। কিন্তু তারা পুজোর সময়ে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে ভারতীয় নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। জাপানি মেয়েরা ভারতীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যকে খুবই পচ্ছন্দ করে থাকে। তাইওয়ানে দেবী দুর্গা পুজো ঃ তাইওয়ানে এখন যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবুও সেখানে কিন্তু দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তাইওয়ান বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েসন তৈরি করা হয়েছে। তারাই এই পুজোর আয়োজন করে থাকে। পোল্যাণ্ডে দুর্গা পুজো ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ড এখন সংবাদপত্রে শিরোনামে চলে এসেছে। সেখানেও দেবী দুর্গা পুজো হয়ে থাকে। সেখানকার বাঙ্গালি সংগঠন পুজোর আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশের দুর্গা পুজো ঃ বাংলাদেশের দুর্গা পুজো গতবারে বেশ অশান্তির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। এবারে কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুর্গা পুজো বন্ধ করা যাবে না। গত বছরে যারা দেবী মণ্ডপে হামলা করেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে আজও রাখা হয়েছে। মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে পরিস্কার করে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে এবারে কেউ যদি দুর্গা মণ্ডপে এসে হামলা করে তাহলে তাকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেওয়া হবে এবং দেশ থেকে বিতারিত করা হবে। প্রয়োজন হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও পর্যন্ত হতে পারে। ফলে বহু মৌলাবাদী সংগঠনের সাহস হচ্ছে না এবারে দুর্গা পুজোকে গতবারের মতো পণ্ড করে দেওয়ার।

হেরিটেজ ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

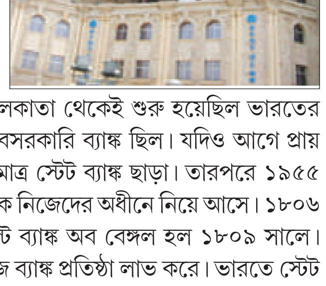

স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাচীন নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৮০৬ সালে কলকাতায় ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই বছরে ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মুম্বইতে। ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা তৈরি হয়েছিল ১৮৪০ সালে। ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ তৈরি হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা। আগ অনেকগুলি বেসরকারি ব্যাঙ্ক ছিল। যদিও আগে প্রায় সব ব্যাঙ্কই বেসরকারি ছিল। একমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া। তারপরে ১৯৫৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে। ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা নাম পাল্টে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হল ১৮০৯ সালে। তারপরে বোম্বাই ব্যাঙ্ক এবং মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতে স্টেট ব্যাঙ্কের ২২,২১৯টি শাখা অফিস রয়েছে। ৬২,৬১৭টি এটিএম রয়েছে। বিশ্বে ৩১টি দেশে ২২৯ টি শাখা রয়েছে। এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত সরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। এখন বহু দেশের সঙ্গে সরাসরি আর্থিক লেনদেন শুরু হয়েছে ভারতীয় টাকায়। আগে ডলারের বিনিময়ে লেনদেন হতো। এখন ভারত সরকার টাকা দিয়ে লেন করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। ডলারের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। বেশির ভাগ দেশ এখন তাদের টাকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে ইচ্ছুক। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বিশ্বের বৃহত্তম করপোরেশন তালিকায় ২২১ তমস্থান লাভ করে রয়েছে। এই ব্যাঙ্ক বিশ্বে ৪৯ তম সেরা ব্যাঙ্ক।

সাফাই কর্মীদের কর্ম বিরতির জেরে অচল অবস্থা, চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ অক্টোবর ঃ হাসপাতালের মহিলা এবং পুরুষ ওয়ার্ড এ থৈ থৈ করছে জল, বেডের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উচ্ছিষ্ট খাবার নোংরা আবর্জনা। এরই মাঝে চিকিৎসা নিচ্ছেন হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীরা। টানা তিন দিন ধরে সাফাই কর্মীদের কর্ম বিরতির জেরে অচল অবস্থা, মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বাধ্য হয়ে বুধবার হাসপাতাল সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন হাসপাতালে আশা রোগীর পরিবার সহ পরিজনেরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। নির্ধারিত সময়ে ঢুকছে না বেতন। সাথে বেশ কয়েক মাস ধরে বেতনের অংশ থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে টাকা। একাধিক সমস্যায় জর্জরিত চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। বেতন কাটার প্রতিবাদ করতে গেলে এক সাফাই কর্মীকে বরখাস্ত করার অভিযোগ হাসপাতাল সহকারী সুপারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার থেকে সমস্যা সমাধানের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ অনড় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, সাফাই কর্মী এবং নিরাপত্তা রক্ষী। ১৫১ জন কর্মীর বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে মোটা অংকের টাকা। কি কারনে সেই টাকা কাটলো তার সদুত্তর দিতে পারিনি সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উপরন্তু প্রতিবাদ করতে গেলে সাফাই কর্মীদের বরখাস্ত করার অভিযোগ হাসপাতালের সহকারী সুপারের বিরুদ্ধে যার জেরে টানা দুদিন ধরে অস্থায়ী কর্মীরা কাজ বন্ধ রেখে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। অস্থায়ী কর্মীদের কর্ম বিরতিতে অচল অবস্থা দেখা গেছে হাসপাতালে। হাসপাতালের পুরুষ - মহিলা ওয়ার্ড সহ সর্বত্র জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নোংরা আবর্জনা, থৈ থৈ করছে ওয়ার্ডে জল। পরিস্কার না হওয়ার কারণে শৌচালয় নোংরা, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ । এরই মাঝে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। দুর্গন্ধে টেকা দায় রোগীদের, যার জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার সকালে হাসপাতাল সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন রোগীর পরিবার সহ পরিজনেরা। রোগীর পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, একাধিক সমস্যা হাসপাতালে। তিন দিন ধরে পরিস্কার হচ্ছে না হাসপাতালে মহিলা পুরুষ ওয়ার্ড। থৈ থৈ করছে জল। রোগীরা চিকিৎসা নিতে কি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই আজ আমরা সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি অবিলম্বে হাসপাতাল পরিস্কার করা হোক। এই ঘটনাই নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা জানান যতক্ষণ না আমাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা আমাদের দাবিতে অনর থাকবো। আমরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাব। বুঝতে পারছি মানুষের অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমাদের অসুবিধা মানুষকে বুঝতে হবে। যদিও চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ড. শামীম আখতার বলেন, অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এরই মাঝে বিপাকে পড়েছেন রোগীর সহ রোগীর পরিজনেরা। সুপার সহকারী সুপাররা আমরা নিজেরা সাফাই এর কাজে হাত লাগিয়েছি। সমগ্র ঘটনার সামনে আসতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রশ্ন তুলেছে বিরোধিরা। পাল্টা সমাধানের আশ্বাস তৃণমূলের।

তিস্তায় নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় জারি লাল সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। বুধবার সকাল ১০টায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেচ দফতরের তরফে। সেই সঙ্গে তিস্তার দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফর। এদিন সকাল ১০ টায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৮২৫২.৪০ কিউমেক। আরও জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তিস্তার পাড় সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। নদীপারে থাকা লোকেদের নিরাপদে সরিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। স্বাভাবিকের থেকে ৩০-৩৫ ফুট ওপর দিয়ে বইতে পারে তিস্তার জল। মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে উত্তর সিকিমের চুংথাংয়ে দক্ষিণ লোনাক হ্রদে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়েছে। যার জেরে হ্রদের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সেই জল ঢুকেছে তিস্তায়। জল ধরে রাখতে না পেরে তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। এতে নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখা দিয়েছে হড়পা। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা সংলগ্ন এলাকার মানুষকে সতর্ক করেছে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির দোমোহনি, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জেও তিস্তায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এসডিও-বিডিওরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

রাজ্য সড়কের বেহাল দশা ক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ অক্টোবর ঃ হালকা বৃষ্টিতেই রাজ্য সড়ক রূপ নিয়েছে যেন চাষের ক্ষেতে। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই ১০ নম্বর রাজ্য সড়ক বুনিয়াদপুর থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। তার মধ্যে কুশমন্ডি থেকে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তার মাঝে কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও বা বড় বড় গর্ত। এমনি দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর ও কুশমন্ডি ১০ নম্বর রাজ্য সড়কের সর্বত্র। বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, এই রাস্তা উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকে সংযোগ স্থাপন করেছে। শিলিগুড়ি যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম এই রাস্তা। কালদিঘির মত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন এই রাস্তাটি। কুশমন্ডি হাসপাতাল থেকে কোনো রোগীকে কালদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে অ্যাম্বুলেন্স চালকদেরও পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ এই রাজ্য সড়কের বেহাল অবস্থার জন্য। যদিও টালমাটাল ভাবে রাস্তার কাজ থমকে আছে , এমনটাই অভিযোগ। কোথাও বা রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ায় প্রলেপ হিসেবে দেওয়া হয়েছে ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো। অসম্পূর্ণ রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে একাধিকবার জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাছাড়া মোটরবাইক ও চার চাকার যানবাহন ও টোটো ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন চালকেরা। গর্তের মধ্যে আটকে যাচ্ছে বাইকের চাকা, ঠেলে ঠেলে বাইক নিয়ে যেতে রীতিমত নাজেহাল অবস্থা হচ্ছে বাইক চালকদের। এই নিয়ে এই ১০ নম্বর রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড় করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা দিবাকর রায় বলেন, রাস্তার যা বেহাল দশা তাতে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সামনেই দুর্গোৎসব এই রাজ্য সড়কের ধারেই আমাদের মন্ডপ তৈরি হয়। পূজার আগে রাস্তার অবস্থা যদি ঠিক না হয় তাহলে জনসাধারণ আরোও চরম বিপাকে পড়বে।

অভিষেককে দিল্লি পুলিশের হেনস্তার প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৪ অক্টোবর ঃ ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে বকেয়া টাকা আর তাই ১০০ দিনের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে দিল্লিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। গতকাল দিল্লির যন্ত্রর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচির পর তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন প্রতিনিধি দল

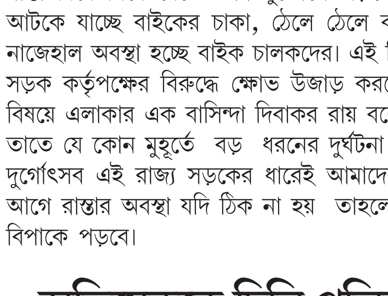

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান তখন তাদের সাথে দেখা করেননি কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপরন্তু দিল্লি পুলিশ তাদের বল প্রয়োগ করে টেনে হিঁচরে আটক করেন যদিও পরবর্তীতে তাদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে কোচবিহার জেলার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। গতকাল দেরীতে হলেও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখান তারা। বুধবার সকালে কোচবিহার ২ ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। টায়ার জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকাও দাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে প্রায় ২ ঘন্টা পথ অবরোধ করে তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এই ঘটনার জেরে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রচুর বাস ট্রাক অটো। এই প্রসঙ্গে গোপালপুর অঞ্চলের উপপ্রধান সুব্রত চাকদার বলেন - দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সাথে বঞ্চনা করছে রাজ্যের প্রাপ্ত মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা তারা দিচ্ছে না। ফলে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। সেই টাকা দেওয়ার লক্ষ্যে যখন তৃণমূল সাংসদ মন্ত্রীরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে দেখা করতে যান তখন পিছনের দরজা দিয়ে তারা পালিয়ে যান এবং তৃণমূল নেতৃত্বের উপর অকথ্য অত্যাচার করে দিল্লীর পুলিশ কেন্দ্রের নির্দেশে। এক হিটলারের শাসন ব্যবস্থা মত অবস্থা তৈরি করেছে কেন্দ্রের সরকার। আমরা পিছপা হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দাবি আদায় হচ্ছে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন যেভাবে সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র তার উত্তর আগামী লোকসভায় কোচবিহারের মানুষ ভোট বাক্সে দিয়ে দেবে। যদিও অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি পর পথ অবরোধ তুলে নেন তারা।

সংসার সামলে একা হাতে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী যমুনা সরকার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ অক্টোবর ঃ সংসার সামলে একা হাতে দুটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন পুরাতন মালদার মধ্যবয়স্ক গৃহবধূ যমুনা সরকার। পরিবারে রয়েছে স্বামী এবং দুই ছেলে-মেয়ে। যদিও যমুনা দেবীর স্বামী অনিল সরকার পেশায় মৃৎশিল্পী। তবে শুধু দুর্গা প্রতিমাই বানানোই নয়, সারা বছর কখনো কালী মূর্তি, কখনো আবার মনসা, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন গৃহবধূ যমুনা সরকার। আর তাতেই চলে তাদের সংসার । ছেলেমেয়েকেও স্কুল কলেজে পড়াচ্ছেন তিনি । এবারে পুরাতন মালদা পুরসভার দুটি ক্লাবে যমুনাদেবীর হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা দেখা যাবে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পাটুলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা যমুনা সরকার। তিনি বিয়ে হয়ে এসে স্বামী অনিল সরকারের হাত ধরেই প্রতিমা গড়তে শিখেছেন। গত ২৬ বছর ধরে তিনি এই কাজে জড়িত রয়েছেন। প্রতিমা তৈরীর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই একে অপরকে এই কাজে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে যমুনা দেবী একজন প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। পুরাতন মালদার পাটুলিপাড়ায় তার একটি ছোট্ট কারখানা রয়েছে। আর এই কারখানাতেই প্রতিমা তৈরি করেন। এবারে পূজোয় দুটি দুর্গা প্রতিমার বরাত পেয়েছেন। এখন হাতে আর সময় নেই, ব্যস্ত রয়েছেন প্রতিমা গড়তে। তবে তিনি অন্য মেয়েদেরকেও এই কাজে আসতে সাহস যোগান। মৃৎশিল্পী যমুনাদেবী বলেন, মহিলা হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যদি রাজ্যে চালাতে পারেন। তাহলে মেয়েরা কেন শিল্পীকলার কাজ করতে পারবে না। মহিলা মৃৎশিল্পী যমুনা সরকার বলেন, প্রতিমা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার স্বামী প্রচন্ডভাবে তাকে সহযোগিতা করেন। এই কাজ করেই ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন। বর্তমানে প্রতিমা বানিয়ে সেইরকম আর লাভ হয় না । কারণ, মাটি থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরীর বিভিন্ন সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। অথচ ক্লাবগুলি বেশি দাম দিতে চাইছে না। তবে এই প্রতিমা তৈরীর কাজ করে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন। মৃৎশিল্পী যমুনাদেবী বলেন, আজকের দিনে এই ধরনের শিল্পকলা হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের কেউ প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায় না। তাই মৃৎশিল্পীদের বিষয় যেন ভাবনা চিন্তা করেন রাজ্য সরকার।

Maru-Masina Gram Panchayat
Jhalda-I Panchayat Samit
Maru-Road, P.O.-Tulin, Dist.-Purulia(W.B.)
NIT No:- 01/2023-24/MMGP

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 15 (Fifteen) Nos. Source of Fund: 15th FC. Work Completion Period: 30 days. Last date of submission of Bid: up to 12.00 noon on 10/10/ 2023. Sealed Tenders will be opened on 11/10/2023, At 1.30 P.M. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Maru-Masina Gram Panchayat

NIQ No-04/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2023-24 dt. 04/10/2023

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU and DPMU-II" Last date of receiving application is-13/10/ 2023 up to 2.00 P.M. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP
Irrigation & Waterways Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নংঃ জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৩/বি/৪০৩১৩৩৮, তারিখঃ ০১.১০.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- কাজের নামঃ যখন এবং যেমন প্রয়োজন লিলুয়া ওয়ার্কশপ থেকে এবং পর্যন্ত এলএইচবি ট্রলি পরিবহনের জন্য ০১(এক)টি ২০টি ক্ষমতার ফ্ল্যাটবেড ট্রাক এবং পূর্ব রেলওয়ে/অন্যান্য রেলওয়ের অন্যান্য ডিভিসন/ওয়ার্কশপ থেকে এবং পর্যন্ত রেলওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্য ০১(এক)টি ৯টি ক্ষমতার ওপেন বডি ট্রাস ভাড়া করা। টেন্ডারের অনুমিত মূল্যঃ ৩৮,২২,৬৪০.২০ টাকা। ইএমডিঃ বিড অনুমিত মূল্যের ২% অর্থাৎ ৭৬,৫০০ টাকা। ই-পিবিজিঃ পি.ও. মূল্যের ৫%। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ২ বছর ১ দিন। খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১৬.১০.২০২৩ তারিখ (সোমবার) দুপুর ২.৩০ মিনিট। জিইএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই মার্কেট প্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল https://gem.gov.in-তে জিইএম সার্ভিস বিড নথিপত্র পাওয়া যাবে এবং অনলাইনে দর কোট করতে হবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ https://gem.gov.in -এর মাধ্যমে অনলাইনে জমা করতে হবে। MISC-151/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং.ঃ ও/এসি/টি/১০৯ থেকে ১১২/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ২৭.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং ১, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১০৯-২৩-২৪, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পিকিউআরএস/ম্যানুয়াল দ্বারা সিটিপি (পি), বিসিএম, পয়েন্ট এবং ক্রসিং নবীকরণ, ওয়েল্ডিং তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদির জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৭,৪৪,২৮৫.৯৩ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,৯৩,৭০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১৮ মাস। ক্রমিক নং ২, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১১০-২৩-২৪, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে টিএফআর, টিআরআর (পি), বিসিএম/ম্যানুয়াল, পয়েন্ট এবং ক্রসিং নবীকরণ, ওয়েল্ডিং তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদির জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৩,০২,১৭০.২০ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,২৬,৫০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১৮ মাস। ক্রমিক নং ৩, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১১১-২৩-২৪, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে টিআরআর (পি), টিএফআর এবং টিবিআর কাজ তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৭,৪৩,৭১৪.৩১ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,২৩,৭০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। ক্রমিক নং ৪, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১১২-২৩-২৪, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পিকিউআরএস দ্বারা টিএফআর, টিআরআর(পি), সিটিআর (এস) ইত্যাদি তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৩,১১,৬৬০.৫২ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,৮৬,৬০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ৩১.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -তে দেখা যাবে। ASN-130/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Executive Offiecr
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e Tender is invited from the eligible bidder for online submission for e- tender reference no 550/EO, Singur, Dated:- 03.10.2023 for installation of 4 Nos "Submersible Pump & 1 No " Mark. II Tube Well and Construction 2 Nos 'Pucca Drain' & 6 Nos "Concrete Road" within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date For the online bid submission is 13/10/2023 up to 06:55 pm. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID - 2023_ZPHD_584228_1 to 13).

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নাম ঃ নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ইলেক্ট্রিক্যাল সাবস্টেশনগুলির জন্য অগ্নি সনাক্তকরণ ও নির্বাপন ব্যবস্থার সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদন। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ ১৪,৭৮,২২,৪৩৮.৮৮ টাকা মাত্র। প্রি-বিড মিটিং-এর স্থান, তারিখ ও সময়ঃ ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট-এর চেম্বার, প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ৭ম তল, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অফিস। তারিখ-১১.১০.২০২৩ সকাল ১১টা (প্র.ভা.স.)। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। ওয়েবসাইটের বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in।

টেন্ডার নং.ঃ ইএলপি_৮৮_এফআইআরই_এসএস_ডিটি২৯-৯-২৩

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 2341/BDO/JLD-II, Dated: 27/09/2023
Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- 1(e)/ BDO/JLD-II/2023-24 dt. 03.08.2023 as 2 nd Call, for 15 nos. scheme (Tender ID 2023_DM_554368_31 to 2023_DM_554368_45) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 17.10.2023 up to 06-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-11/2023-24(Tender ID-2023_ZPHD_584199) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 8 no works. Last date of documents download & bid submission in 10 th October 2023 at 18:30. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-০৩আরটি১ তারিখ ০৩.১০.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে আইওএল স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ওএইচই আধুনিকীকরণের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩২,৯৬,৩৩২ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৩,৬৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। খোলার তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৩। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। দাখিলের তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র ঃ সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-664)

Office of the Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, Post-V.Nagar,
Purulia-II Panchayat Samity, Purulia

Notice Inviting e-Tender No:-WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-03& 04/2023-24 of The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat, having different works in the e tender portal as per given schedule. Date of uploading of N.I.T. & other Documents(online) (Publishing Date): 29.09.23. Documents download/sell start date (online) 29.09.23 from 11.00 A.M. Documents download/ sell end date (online) 11.10.23 Up to 11.00 A.M. Bid submission start date (Online) 29.09.2023 from 11.00 A.M. Bid Submission closing (online) 11.10.2023 up to 11:00 A.M. Bid Opening date for Technical Proposals 13.10.2023. For details please contact Gram Panchayat Office.

Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-874/HGP/2023, Date:-03/10/2023
Notice Inviting e-Tender No.-15/(2023-2024), Dt:- 03/10/2023

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of ortho- o- parikalpana upasamity from experienced, resourcefull bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XV FC 1ST inst. Tied/(23-24). Work Completion Period: 30 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) on 03/10/2023 at 11:00 AM. E-Tender document download starting from 03/10/2023 at 11:30 AM. Last date of submission of Technical bid on 09/10/2023 at 1:30 PM. And Opening on 11/10/2023 at 2:00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NIeT No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-13(01)/23-24, Dated: 30.09.2023

E-tenders are hereby invited by the undersigned details of which as noted below:- Construction of Community Toilet near Bishnupur-I Block Office under Bishnupur-I Panchayat Samity. Start date of bid submission: 30.09.2023. Last date of bid submission: 07.10.2023. Details available from the web site http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143

NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below: Website: wbtenders.gov.in

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-28/2023-24	17.10.2023 up to 6.55 pm

Sd/- Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (পঃ বঃ)
TENDER NOTICE

e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2 dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in/

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

BANKRA III NO. GRAM PANCHAYAT
VILL. & PO.-BANKRA, P.S.-DOMJUR, DIST: HOWRAH
Memo No-190/Bankra-III G.P., Dt.-29/09/23
Tender Ref. No. WBHZP/PRA/BAN-3/NIT-1/2023-24

For and on behalf of the Bankra-III Gram Panchayet. Pradhan of Bankra-III G.P. invites percentage rate tender through E-tendering for various works. Bid submission start date-03/10/2023. Bid submission end date- 11/10/2023 up to 10.00 AM. Technical bid opening date-13/10/2023. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Bankra III Gram Panchayet

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah

(1) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-11/2023-24, Date: 03/10/2023
(2) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-12/2023-24, Date: 03/10/2023

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Const. of Conc. Road and PCC Road at different places. Source of Fund: 15 th CFC. Bid submission start date on 05/10/2023 from 1.00 pm up to 09/10/2023 at 11.00 am. Date of Opening of Tender on 11/10/2023 at 11.00 am. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

Office of the councillor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist. Murshidabad
Notice Inviting E- Quotation, e Tender and, off line Nit

Ref: 1. DHLYN/Various_GRNT/22/2023-2024
2. DHLYN/ 15 th _GRANT/23/2023-2024
3. Nit No 01 & 03 (2023-2024)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e- tender/e- Quotation/off line tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission E-quotation: 13.10.2023 Up to 18.00 PM. Last date of Bid submission E-tender: 13.10.2023 Up to 18.00 PM. Last date of application of off line tender: 12.10.2023 up to 3.00 PM. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS
ABRIDGED NIT

The **E.E. (Civil)/Br-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/XIV/121/008/23-24/R (1st Call)** Name of work: **Maintenance of concrete passage in the bye lane of Netaji Sarak near Pr.No. 315/2/2, 831/1 & 984 etc. in Ward No.-121.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,80,573.02.** Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **25 days**.
2. NIT No.: **KMC/XIV/132/008/23-24/P&S (1st Call)** Name of work: **Maintenance of Vivekananda Kanan Park, Nababani Park by different civil works in Ward No.-132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,222.28.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last Date of submission of Bid: **13.10.2023 (up to 5 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2). Tender will be opened on: **16.10.2023 (5 p.m.)** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.10.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **E.E. (Civil)/Br-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work:

NIT No.: **X/097/005/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Maintenance of sanitary latrine at different location of Subash Pally, Rishipara Bustee etc. in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,673.02.** Earnest Money: **₹ 5,975.00**. Time of Completion: **120 days**. Last Date & time of submission of Bid: **17.10.2023 – 12 noon**. Date and time of opening of bid: **31.10.2023 – 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **07.10.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **E.E. (Civil)/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: **KMC/XIII/115/18/23-24 (1st Call)** Name of work: **Maintenance of M.G. Road bye lanes & Panchanantala Road bye lanes by laying hot-mix in Ward No.-115.** Work Value: **₹ 2,41,263.07.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date of submission of Bid: **13.10.2023 (up to 11 a.m.)**. Tender will be opened on: **16.10.2023 (10 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **04.10.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **E.E. (Civil)/Br-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/18/23-24/D** Name of work: **Repairing of footpaths and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. and natural wear - tear 70/A, 72 etc. Tiljala Road at 21, 24 etc. Gorachand Road in Ward No.-64.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,82,387.84.** Earnest Money: **₹ 5,700.00**. Period of Completion: **45 days**.
2. NIT No.: **KMC/EEC/VII/66/29/23-24/R** Name of work: **Repairing of passage at P.G. Road, C.N. Roy Road, G.J. Khan Road, Chowbagha Road and etc. disturbed by CESC in Ward No.-66.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,47,998.88.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
3. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/21/23-24/R** Name of work: **Construction of infrastructure to install gate and others allied work for gifted land at 8, Pagladanga (Eastern Side of 6 Pagladanga) in Ward No.-57.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,01,661.41.** Earnest Money: **₹ 2,100.00**. Period of Completion: **60 days**.
4. NIT No.: **KMC/EEC/VII/58/23/23-24/R** Name of work: **Improvement of drainage system at 14 Paymental Garden Lane and surrounding area in Ward No.-58, Br-VII.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,642.76.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
5. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/17/23-24/D** Name of work: **Restoration of footpaths and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. and natural wear - tear at 224, 195 etc. A.J.C. Bose Road, 15, 25 etc. Nasiruddin Road, 6, 8 etc. Congress Exhibition Road in Ward No.-64.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,79,104.40.** Earnest Money: **₹ 5,600.00**. Period of Completion: **45 days**. Last Date and time of submission of Bid: **14.10.2023 up to 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5). Tender will be opened on: **17.10.2023 at 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **05.10.2023 (from 6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 5).

The **E.E. (Civil)/Br-III, KMC** invites online percentage tenders under two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/EE-III/13/22/23-24 (1st Call)** Name of work: **Restoration of road surface at 5/2 Uzir Chowdhury Road, 10/2, 19, K.M. Road, 13A/14 Ariff Road and different places in Ward No.-13 disturbed by CESC.** Estimated Cost: **₹ 4,30,375.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
2. NIT No.: **KMC/EE-III/13/14/23-24/B (1st Call)** Name of work: **Improvement of Sewer Line at 18, Murari Pukur Lane in Ward No.-13.** Estimated Cost: **₹ 4,93,300.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
3. NIT No.: **KMC/EE-III/32/9/23-24 (1st Call)** Name of work: **Restoration IPS passage at 103 Ultadanga Main Road and surrounding area in Ward No.-32, to be disturbed by Water Supply Dept.** Estimated Cost: **₹ 3,34,627.00.** Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
4. NIT No.: **KMC/EE-III/13/20/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repair of passage at 17, 16, J.D. Lane, 2, 13, Ariff Road and different places in Ward No.-13 to be disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost: **₹ 3,79,706.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
5. NIT No.: **KMC/EE-III/032/13/23-24 (2nd Call)** Name of work: **Painting of railing along C.I.T. Road from Kakurgachi Crossing to Bidhannagar Road Station and surrounding area in Ward No.-32.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,15,618.00.** Earnest Money: **₹ 6,500.00**. Period of Completion: **15 days**.
6. NIT No.: **KMC/EE-III/13/7/23-24 (2nd Call)** Name of work: **Restoration of road surface at 1, 3, Canal East Road in Ward No.-13 disturbed by Reliance JIO.** Estimated Cost: **₹ 1,52,774.00.** Earnest Money: **₹ 3,500.00**. Period of Completion: **30 days**.
7. NIT No.: **KMC/EE-III/031/11/23-24/BUSTEE (1st Call)** Name of work: **Improvement of bustee passage by cement concrete at 6, 22G, S.K. Daw Lane, 14, 17, Kankurgachi Road and different location in Ward No.-31.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,83,684.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
8. NIT No.: **KMC/EE-III/031/12/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repairing of passage by cement concrete from 18 to 20A/1 and 9/2 Kankurgachi 2nd Lane in Ward No.-31.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,760.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
9. NIT No.: **KMC/EE-III/014/23/23-24 (1st Call)** Name of work: **Restoration of passage at 44, 43/1E, B.B. Ghosh Sarani, 1W/2B Satin Sen Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14 disturbed by C.E.S.C. and W.S. Deptt.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,126.86.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **69 days**. Last Date & time of submission of Bid: **10.10.2023 up to 12 noon** (for Sl.No. 1 to 8) & **13.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 9). Date and time of opening of Tender: **12.10.2023 on or after 12 noon** (for Sl.No. 1 to 8) & **16.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 9). The bid forms and other details shall be available on and from **04.10.2023 (5 p.m.)** (for Sl.No. 1 to 6 & 9) & **03.10.2023 (5 p.m.)** (for Sl.No. 7 & 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 9).

The **E.E. (Civil)/Br-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XVI/126/034/23-24** Name of work: **Maintenance of C.C. Road at Basundhara Park Road bye lanes near Pre.No.-D5/1 and 142 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,06,771.31.** Earnest Money: **₹ 8,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date & time of submission of Bid: **02.11.2023 – 12 noon.** Tender will be opened on: **04.11.2023 – 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.10.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

824/23-24

দুরন্ত ভ্রমণ

বৃষ্টিতে সমুদ্র উপভোগ করার স্বাদ আলাদা, আসুন এই সৈকতে

দিঘা, শঙ্করপুর, বকখালি এক ঘেয়ে হয়ে গিয়েছে কি তাই না। এবার নতুন কোনও জায়গায় যাওয়া গেলে কেমন হয়! তারই খোঁজ দিতে এই কলম ধরা। আসুন কলকাতার কাছেই একেবারে অচেনা একটি সমুদ্র সৈকতে। যার নাম পাতিবুনিয়া সমুদ্র সৈকত। বকখালির কাছেই রয়েছে এই অফবিট জায়গাটি। এখানে আসতে হলে খুব বেশি টাকা খরচ হয় না। আবার কলকাতা থেকে এর দূরত্বও বেশি নয়। ধর্মতলা থেকে বাস ধরতে হবে বকখালি যাওয়ার। দশমাইল বাজারে নামতে হবে। সেখান থেকে টোটো করেই চলে আসা যায় পাতিবুনিয়া সমুদ্র সৈকতে। আবার ট্রেনেও যাওয়া যায়। নামখানা লোকালে নামখানা স্টেশনে নেমে দশমাইল বাজারে আসতে হবে। সেখান থেকে টোটো করে আবার চলে আসা যায় পাতিবুনিয়া সৈকতে। এই জায়গাটি মৌসুনী দ্বীপের থেকেও ভাল। অনেকেই নদী পেরিয়ে মৌসুনী দ্বীপে যেতে ভয় পান। তাই এই জায়গাটি তাঁদের পক্ষে আদর্শ। একেবারে অফবিট জায়গা। সৈকতে ছোট ছোট বসার জায়গা রয়েছে। এখানকার সৈকত অনেকটা বেশি বিস্তৃত। রাতে আবার এখানে নাকি ডিজের ব্যবস্থা থাকে। এখানে অবশ্য খুব বেশি থাকার জায়গা নেই। তিনটি রিসর্ট রয়েছে। আগে থেকে এখানে বুকিং করে আসাই ভাল। ছোট ছোট উঁচু উঁচু মাচার মতো করে এখানে বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পাড়ে এসে ভাঙতে দেখে সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। সমুদ্রের জল একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গিয়েছে এখানে। সমুদ্রের উচ্ছাস এখানে তেমন নেই। অনেকটা ধীর সমীহ ভাবেই এখানে সৈকতে ঢেউ ভাঙতে থাকে। সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে বাইক রাইডিং করতে অসাধারণ লাগে। রাতে ফুরফুরে হাওয়ায় অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখান থেকে বকখালির হারবারের পাশের জঙ্গলে ঘুরে আসা যায়। সেখানে নাকি হরিণ দেখা যায়। আবার শীতকালে এই সৈকতে হরিণের দেখা মেলে। একেবারে অসাধারণ অদ্ভুত একটা সুন্দর জায়গা। ভাগ্য ভাল থাকলে এখানে হরিণের দেখা মিলতে পারে। সপ্তাহান্তের ছুটিতে পরিবারকে নিয়ে সময় কাটানোর বেশ অফবিট জায়গা। আবার বন্ধুরা মিলেও ঘুরে আসতে পারেন।

আরও একটা অফবিট লোকেশনের নাম বলে দিই, বোরং

বরফ শীতল পাহাড়ে গরম জলের হ্রদ, এমনই অফবিট লোকেশন। উত্তরবঙ্গের গা ঘেঁষেই রয়েছে স্বপ্নের মতো রাজ্য সিকিম। রাজ্যবাসীর সবচেয়ে পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র এই রাজ্যে। চিন সীমান্তের কাঁচের মতো স্বচ্ছ হ্রদ থেকে শুরু করে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে উঁকি দেওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা সবটাই দেখা যায় এই সিকিম থেকে। সারা বছরই সিকিমে ভিড় করেন রাজ্যের বাসিন্দারা। দক্ষিণ সিকিমের এমনই একটা অফবিট ডেস্টিনেশন হল বোরং। যেখানে রয়েছে অদ্ভুত এক হ্রদ। গেজিং থেকে বোরং যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। রাবাংলা পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। বোরং অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপে মুগ্ধ হয়ে যান সকলে। একেবারে আনকোরা এই জায়গা। পর্যটন প্রিয় সিকিমে এমন একটি নিরিবিলি জায়গা খুব একটা মেলে না। বোরং এমনই এক অচেনা জায়গা। এখানে পর্যটকদের তেমন ভিড় দেখা যায় না। ছোট্ট গ্রাম। এই জায়গার ল্যান্ড স্কেপের পাশাপাশি রয়েছে একটা সুন্দর উষ্ণ জলের হ্রদ। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে এই জায়গাটির নাম তাতাপানি। তাতা অর্থাৎ উষ্ণজল। তাতাপানির পাশেই কিন্তু বরফ শীতল জল নিয়ে বয়ে চলেছে রঙ্গিত। তার পাশেই তাতাপানি। অর্থাৎ উষ্ণ জলের হ্রদ। অনেকটা আমাদের বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবনের মতো। সেখানে নাকি স্নান করলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলে। সেকারণে দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই আসেন এই তাতাপানির জলে গা ডুবিয়ে রাখতে। এমনকী ভুটান থেকেও আসেন লোকেরা। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক নাকি লাইন দিতে হয় এই তাতাপানিতে স্নান করার জন্য। এই বোরংয়ের আরেকটি বিশেষত্ব হল কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি নানা জিনিস। এটা নাকি ভারতের একমাত্র কারখানা। এখানে তৈরি হয় কাগজের মণ্ডের জিনিস। এখান থেকে ট্রেক করার সুযোগও রয়েছে। হিলটপে পৌঁছাতে ট্রেক ছাড়া উপায় নেই। কাজে হাতে সময় নিয়েই সেখানে রওনা হতে হবে। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অসম্ভব সুন্দর। ছোট্ট একটা গ্রামে এতো কিছু দেখার আছে সেটা সেখানে না গেলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

নির্বাচন এগিয়ে আসছে সমস্ত এজেন্সি সক্রিয় হয়ে উঠবে ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযান নিয়ে মুখ খুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল দাবি করে বলেছেন, সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে কিছু পাওয়া যাবে না। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন এগিয়ে আসছে এবং তাঁরা জানে যে হেরে যাবে। এগুলি মরিয়া প্রচেষ্টা। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় ইডি, সিবিআই-এর মতো সব সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠবে। এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফা চেয়ে বুধবার দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বুধবার সকালে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফার দাবিতে সরব হন তাঁরা। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি এদিন বলেছেন, আমরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবিতে এখানে জড়ো হয়েছি। দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন এবং মণীশ সিসোদিয়া দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছেন এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তিনিই সকলের মাস্টারমাইন্ড।

Name Change

I, KAUSHIK MONDAL (old name) S/O MUKUNDA MONDAL Presently residing at Vill+PO- Kantamari, PS- Kultali, Dist- South 24 Parganas, Pin-743349 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KOUSHIK MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. KAUSHIK MONDAL and KOUSHIK MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SARAH ALAM, Aged about 33 year's D/O GOUTAM BOSE, W/o Shaikh Shabbir Alam, Residing at Flat-A-401, 4th floor, Beraberi Sikher Bagan, Rajarhat Gopalpur, North 24 Parganas, Kolkata -700 136. That my Correct/ Original name is SARAH ALAM which appears in my all valuable document and paper's as Aadhar card, Pan Card and all other documents, Before my marriage my name was Dipshekha Choudhury. I further declare SARAH ALAM and DIPSHEKHA CHOUDHURY is the same and one identical person not two different person , Indicating myself only vide an affidavit no. 2050 Dated 29.09.2023, sworn before the court of 1st class Judicial Magistrate at Alipore Court at kolkata as on 29 th September 2023.

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনগুলি আগামী বছরে ট্র্যাকে থাকবে

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ বসার আবাসন সহ বন্দে ভারত ট্রেনের জনপ্রিয়তার পর, বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার সংস্করণ আগামী বছরের (২০২৪) প্রথমার্ধে লঞ্চের জন্য রয়েছে।

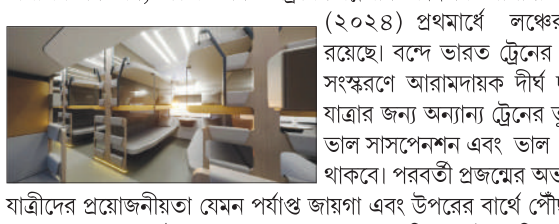

বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার সংস্করণে আরামদায়ক দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রার জন্য অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় ভাল সাসপেনশন এবং ভাল আলো থাকবে। পরবর্তী প্রজন্মের অভ্যন্তরীণ যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা যেমন পর্যাপ্ত জায়গা এবং উপরের বার্থে পৌঁছানোর জন্য আরামদায়ক মইয়ের যত্ন নেবে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনগুলি ভারতীয় রেলওয়ের বহরে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে কারণ ট্রেনগুলি রাতারাতি এই উচ্চ গতির ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রার সুবিধা দেবে। রেলমন্ত্রী একটি টুইটে আরও উল্লেখ করেছেন যে বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার সংস্করণের দ্রুত প্রোটোটাইপটি ২০২৪ সালের প্রথম দিকে চালু করা হবে। এখন যাত্রীরা পরিবহনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় স্লিপার সুবিধা সহ বন্দে ভারত দ্বারা বিশেষভাবে ট্রেনগুলি পেতে পছন্দ করবে, কারণ এটি আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ীও হবে। ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির ৪০০ টি বন্দে ভারত ট্রেন (স্লিপার সংস্করণ) তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে যাতে ভারতীয় রেলওয়ের জনশক্তির সাথে ভারতীয় রেলের উপাদন ইউনিটগুলির মধ্যে উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি অংশীদারদের সহায়তায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও ইনোভেশনস ইন্ডিয়ার দ্বারা আয়োজিত হবে

মালিগাঁও, ৪ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশ ও রাষ্ট্র নির্মাণের দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বছরের সর্ববৃহ রাণিং ইভেন্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড়ের বগিবিলে ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার সর্বপ্রথম নর্থইস্ট হাফ মারাথন অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন, ক্রীড়ার ক্ষমতায়ন এবং ভারতের

বিখ্যাত চা শহর ডিব্রুগড়ের প্রচারের মূল লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং ইনোভেশনস ইন্ডিয়া নর্থইস্ট হাফ মারাথন আয়োজন করার জন্য হাত মিলিয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, সাই, অসম অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, অসম পুলিশ ও বিক্রান ফাউন্ডেশন সহ অন্যান্যদের দ্বারা নর্থইস্ট হাফ মারাথন, ডিব্রুগড়কে সমর্থন করা হবে। এই হাফ মারাথনের লক্ষ্য হবে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের ক্ষমতায়ন করা এবং উত্তর পূর্ব ভারতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা। এই সম্পর্কে আজ রেলওয়ে অফিসার রেস্ট হাউস, ডিব্রুগড়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী যেতেন্দ্র কুমার ও তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী উত্তম প্রকাশ এই ইভেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের কিউরেটর ক্যাপ্টেন রাহুল বালি মারাথন, প্রাইজমানি ও ট্রফি সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য তুলে ধরেন। নর্থইস্ট হাফ মারাথন নিশ্চিতভাবে ডিব্রুগড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে আলোকিত করে তুলবে কারণ সমগ্র দেশ ও বিদেশ থেকে ৩০০০-এর অধিক সংখ্যক দৌড়বিদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। বিজয়ীদের ৬.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কারের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে ট্রফি, মেডেল ও মেধাভিত্তিক প্রশংসাপত্রও প্রদান করা হবে। ডিব্রুগড়ে এই হাফ মারাথনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি দর্শনীয় বগিবিল ব্রিজ, পবিত্র জগন্নাথ মন্দির এবং অবশ্যই মন্ত্রমুগ্ধকর চা বাগানগুলির মতো ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন ইউএসপি তুলে ধরবে, যা পর্যটনের প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। উত্তর পূর্ব ভারতে ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন ও ক্রীড়া কার্যকলাপের বিকাশের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে ম্যারাথনের সিরিজ হিসেবে এই নর্থইস্ট হাফ ম্যারাথন আয়োজন হচ্ছে। এই ম্যারাথনের জন্য আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা www.nehmdibrugarh.com- এ রেজিস্টার করতে সক্ষম হবেন। এই হাফ ম্যারাথন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা-রাজে অরাজকতা হচ্ছে, তোপ গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ অভিযোগ- পাল্টা অভিযোগের মাঝে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুলুমবাজি চলছে। ১০০ দিনে কাজের বকেয়া কাজের টাকা আদায় করতে মঙ্গলবার দিল্লিতে ধর্ণা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখার করার। কিন্তু কৃষিভবনে ধরনা দিতে গিয়ে রাতে আটক হন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিকে, গতকাল রাতেই কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি দাবি করেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটা অবধি বসে থাকার পরও কেউ দেখা করতে আসেননি। পাল্টা জবাব দেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, দিল্লিতে যেভাবে কৃষি মন্ত্রকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনকে রাত সাড়ে আটটা অবধি দফতরে অপেক্ষা করানো হয়। কোনও সাংসদ বা মন্ত্রী দেখা করতে আসেননি। ৫০০ লোক নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা- রাজে অরাজকতা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। গিরিরাজ সিংয়ের দাবি, শুধু এমজিএনআরইজিএ-তেই ৫৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির আখাড়া হয়ে উঠেছে। এই লুঠ লুকোতেই অরাজকতা করছে। ওই চুরিকে ঢাকতেই এইসব করা হচ্ছে।

জাতিগত জনগণনার ফল প্রকাশ করতে চায় নবীন পট্টনায়েক সরকার

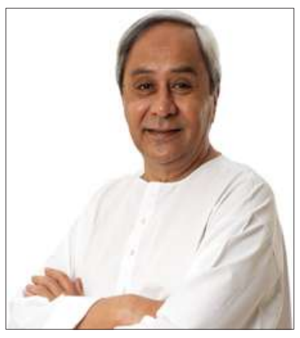

ওড়িশা, ৪ অক্টোবর ঃ বিহারের জাতিগত গণনার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এবার জানা গেল, ওড়িশাতেও এই গণনা করা হয়েছে। যার ফল প্রকাশ্যে আনার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে নবীন পট্টনায়েক সরকার। এমনটাই দাবি, বিজু জনতা দলের এক বিধায়কের। এই মাসের শুরুতেই প্রকাশিত হয়েছিল বিহারের জাতিগত গণনার ফলাফল। তাতে দেখা গিয়েছে বিহারের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশই অত্যধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। আগস্ট মাসেই শেষ হয়েছিল জাতিগত জনগণনার কাজ। যদিও এই জনগণনা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছিল বিজেপি- সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। ফলাফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তোপ দেগেছিলেন নীতীশ কুমার প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ৬০ বছর ধরে এইভাবেই মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এবার ওড়িশার জাতিগত জনগণনার কথাও প্রকাশ্যে এল। উল্লেখ্য, আসন্ন জনগণনায় তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া আর কোনও জাতপাতের উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু বিহারের পর একই পথে হাঁটতে চাইছে ওড়িশাও। এদিকে কর্ণাটকের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা এম বীরাপ্পা মৈলি দাবি করেছেন, ২০১৩-১৮ সালে দক্ষিণী রাজ্যে তৎকালীন সিদ্দারামাইয়া সরকারের আমলে যে গণনা হয়েছিল তার ফলাফল প্রকাশ করা হোক।

৫ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে সফরে প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বোধন করবেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প

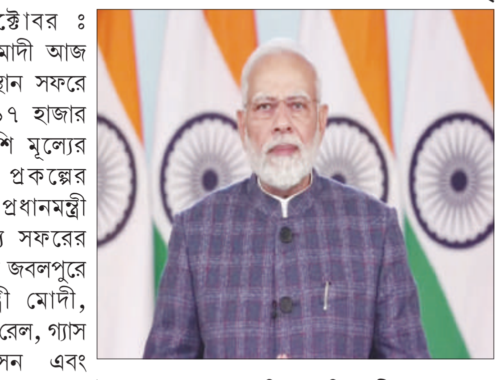

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সফরে যাচ্ছেন। সেখানে ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই রাজ্য সফরের শুরুতে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে তিনি রাস্তা, রেল, গ্যাস পাইপলাইন, আবাসন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের মতো সেক্টরে ১২,৬০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও উৎসর্গ করবেন। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে লাইট হাউস প্রকল্পের উদ্বোধন হলে সকলের জন্য আবাসন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - আরবানের অধীনে প্রায় ১২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি এক হাজারেরও বেশি সুবিধাভোগী পরিবারকে উপকৃত করবে। রাজস্থান সফরে গিয়ে যোধপুরে রাস্তা, রেল, বিমান চলাচল, স্বাস্থ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মতো সেক্টরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এইমস, যোধপুরে ৩৫০ শয্যার ট্রমা সেন্টার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতাল ব্লক এবং প্রধানমন্ত্রী - আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের অধীনে সাতটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক রাজস্থান জুড়ে তৈরি করা হবে।

নিজেদের পাতা ফাঁদে চিনা নৌবাহিনীর সাবমেরিন, ৫৫ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

বেজিং, ৪ অক্টোবর ঃ বিদেশি নৌহানা ঠেকাতে পীত সাগরের গভীরে ফাঁদ পেতেছিল চিন । সেই ফাঁদেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল চিনের একটি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। যার ফলে ক্যাপ্টেন-সহ ৫৫ জন চিনা সেনার মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্রিটেনের একটি সংবাদসংস্থা এক থা প্রকাশ্যে আনলেও চিনের তরফে ঘটনাটি অসত্য বলে দাবি করা হয়েছে। সংবাদসংস্থা ডেলি মিরর ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ব্রিটেনের জাহাজের গতিবিধি রুখতে পীত সাগরের গভীরে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। সেই ফাঁদেই আটকে পড়ে চিনা নৌবাহিনীর একটি সাবমেরিন। কোনওভাবে বিকল হয়ে যায় ডুবোজাহাজের অক্সিজেন সরবরাহকারী যন্ত্র। দীর্ঘ ক্ষণ অক্সিজেনের অভাবে সাবমেরিনের ভিতর থাকা ৫৫ জন চিনা সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত্যু হয়েছে পি এল এ নৌবাহিনীর সাবমেরিন ০৯৩-৪১৭-র ক্যাপ্টেনও। ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ আগস্ট স্থানীয় সময় সকাল ৮ টা বেজে ১২ মিনিট নাগাদ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অক্সিজেনের অভাবকেই। যদিও চিন প্রশাসনের তরফে এই ঘটনাটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, ব্রিটেনের রিপোর্ট মিথ্যে।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত সিকিমে, গোটা দেশের সঙ্গে পাহাড়ি রাজ্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা!

গ্যাংটক, ৪ অক্টোবর ঃ উত্তর সিকিমের লোনক হ্রদে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, নদীর দু'পাশে যা কিছু আছে, সবই ভেসে গিয়েছে তিস্তার জলের তোড়ে। প্রবল বেগে ভয়ঙ্কর তিস্তা নেমে আসছে উত্তরবঙ্গের সমতলে। এর ফলে পাহাড়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়িতে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হল, তিস্তার স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। এর ফলে সিকিমের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বুধবার ভোররাতে মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয় উত্তর সিকিমে। বিপুল পরিমাণ জল লোনক হ্রদ ধরে রাখতে পারেনি। ফলে বাঁধ ভেঙে সেই জল সরাসরি চলে আসে তিস্তায়। সেনা জানিয়েছে, জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে সিংথামের কাছে বারদাং সেনা ছাউনিতে পার্ক করে রাখা ৪১ টি গাড়ি। ২৩ জন সেনা জওয়ানও জলে ভেসে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছে সেনা। সিকিম থেকে তিস্তা সমতলে প্রবেশ করেছে জলপাইগুড়ি জেলায়। হড়পা বানের বিপুল পরিমাণ জল জলপাইগুড়ি দিয়ে বহমান তিস্তায় নতুন করে জলস্ফীতি ঘটাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বহু মানুষের। সেচ দফতর জলপাইগুড়িতে লাল সতর্কতা জারি করেছে। একই অবস্থায় সিকিমেও। সিকিম সরকার মানুষকে তিস্তার ধারেকাছে যেতে বারণ করেছে। পাহাড়ে এখনও বৃষ্টি চলছে।

অভিযান অব্যাহত

রাজৌরি, ৪ অক্টোবর ঃ জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর। রাজৌরির এই জঙ্গলে বুধবারও এই অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। সোমবার তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে দেখার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী ওই জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এখনও সন্ত্রাসবাদীদের কোনও খোঁজ মেলেনি। সোমবার মাঝরাত থেকে গোলাগুলি বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনী গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজতে ড্রোনের পাশাপাশি বিমানও ব্যবহার করে। সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজতে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। সোমবার বরোহের জঙ্গলে তিন জঙ্গিকে দেখা গিয়েছিল। তারপরেই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। তারপরেই জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। এতে দুই প্যারা কমান্ডোসহ তিন সেনা আহত হয়েছিলেন। জঙ্গিরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, যাদের জন্য মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দু থেকে তিনজন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাদের পালানোর সম্ভাব্য সমস্ত পথ আটকাতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বাস ও ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত ৩

জয়পুর, ৪ অক্টোবর ঃ রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বাস ও ট্রেলারের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন। বুধবার ভোররাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাস ও ট্রেলারটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। চিকসানা থানার স্টেশন হাউস অফিসার বিনোদ মীনা বলেছেন, বারসো গ্রামের কাছে ২১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২৪ জন আহত হয়েছেন।

Name Change

I, JASIMUDDIN MOMIN S/o- JALALUDDIN MOMIN, Residing at Vill - N0031, Mominpara, Post- Alipur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732201, West Bengal. That my name JASIMUDDIN is wrongly recorded in my Son's School Certificate, Shall henceforth be known as JASIMUDDIN MOMIN. That my name JASIMUDDIN MOMIN and JASIMUDDIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SABANA BEGAM is wrongly recorded in my Daughter Birth Certificate, D/o- ALAM FAKIR SEKH. Residing at Vill - Raipur, Post- Mirpur, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin-742121, West Bengal. Shall henceforth be known as SABENA KHATUN. That my name SABENA KHATUN and SABANA BEGAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MAHABUR SEIKH is wrongly recorded in my Daughter Passport No- S5364553, S/o- SAMSER ALI. Residing at Vill - Hogalbaria, Post- Kankurai, Ps- Samserganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742202, West Bengal. Shall henceforth be known as MAHABUR RAHAMAN. That my name MAHABUR RAHAMAN and MAHABUR SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, UZZAL PODDER (old name) S/O NETAI CHANDRA PODDER Presently residing at P-15, MODERN PARK. SECOND STREET, KOLKATA - 700075 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) UJJAL PODDER, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 04/10/2023. UZZAL PODDER and UJJAL PODDER both are same and one identical person.

Name Change

I, GOLAM SARWAR AKHAN (old name) S/O BODROD DOZA AKHAND Presently residing at VILL+PO-TILP, PS- JAYNAGAR BARUIPUR- 743337 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GOLAM SARWAR AKHAND, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 04/10/2023. GOLAM SARWAR AKHAN and GOLAM SARWAR AKHAND both are same and one identical person.

Name Change

I, BODROD DOZA AKHAN (old name) S/O YUNUSH AKHAND Presently residing at VILL+PO-TILP, PS-JAYNAGAR BARUIPUR- 743337 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BODROD DOZA AKHAND, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 04/10/2023. BODROD DOZA AKHAN and BODROD DOZA AKHAND both are same and one identical person.

Name Change

I, ANIL CHANDULAL (old name) S/O CHANDULAL Presently residing at 4A, LANSDOWNE PLACE, DHANSHREE RESIDENCY, 2ND FLOOR, FLAT-2B, KOLKATA-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANIL CHANDULAL BOSMIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 04/10/2023. ANIL CHANDULAL and ANIL CHANDULAL BOSMIA both are same and one identical person.

Name Change

I, S K GOENKA (old name) S/O KESAR DEO GOENKA Presently residing at EKYA ,1 QUEENS PARK , NEAR BIRLA MONDIR, BALLYGUNGE , KOLKATA-700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHIL KUMAR GOENKA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. S K GOENKA and SUSHIL KUMAR GOENKA both are same and one identical person.

Name Change

I, KAZI JAHANGIR HOSSAIN (old name) S/O KAZI SUKHROL HAWK Presently residing at Katiahat Shekh Para, PO- Katiahat Baduria, PS- Basirhat, Pin-743427 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAZI JAHANGIR HAWK (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. KAZI JAHANGIR HOSSAIN and KAZI JAHANGIR HAWK both are same and one identical person.

Name Change

I, Shamistha Gain (old name) D/O Haridas Samadder Presently residing at Flat-4, Abinash Villa, Laxmi Narayan Colony, PO-Nabapally, PS-Barasat, Dist-North 24 Parganas, Pin-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sharmistha Gain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. Shamistha Gain and Sharmistha Gain both are same and one identical person.

Name Change

I, ASIF HAJI HASAM SHEKHANI (old name) S/O SHEKHANI HASAM MOHAMED Presently residing at 70/C/H/3, Tiljala Road, Topsia, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHEKHANI ASIF(new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. ASIF HAJI HASAM SHEKHANI and SHEKHANI ASIF both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMED GHUFRAN (old name) S/O HAZI MD AYYUB Presently residing at 4 th Floor, 6/2, Abinash Chowdhury Lane, PO- Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD GUFRAN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. MOHAMMED GHUFRAN and MD GUFRAN both are same and one identical person.

Name Change

I, SHEIKH ZEBA (old name) W/O MD GUFRAN Presently residing at 42/H/ 12,PALM AVENUE, Kolkata-700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK ZEBA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. SHEIKH ZEBA and SK ZEBA both are same and one identical person.

Name Change

I, SHEKHANI REHNUMA ASIF alias REHNUMA ASIF SHEKHANI (old name) W/O SHEKHANI ASIF Presently residing at 70/C/H/3, Tiljala Road, Topsia, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RENUMA SHEKHANI (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. SHEKHANI REHNUMA ASIF, REHNUMA ASIF SHEKHANI and RENUMA SHEKHANI both are same and one identical person.

Name Change

I MD MOSLEM ALI, S/O HAZI MOHARAM ALI MONDAL RESIDING AT CHHOTO GANTI PS- NARAYANPUR BIDHANNAGAR 700132,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSLEM ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/10/2023. THAT MD MOSLEM ALI AND MOSLEM ALI ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, OBAIDUR RAHAMAN S/o- NUR MAHAMMAD SARDAR, Residing at Vill - Dakshinkankania, Post- Talgram hat, Ps- Harishchandrapur, Dist- Malda, Pin-732125, West Bengal. That my name MD OBAIDULLAH is wrongly recorded in my Son's Passport No- J1032099, and YOBAIDUR RAHAMAN is wrongly recorded in my aadhaar & Voter card, Shall henceforth be known as OBAIDUR RAHAMAN. That my name OBAIDUR RAHAMAN and MD OBAIDULLAH and YOBAIDUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I AFSADULL MALLICK, S/O NASIRUDDIN MALLICK RESIDING AT BANKRISHNAPUR, HOZAGHATA MUSLIMPARA, PO- JANGALPARA BAZAR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, WEST BENGAL, PIN-712701. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFSADUL MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/10/ 2023.THAT AFSADUL MALLICK AND AFSADULL MALLICK ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MIR HABIBUR, SON OF MIR SUKUMAR ALI, RESIDING AT VILL & PO - DAUDPUR,PS-NANDIGRAM,EAST MEDINIPUR - 721631,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIR HABIBUR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/10/2023.THAT MIR HABIBUR AND MIR HABIBUR ALI ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SATI PRADHAN (old name) W/O ASOKE KUMAR PRADHAN Presently residing at Vill- Kasba Egra, Ward No- 7, PO- Egra, East Medinipur, Pin-721429 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SATI PATRA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/10/2023. SATI PRADHAN and SATI PATRA both are same and one identical person.

Name Change

I MD MOSLEM ALI, S/O HAZI MOHARAM ALI MONDAL RESIDING AT CHHOTO GANTI PS- NARAYANPUR BIDHANNAGAR 700132,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSLEM ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/10/2023.THAT MD MOSLEM ALI AND MOSLEM ALI ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SANJAY SARKAR S/o- NIKHIL CHANDRA SARKAR, Residing at Vill - Krishnapally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. That my name SANJOY SARKAR is wrongly recorded in my Daughter Birth Certificate, Shall henceforth be known as SANJAY SARKAR. That my name SANJAY SARKAR and SANJOY SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ অক্টোবর ঃ বুধবার বর্ধমান মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুলে বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানী রায়, সাইবার ক্রাইমের অফিসার সাবির আহমেদ, বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী মল্লিক সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের এই কর্মসূচিতে বনানী দেবী তার বক্তব্যে বলেন, কিভাবে একটা অপরাধ সংঘটিত হয়, কিভাবে কম বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে একটা মেয়ের জীবনে খারাপ পরিস্থিতি নেমে আসে, অথবা কিভাবে একটা ছোট্ট ভুলের জন্য মানব পাচারের শিকার হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং ছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন। এদিনে সাইবার ক্রাইমের পক্ষ থেকে সাইবার ক্রাইমের অফিসার সাবির আহমেদ বাবু তিনি তার বক্তব্যে বলেন, কিভাবে একটা মোবাইল ফোন যা আমরা ব্যবহার করছি সেই ফোন আমাদের জীবনে বড় রকমের দুর্যোগ নামিয়ে আনতে পারে এবং আমরা কি করব এই বিষয় থেকে উদ্ধার হতে গেলে কেমন ভাবে আমাদের চলা উচিত, পরিস্থিতির শিকার হলে আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত, কাদের কাছে চাওয়া উচিত সব বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে জানান, আমাদের জীবনে চলতে গেলে, আমরা আমাদের পরিবারের মানুষকে অনেক সময় ভরসা করতে পারি না, বিশ্বাস করতে পারি না, বাইরে তাদেরকেই আমরা বিশ্বাস করি, সেটা থেকে একটা বড় বিপদ আমাদের জীবনে ঘটে যেতে পারে, তাই নিজেকে আগে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং কোন পরিস্থিতির শিকার হলে অবশ্যই পূর্ব বর্ধমান সদর থানা অথবা মহিলা থানা অথবা সাইবার ক্রাইম-এর কাছে জানাতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ অক্টোবর ঃ ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা না দিয়ে দু'বছর ধরে বাংলাকে বঞ্চনা করার বিরুদ্ধে দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচী ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তৃণমূলের সকল এমপি, এমএলএ, রাজ্যের মন্ত্রী, সাধারণ কর্মী এবং বঞ্চিত উপভোক্তাদের উপর চলেছে পুলিশী জুলুম। তারই প্রতিবাদে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর পুল মাথায় জামালপুর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল,ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিটু মল্লিক সহ সমস্ত অঞ্চল নেতৃবৃন্দ, প্রধান, উপ প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা। সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি উপেক্ষা করেও তৃণমূলের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ওই সভায়। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানান, বাংলার বিরুদ্ধে যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই দিল্লিতে তাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি। তাদের ওপর দিল্লি পুলিশের যে বর্বরোচিত আচরণ করেছে তাকে তারা ধিক্কার জানান। ধিক্কার জানান কেন্দ্রের মোদি সরকারকে। তিনি আরও বলেন, এইভাবে তাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি ও তাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমিয়ে রাখা যাবে না। বাংলার যে আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, যা অন্যায় ভাবে কেন্দ্র আটকে রেখেছে তা তারা আদায় করবেনই। দলীয় নির্দেশে প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে যেতেও পিছপা হবেন না। অবস্থান বিক্ষোভের শেষে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করা হয় জামালপুর ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

সিকিমে নিখোঁজ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ অক্টোবর ঃ সিকিমে গিয়ে নিখোঁজ রায়গঞ্জের দুই ভাই সহ ৩ জন যুবক। এদের মধ্যে দুজন রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা ও আরেকজন রাঁচির বাসিন্দা। রায়গঞ্জের বাসিন্দা স্বর্ণদ্বীপ মজুমদার (২৩) ও শ্রীকান্ত মজুমদার (২৭) এবং ঈশান নামে তাদের বন্ধু রাচির বাসিন্দা। তারা শনিবার রায়গঞ্জ থেকে মোটর বাইক নিয়ে সিকিমের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাদের সাথে শেষবার কথা হয়। এরপর বুধবার সকাল থেকে তাদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে পরিবারের দাবী। হড়পা বানের ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কিত স্বর্নদ্বীপের বাবা-মা রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ নিখোঁজদের খোঁজে যোগাযোগ শুরু করেছে।

পাঞ্জাব নैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb | punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কণকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ১৮.১০.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিনামের তারিখ ও সময় ঃ ১৯.১০.২০২৩ (বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) এবং ৯(১) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত/ শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে , যা বিক্রয় করা হবে ''যেখানে যা আছে'', ''যা কিছু আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে www.mstcecommerce.com লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (https://www.ibapi.in)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (অধিগ্রহণের ধরণ)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে (সঙ্গে পরবর্তী উত্থাপিত সুদ, দাবী, ব্যয় বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত রাশি	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথি পরিদর্শন এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ
১	**ক) মে. রাজু এন্টারপ্রাইজ** **মালিক ঃ শ্রী জাফর সিদ্দিক উকিল** **পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল** ১৩৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈকুন্ঠপুর, পোস্ট-রাজপুর, কণকাতা-৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকা নং. ০১৫১২৫৩০৮৩১৭৪ ও ০১৫১৩০০১৭৩৫৯৯** **খ) সোনারপুর শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে যার হোল্ডিং নং. ৭৬৪, হাল দাগ নং. ২১৩, এলআর দাগ নং. ২২৫, ওয়ার্ড নং. ৭, হাল খতিয়ান নং. ৮৯১/ ৩৯, এলআর খতিয়ান নং. ১৪৫৮, মৌজা-কুসুম্বা অধীন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা যার মোট এলাকা- ২কাঠা ৭ ছটাক ১৫ ব.ফু. এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী জাফর সিদ্দিকি উকিলের নামে, পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল। সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-১৫ ফুট চওড়া গলি, দক্ষিণ-অশোক কুমার শ'র সম্পত্তি, পূর্ব-২০ ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিম-খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)** Property ID : PUNBS24PGNRAJUEN	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা. ৩৪,১৮,২৮২.০০ গ) ২১.১২.২০২২	ক) টাকা. ৩৮,১০,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৮১,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
২	**ক) মে. বিশ্বকর্মা অটোমোবাইল** **মালিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** ২৪৬, রোড ভাদুরা পোল, গ্রাম ও পোস্ট-ভাদুরা, থানা-ফলতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শাহারার হাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪ **অ্যাকা নং. ০১৪৯২০আইসি০০০০০০১৯ (টিএল), ০১৪৯২৫০০২১৬৯৬(সিসি), ০১৪৯৩০৭১১৮৪৬৯ (টিএল) ও ০১৪৯৩০৭১২৯৭৪৮ (ডিএল)** **খ) শাহারারহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মীয়মান বাড়ি যার দাগ নং. ২৪৩, খতিয়ান নং. আরএস (২) (এলআর ২০১৪, ২০১৫), তৌজি নং. ৩৯১, জেএল নং. ১২, মৌজা-ভাদুরা যার মোট এলাকা-০৩ ডেসিমেল, থানা- রামনগর, অধীন ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী গৌরচন্দ্র মন্ডল এবং নিতাই চন্দ্র মন্ডলের নামে,** উভয়ের পিতা-বিশ্বনাথ মন্ডল, যার নথিবদ্ধ বিক্রয় দলিল নং. ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সাল ১৯৯৭। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১১.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৩,৩৮,৯২৬.৫২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪,০৫,০০০ /- খ) টাকা. ৪০,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৩	**ক) মে. আদিত্য কনস্ট্রাকশান** **মালিক ঃ পাপন সাহা (বর্তমানে প্রয়াত) (গ্রাহক)** **জামিনদার ঃ লাল্টু সাহা (পাপন সাহার ভাই)** পিয়ালি (রেল স্টেশনের নিকট), পোস্ট-কালারিয়া, থানা-জীবনতলা (ক্যানিং), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৬৩। **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০১৩৯২৫০৩০৩০০২** **খ) চম্পাহাটি (ই-ইউএনআই) শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী যা হল বসবাসের প্লট এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি (দ্বিতল) রয়েছে যার আরএস দাগ নং. ১০০৩ ও এলআর নং. ২২৩৩, ২২৩৪, তৌজি নং. ২৫০, খতিয়ান নং. ১১৩৩, আরএস খতিয়ান নং. ৫৬১। ৮১৫, মৌজা-কালারিয়া, থানা-ক্যানিং, মোট পরিমাপ ৭২০০ ব.ফু. (১০ কাঠা) অবস্থিত পিয়ালি (রেল স্টেশনের কাছে), বানসারা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-কাণারিয়া, থানা-জীবনতলা (ক্যানিং), জেণা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৬৩ যা রয়েছে শ্রী পাপন সাহা ও শ্রী লাল্টু সাহা নামে, উভয়ের পিতা-দুলাল চন্দ্র সাহা, নথিবদ্ধ উপহার কোবলা নং. ৯৫ (২০০৬) সাল ২০০৭। **দায় ঃ সহ-গ্রহীতা প্রয়াত (অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)** Property ID : PUNBS24PGNADITYA	ক) ২৪.০৯.২০২০ খ) টাকা. ২৪,৪৬,৩৯২.৪৫ গ) ১৯.১২.২০২০	ক) টাকা. ২৯,২৩,০০০ /- খ) টাকা. ২,৯২,৩০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৪	**ক) মে. শশী ভূষন বিল্ডার্স** **শ্রী আশিস দাস,** পিতা-শ্রী শশী ভূষন দাস **শ্রীমতি বুলু দাস, স্বামী-আশিস দাস** **উভয় ঠিকানা ঃ** গ্রাম-চম্পাহাটি, ক্রিশ্চিয়ান পাড়া, পোস্ট-চম্পাহাটি, থানা-বারুইপুর, চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩০। **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০১৩৯২১০৩০২৪৪৯** **খ) চ ম্পাহাটি শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি ও দ্বিতণ বাড়ি যার মৌজা-চম্পাহাটি, দাগ নং. ৩২৮ (আরএস), ৩৫৬ (এলআর), খতিয়ান নং. ১৮২১/ ১ ও ১৮২১/ ২ (এলআর), জেএল নং. ২৪, অধীন থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জমি পরিমাপ-৫ কাঠা ১৪ ছটাক, নির্মান এলাকা-২০১২ ব.ফু. (আনু.) শ্রী আশিস দাস ও শ্রীমতি বুলু দাস নামে, যার দলিল নং. ১১৮০০/ ২০১২ তাং. ১৯.১২.২০১২ এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-খালি জমি, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব-খালি জমি, পশ্চিম-৬ ফুট কমন প্যাসেজ। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)** Property ID : PUNBS24PGNSASHI	ক) ০৩.১২.২০১৯ খ) টাকা. ২৫,৯২,৫৫৮.৫৯ গ) ২৭.০২.২০২০	ক) টাকা. ৩৬,৭০,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৬৭,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৫	**ক) মে. মনিকা বস্ত্রালয়** **শ্রী রবীন্দ্র নাথ মন্ডল,** **(মাণিক মে. মনিকা বস্ত্রালয়)** পিতা-প্রয়াত সন্ন্যাসী মন্ডল, পিয়ালি কলোনি পাড়া (রেল স্টেশনের নিকট), থানা-ক্যানিং, পোস্ট-কালারিয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩০ **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০১৩৯২৫০৩০৩০৪০** **খ) চ ম্পাহাটি শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম স্থাবর সম্পত্তি (জমি ৬ কাঠা ১১ ছটাক, ৪৮১৫ ব.ফু.) এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি রয়েছে যার আরএস দাগ নং. ৯৮৬, জেএল নং. ৩৯, আরএস খতিয়ান নং. ৭১৯, সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-অনুকূল গায়েন ও নিমাই মন্ডল, দক্ষিণ-সরকারি জমি, পূর্ব-৬ফুট কমন প্যাসেজ, পশ্চিম- কালিপদ মন্ডল ও শ্যামপদ মন্ডল, সম্পত্তি রয়েছে শ্রী রবীন্দ্র নাথ মন্ডল নামে, পিতা-প্রয়াত সন্ন্যাসী মন্ডল, নথিবদ্ধ দলিল নং. ৭৬০৯/ ২০০৫, **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) টাকা. ১১,২৪,৪২৪.৪৩ গ) ০৪.০৯.২০২১	ক) টাকা. ৭,২৭,০০০ /- খ) টাকা. ৭২,৭০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৬	**ক) মে. বাবা লোকনাথ বিল্ডার্স** **মালিক প্রয়াত বিনয় মন্ডল,** **শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল মাধ্যমে,** স্বামী প্রয়াত বিনয় মন্ডল, **শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বিনয় মন্ডল, **পিঙ্কি মন্ডল, পিতা প্রয়াত বিনয় মন্ডল,** গ্রাম-নারিদানা, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩০। **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০১৩৯২৫০৩০২৮২১** **খ) চম্পাহাটি শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মিত বাড়ি রয়েছে সেখানে যার দাগ নং-১০৫৭, খতিয়ান নং-২৪৫ ও ২৪৬ (আরএস), মৌজা-নারিদানা, জেএল নং-২৭, তৌজি নং-২৫০, বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, যা রয়েছে শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল নামে, যার নথিবদ্ধ দলিল নং-৫১৬৮ / ২০০৫। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)** Property ID : PUNBS24PGNBABALO	ক) ১৭.০৬.২০১৯ খ) টাকা. ১০,৩২,১১০.২১ গ) ২১.১১.২০১৯	ক) টাকা. ১৩,৩৭,০০০ /- খ) টাকা. ১,৩৩,৭০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৭	**ক) মে. অ্যামিকাস হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস অ্যান্ড এএমপি. সলিউশান প্রা.লি.** ৪১, বালিগঞ্জ টেরেস, কলকাতা-৭০০০২৯ **অ্যাকা. নং. ঃ ০৩০০৩০০০২৬৫২১ ও ০৩০০২৫০৩০৯৮৫১** **খ) বারুইপুর চৌধুরি বাজার শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী স্থাবর সম্পত্তি (সেখানে থাকা অস্থাবর সামগ্রী ছাড়া) যা হল জমি এবং কোল্ড স্টোরেজ বিল্ডিং যার মোট জমি পরিমাপ ১৩৩ ডেসিমেল যা অবস্থিত দাগ নং. ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৭৯, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৩৪(হাল) খতিয়ান নং. ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯ (হাল), ৮২১ (এলআর) গ্রাম ও মৌজা-ঘনশ্যামপুর, পোস্ট-বেনিয়াপুর, থানা-মগরাহাট, অধীন গোকর্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৫৫ এবং সম্পত্তি রয়েছে মে. অ্যামিকাস হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস অ্যান্ড এএমপি. সলিউশান প্রা.লি. মালিক শৈবাল গাঙ্গুলি, পিতা-বিরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি, সেল ডিড নং. ১-২৫৫০/ ২০০৭ এবং সম্পত্তির পরিসীমাঃ উত্তরে- ভূতী ভূষণ মন্ডলের প্লট, দক্ষিণ-মগরাহাট রোড (বেনিয়াপুর), পূর্ব-শঙ্কর গায়েনের সম্পত্তি, পশ্চিম-জয়দেব গায়েন। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৯.০৫.২০১৫ খ) টাকা. ৪,৪৭,৬৭,৬১২.০০ গ) ২৫.০৭.২০১৫	ক) টাকা. ১,৬৭,৭০,০০০ /- খ) টাকা. ১৬,৭৭,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৮	**ক) মে. অ্যামিটি এন্টারপ্রাইজ** **মালিক ঃ মহ. নাজির হোসেন মন্ডল** ১৩৫, অঘোর সরণী, বৈকন্ঠপুর মোড়, বিএলআরও অফিস নিকট, পোস্ট- রাজপুর, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। **অ্যাকা. নং. ঃ ০১৫১২৫৩০৮৩৬৬০** **খ) সোনারপুর শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি ও বাড়ি বানিজ্যিক দোকান পরিমাপ ১১১ ব.ফু. (বিল্ট আপ এলাকা) ১৩৫, অঘোর সরণী, যার হোল্ডিং নং. ১৮৪, মৌজা-রাজপুর, জেএল নং. ৫৫, খতিয়ান নং. ১০৮১, দাগ নং. ২২১৫, অবস্থিত বৈকন্ঠপুর মোড়, ওয়ার্ড নং. ১৩, পোস্ট-রাজপুর, থানা-সোনারপুর, যা রয়েছে নাজির হোসেন মন্ডল নামে, রেজি. সেল ডিড নং. ১২৪৭৩/ ২০০৯ এডিএসআর- সোনারপুর এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-অঘোর সরণী মোড় ও যাদব সরকার রোড, দক্ষিণ-অন্যদের সম্পত্তি, পূর্ব-যাদব সরকার রোড, পশ্চিম-অঘোর সরণী। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২৭.০৮.২০২১ খ) টাকা. ১২,৪৩,৪২৩.০০ গ) ১২.০৪.২০২২	ক) টাকা. ১৪,৯৯,০০০ /- খ) টাকা. ১,৪৯,৯০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৯	**ক) সুফান্না নাজিয়া রহমান** স্বামী-পাহারি জিনাত, হোল্ডিং নং. ৪৬৩, সাহজাহান রোড (ড. আতিকুর রহমানের বাড়ির নিকট), ওয়ার্ড নং. ১৪, পোস্ট ও থানা-বারুইপুর, পিন- ৭০০১৪৪। আরও ঃ সোনাখালি হাইস্কুল, সোনাখালি, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩১২। **অ্যাকা. নং. ঃ ০৪৭৮৩০৬৮১৩৪৪২ ০৪৭৮৩০৬৮০৯৮৩৮** **খ) বাসন্তী শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম ফ্ল্যাট চারতলা বিল্ডিংয়ে যার জমির পরিমাপ এবং বিল্ডিং যার হোল্ডিং নং. ৪৬৯, ওয়ার্ড নং. ১৪, জমি রয়েছে মোট ১৪.৬৬ ডেসিমেল (আনু.) **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং. এফ২, পশ্চিম-গ্লোব নার্সিং হোম, উত্তর-অন্যদের খালি জমি এবং দক্ষিণ-সাধারণের জায়গা ও সিঁড়ি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)** Property ID : PUNBS24PGNSUFANA	ক) ৩১.১০.২০১৩ খ) টাকা. ২০,৩৪,৮৯৮.০০ গ) ১১.০৪.২০১৪	ক) টাকা. ৩০,৫২,০০০ /- খ) টাকা. ৩,০৫,২০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
১০	**ক) কুতুবুদ্দিন মোল্লা** পিতা-মুজিবর মোল্লা গ্রাম ও পোস্ট-ঈশ্বরীপুর (ক্যানিং), থানা-জীবনতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ভাঙড়, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০২। গ্রাম-গোবিন্দপুর (প্রাথমিক স্কুলের নিকট), শিশ হাসপাতাল রোড, পোস্ট ও থানা-ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০২। **অ্যাকা. নং. ঃ ০৪১৯২৫০৯০৮৭৭১** **খ) ভাঙড় শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মিত দ্বিতল বসবাসের বাড়ি যার মোট জমি ৪ ডেসিমেল যার আরএস প্লট নং. ২৬৭২ (রূপান্তরিত) তৌজি নং. ৬৩৫-৫৪০ আইএলআর (মাণিকের) খতিয়ান নং. ৯১২, মৌজা-গোবিন্দপুর এবং সম্পত্তি রয়েছে গোবিন্দপুর প্রাইমারি স্কুল (শিশ হাসপাতাণ রোড), পোস্ট ও থানা-ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০২ এবং সম্পত্তি রয়েছে কুতুবুদ্দিন মোল্লা নামে, পিতা-মুজিবর মোল্লা যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ৬৭১৩ / ২০১৫ এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে- আনসার আলি মোল্লা, দক্ষিণ-রফিক মোল্লা, পূর্ব-সুপরা মোল্লা, পশ্চিম-সুপরা মোল্লা। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০২.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১,২৮,০২৬.০৯ ও টাকা. ১০,৮৮,৪০০.০৮ গ) ১৬.০৭.২০২২	ক) টাকা. ৩৮,৫৪,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৮৫,৪০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	**ক) ১৯.১০.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ১৮.১০.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ১৭.১০.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**

-ঃ নিয়ম এবং শর্তাবলী ঃ-

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-

১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ক্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-https://www.mstcecommerce.com।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ক্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ** ০৩০০২০৩**১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি**০০৩০০২০ **পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

১৫ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ০২.১০.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

দিল্লি কান্ডের জেরে নদীয়া জেলায় কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভে তৃণমূল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ অক্টোবর ঃ দিল্লির বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের হেনস্তার ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় দেশ তথা রাজ্য। মঙ্গলবার রাতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের সাসদ-বিধায়কদের আটকের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে নদীয়ার কালীনারায়ণপুর সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় পথ অবরোধে সামিল হলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মী। পাশাপাশি বুধবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া জেলার শান্তিপুর, নবদ্বীপ সহ বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কুশপুতুল জ্বালিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানো হয় তৃণমূলের তরফে। এদিন নদীয়ার শান্তিপুরের রাজপথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও গিরিরাজ সিংহের কুশপুতুল জ্বালিয়ে প্রতিবাদ শান্তিপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেই বুধবার বিকেলের পর নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জ ঘাট সংগ্লগ্ন এলাকায় নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূলের তরফে। তৃণমূল নেতৃত্বদের দাবি, রাজ্যের বকেয়া টাকা একশো দিনের কাজের টাকা সহ সাধারণ মানুষের হকের টাকা চাইতে যাওয়া হয়েছিল দিল্লিতে। সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়করা। আর সেখানে দিল্লি পুলিশের অমানবিক ব্যবহার ও অহেতুক লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি বাংলার হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদে ভয় পেয়েছে নরেন্দ্র মোদি। সেই কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের বিধায়কদের আটক করে পেশির জোর খাটানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্র আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই কেন্দ্র সরকারের এই স্বৈরাচার আমরা শেষ থেকে ছাড়বো।

Bijur-I Gram Panchayat
Jabui, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender
Tender Reference No.: 618/ 2023, Date: 04.10.2023
NIT No.: 03/2023-24 (2nd Call)

e-Tender regarding purchase of E Cart hereby invited by the Prodhan, Bijur-I GP from bonafied contractors/agencies to perticipate in the e-Tender from **04/10/2023 at 03:00 PM to 10/10/2023 up to 03:00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** and undersigned GP office.

Sd/-
Pradhan
Bijur-I Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(Electrical)/Lighting/Z-III, KMC invites tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/371
Name of the Work : **Temporary lighting arrangement for immersion during Durga Puja, Kali Puja, Lakshmi Puja & Jagadhatri Puja festival at Dahighat in Ward No. 80**; Estimated Amount : **Rs. 1,66,518.00**; Earnest Money : **Rs. 3,400.00**; Period of Completion : **11 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **12.10.2023 at 12 noon**; Technical Bid opened on : **13.10.2023 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.10.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/374
Name of the Work : **Repairing & replacement of electrical accessories at Tangra Slaughter House in Ward No. 57 under Br-VII**; Estimate Amount : **Rs. 1,64,683.61**; Earnest Money : **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of Completion of Bid : **10.10.2023 upto 2 p.m.**; Tender Opening Date : **11.10.2023 at 2 p.m.**; The Bid form and other details are available on and from **03.10.2023 from 2 p.m.**; For full and further details, please visit the Website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only.

The DG(E), KMC invites tender online two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/78/23-24
Name of the Work : **Supply and installation of cable Tray with reorganization of Existing cables at the new MMIC Block of CMO Building, KMC**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **Rs. 4,600.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(2) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/86/23-24
Name of the Work : **Renovation of AC Ducting System at Ch. Valuer & Surveyor Deptt and installation of AC machines at Tender Committee Room 235 and Market Deptt Room 127 of CMO Building**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **Rs. 9,200.00**; Period of Completion : **15 Days**;

(3) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/87/23-24
Name of the Work : **Annual maintenance contract of AC machines installed at MMIC(IT), Birth Certificate, Bustee, Education, NOC Counter, License, Hearing and other Department of KMC HQ**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(4) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-85/23-24 (1st call)
Name of the Work : **Annual Comprehensive Maintenance of AC Machine at the Engineering Wing of SWM Department under KMC**; Estimate Amount : **Rs. 2,23,392.41**; Earnest Money : **Rs. 4,500.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(5) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-82/23-24 (1st call)
Name of the Work : **Annual Comprehensive maintenance of water coolers cum purifiers at SS hogg Market under KMC**; Estimate Amount : **Rs. 1,33,481.60**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(6) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-30/23-24 (2nd call)
Name of the Work : **Refilling of existing fire extinguisher at HUDCO Building 8th, 6th, 5th, 4th, 3rd floor and other places of HUDCO Building under KMC**; Estimate Amount : **Rs. 3,58,007.63**; Earnest Money : **Rs. 7,500.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **13.10.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3) & **13.10.2023 up to 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 6); The bid forms and other details are available on and from **05.10.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3) & **05.10.2023** (for Sl. no. 3 to 6); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 6).

The Director General(M)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-12/22-23 (2nd Call)
Name of the Work : **Development of road surface near Irish Hospital to premises no- A/1/5, Ramgarh by mechanical means in Ward No. 99, BR-X under Roads (M) Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,652.80**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **12 Days**;

(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-05/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of road at Joka near premises no- 71 D.H. Road lowering and allied works in Ward No. 144, BR-XIV under Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,67,553.34**; Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **12 Days**;

(3) NIT No.: KMC/ASPH/P.B/BNG-07/2023-24
Name of the Work : **Vulcanizing and delivery of S.H.R Load-out conveyor belt for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimate Cost : **Quotation**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **10 Days**;

(4) NIT No.: KMC/ASPH/TRKGORA-008/2023-24
Name of the Work : **Improvement of road surface of Naskarpara Road in Ward No. 104, BR-XI under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : **Rs. 4,99,148.99**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and Time of submission of Bid : **15.10.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **13.10.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 3) & **16.10.2023 at 1 p.m.** (for Sl. no. 4); Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **16.10.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 3); The bid forms and other details are available on and from **06.10.2023 after 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **04.10.2023 at 6 p.m.** (for Sl. no. 3) & **07.10.2023 at 1 p.m.** (for Sl. no. 4); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 4).

The Controlling Officer (EWS), KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:

NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON8/23-24
Name of the Work : **Removing of unused structure including cleaning and surface dressing at the paint work shop of EWS**; Estimated Cost : **Rs. 1,60,117.93** (excluding GST, CESS & Contingency); Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **13.10.2023 at 1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **06.10.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The C.M.E. (SWM), KMC invites tender percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: SWM-I/E.E/020/BR-XV/23-24
Name of the Work : **Construction of Battery Operated Hydraulic Dumper (B.O.H.D.) shed with floor at Ramnagar more beside the existing B.O.H.D. shed under SWM-I Department, in Ward No. 134 under Borough-XV**; Estimated Amount : **Rs. 4,84,217.00** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Time of Completion : **30 Days**; Price of Tender : **NIL**; Bid submission start (online) date : **07.10.2023 at 2 p.m.**; Bid submission closing (online) date : **13.10.2023 at 2 p.m.**; Bid opening for technical proposal (online) date : **16.10.2023 at 2 p.m.**; The tender documents will be available on and from **05.10.2023 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/018/2023-2024/R
Name of the Work : **Repairing of sanitary latrine, public urinal, Bath room at different places N/H/NO. S-136, S-118, S-56 in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Cost : **Rs. 2,94,727.01** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **120 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/023/2023-2024/R
Name of the Work : **Development of drainage system with allied works at Matiabruz High School Lane N/H/NO. R-62, R-63, R-63/1 etc. in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Cost : **Rs. 4,04,617.35** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 8,100.00**; Period of Completion : **120 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/030/2023-2024/R
Name of the Work : **Repairing of surface drain & passage at Marry Road S-71, S-72 & S-74 etc. in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Cost : **Rs. 2,50,357.13** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 5,100.00**; Period of Completion : **90 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/024/2023-2024/R
Name of the Work : **Maintenance of road by laying hot asphaltum mixture at Lenin Road & Mistry Ghat Road near premises nos. Z-3/216, Z-4/35/1 etc. in Ward No. 141, BR-XV**; Estimated Cost : **Rs. 2,96,458.65** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **180 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **01.11.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Date of opening of tender : **03.11.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **10.10.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4).

826/23-24

সোশ্যাল মিডিয়া একটা নকল দুনিয়া রোহিত শর্মা

আমেদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ পৃথিবী এখন মুঠো ফোনে বন্দি। রিলস, সেলফি, লাইক, কমেন্টে বুঁদ হয়ে রয়েছেন মানুষ। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এ সবের মায়াজাল থেকে নিজেকে দূরে রাখেন ভারতের দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কারণ কী? তিনি সহজ ভাবে বাঁচতে চান। সোশ্যাল মিডিয়া তাঁর কাছে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু তাই-ই নয়, বিগত ৯ মাস ধরে তাঁর ফোনে নেই টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাপও। ফোকাস যাতে নষ্ট না হয়, সেই কারণে ওই দুটো অ্যাপ ডিলিট করে দিয়েছেন হিটম্যান। সামনে বিশ্বকাপ। ৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। ক্রিকেটের মতো খেলা, যেখানে ব্যর্থতা মানে সমালোচনার গ্রাসে পড়তে হয়, সেই ক্রিকেটে সাফল্য পেতে হলে নিজেকে অনেক বেশি ফোকাসড রাখতে হয়। এটা রোহিতের থেকে ভালো আর কে জানেন। রোহিতের পুল শট গ্যালারি পার করলে উৎসব শুরু হয়ে যায়। মাঠের 'হিটম্যান' যতই আগ্রাসী হোন না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে রোহিত সাদামাঠা। সরজসরল জীবনেই বাঁচতে বেশি পছন্দ করেন। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার লাইম লাইট থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি, ফোনে রাখেননি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন অ্যাপ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রোহিত জানান, তাঁর হয়ে দরকারি কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন স্ত্রী ঋতিকা সাজদে। সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে ক্যাপ্টেনের বক্তব্য, ''লোকের জীবন নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। যা করতে ইচ্ছে হয় করুন তাঁরা। আমি এ সবের মধ্যে নেই। আমার মনে হয় আজকাল এই সোশ্যাল মিডিয়া একটা নকল দুনিয়া।'' এখানেই থামেননি হিটম্যান। তাঁর কথায়, ''আমি টিম বাসেও শুনি, সবাই বলাবলি করে, এটা দেখেছ, ওটা দেখেছ? কিন্তু আমি নেই এ সবের মধ্যে। মানুষ কী করছে, তা দেখে

আমি কী করব? চাইলে আমার ফোনও চেক করে নিতে পারেন আপনারা।'' রোহিতের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এও জানান, এই মত তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত। কারও উপর তা মোটেই চাপিয়ে দিতে চান না রোহিত। ফোন থেকেও দূরেই থাকেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় থেকে নিজেকে সরিয়ে সেই সময়টুকু তাই তিনি তুলে রাখেন পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরত্বের সিদ্ধান্তে একেবারে অবিচল তিনি। এও বিশ্বাস করেন যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপে লক্ষ্য স্থির রাখতে সাহায্য করবে তাঁকে। শেষ বার ২০১৩ সালে আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছিল ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিতের নেতৃত্বে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠে ভারত। ইংল্যান্ডে কাছে হেরে বিদায়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। রোহিতের কাছে যে আইসিসি ট্রফি কাটানোর সুযোগ ছিল না, তা নয়। বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বেই ভরসা রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আর এই নিয়েই এক খুদের প্রশ্ন সামলাতে হল রোহিতকে। বিশ্বকাপের আগে ক্যাপ্টেন্স-মিটে রোহিতকে এক খুদে প্রশ্ন করে, ''আপনার কি মনে হয় নেতৃত্বের দিক থেকে আরও উন্নতি প্রয়োজন? কোন বিষয়গুলো উন্নতি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।'' রোহিতও খুব সুন্দর ভাবেই জবাব দেন, ''নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমার মধ্যে নানা দিক থেকেই উন্নতি প্রয়োজন। প্রথমত টিমের সকলকে ভরসা করতে হবে। সতীর্থদের শক্তি-দুর্বলতা বুঝতে হবে এবং ওদের স্বাধীনতা দিতে হবে, সহজাত খেলার। সতীর্থদের বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটাই হয়তো পেরেছি, তবে আরও উন্নতি প্রয়োজন।'' অনেক ম্যাচেই দেখা গিয়েছে, কেউ ক্যাচ, ফিল্ডিং মিস করলে তরুণ ক্রিকেটারের ওপর মেজাজ হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন রোহিত। তেমনই কোনও তরুণ বোলার ফিল্ডিং পরিবর্তন নিয়ে পরামর্শ দিলেও শোনেনি। ক্যাপ্টেনের মেজাজ হারানোটা অস্বাভাবিক নয়। তবে তরুণ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ে। রোহিত কি তাহলে সেই বিষয়গুলোতেই উন্নতির কথা বলতে চাইলেন? অনুমান তেমনই!

সোনা হাতছাড়া লভলিনার

হানঝাউ, ৪ অক্টোবরঃ প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু পূরণ করতে পারলেন না। মেরি কমের পর ভারতের দ্বিতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পা রেখেছিলেন লভলিনা বরগোহাইন। কিন্তু ইতিহাস তৈরি করতে পারলেন না। এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জেতা হল না আসামের মেয়ের। চিনের বক্সার কিয়ান লি-র বিরুদ্ধে রুপোতে থামতে হল লভলিনাকে। ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি প্যারিস অলিম্পিকের টিকিটও জোগাড় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফাইনালে সেই প্রাধান্য রাখতে পারলেন না। ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। রুপো মিলেছিল টোকিও অলিম্পিকে। চিনের কিয়ান লি-কে হারানো যে কঠিন, তা খুব ভালো করেই জানতেন ভারতের মেয়ে। তাই আগ্রাসী মনোভাব রাখেননি। স্ট্র্যাটেজি বদলে ডিফেন্সিভ মোডে ছিলেন। যাতে সুযোগ কাজে

লাগাতে পারেন। কিন্তু চিনের বক্সারও লভলিনার বিরুদ্ধে অ্যাটাকিং ছক রাখেননি। বুদ্ধিমত্তার ম্যাচে দুই বক্সারই সুযোগসন্ধানী বাউট খেললেন। লভলিনা রিংয়ে ডান্স করার সুযোগ পাননি। কিয়ান উল্টে তাঁকে এত ক্লোজ রেখেছিলেন, হোল্ড করে ফেলছিলেন যে, লভলিনার পক্ষে স্বাভাবিক খেলাই মুশকিল হয়ে যায়। প্রথম রাউন্ডে ট্যাকটিক্যাল মুভের জন্য এগিয়ে ৩-২ এগিয়ে গিয়েছিলেন কিয়ান। পাঞ্চ লাগাতে পারেননি কেউই। কিন্তু পাঁচ বিচারকের মধ্যে তিনজনের মনে হয়েছিল, পয়েন্ট তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন কিয়ান।

এশিয়ার তাজ সেই নীরজের মাথায়, রুপো কিশোরের

হানঝাউ, ৪ অক্টোবরঃ ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার ৯০ মিটারের স্বপ্নপূরণ হবে কবে? এতদিন ধরে নীরজের এবং ভারতবাসীর মনে এই প্রশ্ন বার বার আসছিল। এশিয়ান গেমস থেকে ভারতকে নীরজ সোনাই এনে দেবেন এমন প্রত্যাশা করেছিলেন দেশবাসী। তা পূরণ করলেন নীরজ। জাকার্তা গেমসে নীরজের বর্শায় বিঁধেছিল সোনা। হানঝাউতেও সোনাই পেলেন নীরজ। টোকিও অলিম্পিক থেকে সোনা, বিশ্ব মিটে সোনা, ডায়মন্ড লিগে হিরে- কোনও কিছুই বাদ দেননি নীরজ। এ বার নীরজের পাশাপাশি ভারত থেকে উঠে এসেছেন আরও এক জ্যাভলিন থ্রোয়ার। হানঝাউ থেকে নীরজের পাশাপাশি জ্যাভলিনে রুপো পেলেন ভারতের কিশোর জেনা। প্রথম থ্রো আসলে কত মিটারের ছিল? নীরজ চোপড়াকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক এশিয়ান গেমসে। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য নাকি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের প্রথম থ্রো মাপা যায়নি। জ্যাভলিনে তাঁর খাতা খোলার পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় নীরজকে। ইভেন্টের অফিসিয়ালদের কাছে গিয়ে নিজের প্রথম থ্রো জানতে চাইছিলেন। অবাক করার বিষয়, বেশ কিছুক্ষণ পরে ইলেকট্রনিক বোর্ডে নীরজের প্রথম থ্রো হিসেবে দেখানো হল ৮২.৩৮ মিটার। অথচ যে সব ভিডিয়ো ক্লিপিং সোশ্যাল আপলোড করা হয়েছে তা খালি চোখে দেখেও বোঝা যাচ্ছে ৮৬ মিটারের উপরে প্রথম থ্রো রেখেছিলেন নীরজ। যান্ত্রিক ত্রুটিই যদি থাকবে, এতটা নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলা হচ্ছে নীরজ ৮৩ মিটারও টপকাতে পারেননি? এই মুহূর্তে নীরজ চোপড়া বিশ্ব খেলাধূলায় অন্যতম সেরা তারকা। তাঁর ইভেন্টে যদি ত্রুটি থাকে এশিয়ান গেমসের আয়োজকদের জবাবদিহি করতে হবে। এই প্রশ্ন নিয়ে ফুটছে টুইটার। এশিয়ান গেমসে নীরজ চোপড়ার প্রথম প্রয়াসে ঠিক কত দূরে জ্যাভলিন ছুড়েছেন তা জানতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নীরজের প্রথম থ্রোয়ের ফল জানতে দেরি হচ্ছিল। এ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অবশ্য কিছুক্ষণ পর স্কোরবোর্ডে দেখা যায় নীরজের প্রথম থ্রো ৮২.৩৮ মিটার। সোনার ছেলে নীরজের প্রথম থ্রোতে সর্বস্ব দেননি। নীরজের দ্বিতীয় থ্রো ৮৪.৪৯ মিটার। পানিপতের ছেলের এ বারের এশিয়াডে সেরা থ্রো ৮৮.৮৮ মিটার। এই থ্রোয়ের ফলে নীরজ সোনা জিতেছেন। নীরজের হাত ধরে ভারতীয় জ্যাভলিনের দিকদর্শন বদলে যাচ্ছে। এশিয়ান গেমসে পঞ্জাবের ছেলের সঙ্গে নেমেছিলেন কিশোর কুমার জেনা। সেই তিনি তৃতীয় থ্রোতে চমকে দিলেন। নীরজ যখন ৮৫ মিটার টপকাতে পারেননি, তখন ৮৬.৭৭ মিটার থ্রো করে চমকে দিলেন। এটাই কিশোরের বেস্ট থ্রো। যা তাঁকে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিটও দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে (অলিম্পিকের কোয়ালিফাইং মার্ক ৮৫.৫০ মিটার)। চমকের ওখানেই শেষ ছিল না। কিশোর ৮৭.৫৪ মিটার থ্রো করে নীরজকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছেন। এই থ্রোতে রুপো পেয়েছেন কিশোর।

মাঠে নামার আগেই বাবরকে চ্যালেঞ্জ গিলের

চেন্নাই, ৪ অক্টোবরঃ বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ঢাকে কাঠি ওডিআই বিশ্বকাপের। ১২ বছর পর আবার ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। সে বার মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। রোহিত শর্মার টিম কি আবার সাফল্যের মঞ্চে উঠতে পারবে? দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ, স্বাভাবিকভেবেই বাড়তি চাপ রয়েছে 'মেন ইন ব্লু'-এর ঘাড়ে। এরই মাঝে ওডিআই র‍্যাঙ্কিং পেশ করল আইসিসি। সেরা তারকাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছেন ভারতের শুভমন গিল। প্রথম স্থানে রয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। গিল ছাড়া আর কে কে রয়েছেন আইসিসির সেরার তালিকায়? ব্যাটারদের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছেন পাক অধিনায়ক বাবর আজম। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৫৭। অন্যদিকে ৮৩৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বসে রয়েছেন গিল। বাদ নেই কোহলি-রোহিতরাও। সেরা ব্যাটারদের তালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন কিং কোহলি। তাঁর ঝুলিতে ৬৯৬ পয়েন্ট। কোহলির থেকে এক পয়েন্ট কম নিয়ে (৬৯৫) দশম স্থান নিশ্চিত করে ফেলেছেন 'হিট ম্যান'। এ তো গেল ব্যাটিং, বোলিং-এও প্রথম দিকেই জায়গা করে নিয়েছে ভারত।

চেন্নাইয়ে কোহলি গর্জনে কানে তালা ওয়ার্নারদের!

চেন্নাই, ৪ অক্টোবরঃ বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু। আগামিকাল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ওডিআই বিশ্বকাপের উদ্বোধন। মেগা টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে জস বাটলারের ইংল্যান্ড এবং কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। ভারত বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে দিন তিনেক পর। আজ, বুধবার চেন্নাইয়ে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি-হার্দিক পান্ডিয়ারা। ৮ অক্টোবর প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ভারতের। তা হবে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। তাই এ বার চেন্নাইয়ে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিমও চেন্নাইতে পৌঁছে গিয়েছে। আর সেখানে পৌঁছতেই 'কোহলি... কোহলি' গর্জন শুনে ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশেনদের কানে তালা লাগার জোগাড় হয়েছে। আসলে, চেন্নাইয়ের বিমানবন্দর থেকে বিরাট কোহলি টিম বাসের দিকে যাওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত তাঁর অনুরাগীরা 'কোহলি... কোহলি' স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর এক এক করে টিম বাসের দিকে এগিয়ে যান জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও অন্যান্য ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার সময় ফের ভারতের ক্রিকেট ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সেই সময় অজি ক্রিকেটাররা সেখানেই

দাঁড়িয়েছিলেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুই টিমের জন্য বিরাট পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। চেন্নাই বিমানবন্দরে কোহলি গর্জন ও ভারতীয় টিমের জন্য স্লোগান বেশ ভালো মতোই কানে পৌঁছেছে ডেভিড ওয়ার্নারদের। চেন্নাইয়ের বিমানবন্দর থেকে ভারতের টিম বাস চলে যাওয়ার পর সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের। তারপর আসে অজিদের টিম বাস। এবং তাতে উঠে পড়েন ওয়ার্নাররা। বিশ্বকাপের আগে অজিদের যে দু'টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল তার ১টি নিষ্ফলা। আর অপরটিতে পাকিস্তানকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। এই দুই প্রস্তুতি ম্যাচের আগে অবশ্য ভারতের কাছে ২-১ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজ হেরেছিলেন কামিন্সরা। প্রসঙ্গত, যেহেতু ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ, তাই টিম ইন্ডিয়া বাড়তি সমর্থন পাবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দুরন্ত কোরিয়াকে থামিয়ে সোনার খুব কাছে ভারতীয় হকি টিম

হানঝাউ, ৪ অক্টোবরঃ স্কোরলাইন বলছে ৫-৩ এগিয়ে ভারত। দক্ষিণ কোরিয়া মরিয়া স্কোরলাইনে সমতা ফেরানোর জন্য। ম্যাচ শেষ হতে আর ৪ মিনিট বাকি। এমন সময় কিপারকে মাঠ থেকে তুলে নিল কোরিয়া টিম। সর্বস্ব দিতে, আগ্রাসী হয়ে গোল পেতে। হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারত দাঁতে দাঁত চেপে লড়ল। নির্ভুল হকির জন্য পেনাল্টি কর্নারের সুযোগ পেল না কোরিয়া। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-৩ হারিয়েই আবার ফাইনালে উঠে পড়ল ভারত। ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসের হকি থেকে সোনা এসেছিল। জাকার্তা এশিয়ান গেমসের ফাইনালে জাপানের কাছে হেরেছিল ভারত। টানা তৃতীয় বার ফাইনালে উঠে সোনার স্বপ্ন মুঠোয় ধরতে চাইছেন হরমনপ্রীত, ললিত, অভিষেকরা। এ বারের এশিয়ান গেমসে ভারত আক্রমণ আর রক্ষণে চমৎকার তালমেল তুলে ধরেছে। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে সেই ছন্দেই শুরু করেছিলেন হরমনপ্রীতরা। ৫ মিনিটে ১-০ করে ফেলে ভারত। ললিত উপাধ্যায়ের শট প্রথমে সেভ করেছিলেন কোরিয়ান ডিফেন্স। কিন্তু ভাইস ক্যাপ্টেন হার্দিক সিং এগিয়ে দেন টিমকে। ১১ মিনিটে আবার নিজের ভুল শুধরে ২-০ করেন। মিনিট খানেক আগেই গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন মনদীপ। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। ১১ মিনিটে গুরয়ন্তর মাইনস থেকে দুরন্ত গোল মনদীপের। এই এশিয়ান গেমসে ১০টা ফিল্ড গোল করে ফেললেন মনদীপ। প্রথম কোয়ার্টার শেষ হওয়ার ঠিক আগেই ৩-০ ভারতের। ১৫ মিনিটের মাথায় কোরিয়ান বক্সে সুখজিকে মাইনাস করেন হরমনপ্রীত। সুখজিতের শট কোরিয়ান কিপার সেভ করে দেন। কিন্তু ফিরতি বল ধরে ফর্মে থাকা ললিত গোল করে যান। ৩-০ এগিয়ে থাকলেও কোরিয়ান-আগ্রাসন থামাতে পারেনি ভারতীয় ডিফেন্স। ৩-২ থেকে আবার ৪-২ করেন অমিত রোহিদাস। পেনাল্টি কর্নারের সময় হরমনপ্রীত সিং মাঠে না থাকলে ড্র্যাগ ফ্লিকারের ভূমিকা পালন করেন অমিত। এই এশিয়ান গেমসে ধারাবাহিক ভাবে এই দায়িত্ব পালন করছেন অমিত রোহিদাস। পি-সি থেকেই চারটে গোল করে ফেললেন তিনি। ৪-৩এ যখন গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কোরিয়ানরা, সেই সময় ৫-৩ করেন অভিষেক। কোরিয়ার লুজ বল ধরে ব্যাকহ্যান্ডে দুরন্ত গোল। মোট আটটা গোল করলেন অভিষেক। সবই ফিল্ড গোল। কোরিয়ানরা হাফকোর্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে হকি খেলে। বিপক্ষ টিমকে যতই আগ্রাসী হোক না কেন, ডিফেন্সিভ থার্ডে ঢোকার সুযোগ মেলে না। মাত্র চারটে ক্লাব রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। যেখান থেকে উঠে আসেন প্লেয়াররা। তাদের নিয়েই দিনের পর দিন এক ছক প্রতিপক্ষের জন্য তৈরি রাখেন কোরিয়ানরা। প্রথম কোয়ার্টারে ভারতের বিরুদ্ধে কিন্তু সেটা তুলে ধরতে পারেননি জ্যাং, জুন, লিরা। ভারতীয় টিম ৫৬ গোল দিয়ে শেষ চারে পা রেখেছেন হরমনপ্রীত, ললিত, বিবেকরা। খানিকটা চাপেই ছিলেন কোরিয়ানরা। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। নিজেদের স্ট্র্যাটেজি আঁকড়ে ধরতেই ভারতীয় টিম একটি বিভ্রান্ত হল। ০-৩ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ২-৩ করে ফেললেন জুং মানজাই। কোরিয়ান টিমের মিডফিল্ডার জেনারল জুং। ছোটখাটো চেহারার মিডিও টিমের জন্য খেলা তৈরি করেন। বল সাপ্লাই করেন। বিপক্ষকে চাপে রাখেন। সেই তিনিই খেলায় ফেরালেন টিমকে। পেনাল্টি কর্নার থেকে সরাসরি স্ট্রোক না নিয়ে সেটপিস তৈরি করে কোরিয়া। যে মুভ থেকে ১-৩ করে যান জুং মানজাই। বক্সে কোরিয়ান মিডিও যে ওঁ পেতে রয়েছেন, খেয়াল করেননি ভারতীয় ডিফেন্ডাররা। জুংয়ের দ্বিতীয় গোল চমৎকার। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভারতের ডিফেন্স আর একবার ভাঙলেন ৩০০র বেশি ম্যাচ খেলে ফেলা জুং। বল ধরে এগোত এগোতে হঠাৎই শট নেন। চকিতে ২-৩ করে ফেলে কোরিয়া। ১৭ ও ২০ আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যতবার ভারত স্কোরলাইনে পিছনে ফেলেছে কোরিয়াকে, ততবার টিমের পরিত্রাতা হয়েছেন ৩৭ বছরের জুন। তিনিই হ্যাটট্রিক করে ব্যবধান কমিয়ে ফেলেন তৃতীয় কোয়ার্টারে। পেনাল্টি কর্নার থেকে ৩-৪ করেন তিনি।

বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে মেন ইন ব্লুতে সঞ্জু স্যামসন!

তিরুবনন্তপুরম, ৪ অক্টোবরঃ মেন ইন ব্লুতে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে হঠাৎই সঞ্জু স্যামসন! কি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন নিশ্চয়ই তিনি তো ভারতের বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে নেই। তা হলে কেন তিনি টিমে? তবে কি বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক একদিন আগে তাঁকে টিমে নেওয়া হল? মেন ইন ব্লুতে কেউ কি তা হলে চোট পেলেন? না-না তেমন কিছু হয়নি। তবে ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন নিজেই ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে জানিয়েছেন তিনি টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে রয়েছেন। তা হলে ব্যাপারখানা ঠিক কী? ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে দু'টি

ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলার কথা ছিল ভারতীয় টিমের। বৃষ্টির কারণে অবশ্য দু'টির একটিও ওয়ার্ম আপ ম্যাচে খেলা হয়নি ভারতের। নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল কেরালার তিরুবন্তপুরমে। সেখানে ভারতীয় টিমের অনুশীলনের এক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে দেখা যাচ্ছিল, ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা যেখানে অনুশীলন করছিলেন, তার ঠিক পিছনের দেওয়ালে সঞ্জু স্যামসনের এক বিরাট আঁকা ছিল। সেই ছবি নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটি নিজের ইন্সগ্রামে পোস্ট করেন সঞ্জু। উল্লেখ্য, ভারতের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে শেষ ওডিআইতে খেলেছিলেন সঞ্জু। সেই সফরে সঞ্জু ২টি ওডিআই এবং ৫টি টি-২০ ম্যাচে খেলেছিলেন। তাতে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেননি। তখনই তিনি ভারতের বিশ্বকাপের ভাবনা থেকে দূরে চলে যান। এরপর আইরিশদের বিরুদ্ধে ২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেন তিনি। তারপর এশিয়া কাপের সময় শুরুর দিকে লোকেশ রাহুল পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় সঞ্জু দলের সঙ্গে রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে সফর করেছিলেন। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি এবং টুর্নামেন্টের মাঝপথে দেশে ফিরেও আসেন। তারপর থেকে ভারতের হয়ে আর কোনও ম্যাচ তিনি খেলেননি।

অবশেষে আল হিলালের হয়ে নেইমারের গোল

রিয়াধ, ৪ অক্টোবরঃ অবশেষে আল হিলালের হয়ে গোলের খাতা খুললেন নেইমার। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইরানের ক্লাব নাসাজি মাজান্দারানের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ের পথে দুর্দান্ত এক গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। আল হিলালে নাম লেখানোর পর পঞ্চম ম্যাচে এসে গোল পেয়েছেন নেইমার। দলের হয়ে বাকি দুটি গোল এসেছে আলেক্সজান্দার মিতরোভিচ ও সালেহ আল সেহেরির কাছ থেকে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে এই মরসুমে এটি নেইমারদের প্রথম জয়। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানের ক্লাব নাভবাহোরের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে তারা। আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন নেইমার। এমনকি কয়েক দিন আগে ব্রাজিল তারকার আল হিলাল কোচের ছাঁটাই দাবি করার খবরও সামনে এসেছে। যদিও নেইমার নিজেই সে খবর মিথ্যা দাবি করেছিলেন। যে মাঠে আল

হিলালের হয়ে প্রথম গোল করলেন, সেই মাঠ নিয়ে ম্যাচের আগে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। মাঠের একটি ভিডিওতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন, ''এটা সম্ভব নয়।'' এর সঙ্গে হতাশায় মুখ ঢাকার এবং অট্টহাসির ইমোজিও জুড়ে দিয়েছিলেন ব্রাজিল তারকা। তবে গতকালের গোলের পর সৌদি ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর রসায়ন কিছুটা হলেও বাড়িয়ে দেবে। নাসাজি মাজান্দারানের বিপক্ষে ম্যাচের ১৮ মিনিটেই গোলের খাতা খোলেন ফুলহামের প্রাক্তন স্ট্রাইকার মিতরোভিচ। নেইমার গোল পান ম্যাচের ৫৮ মিনিটে। ডি বক্স লাইনের সামনে থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোল করেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। গোলের পর নেইমারের উদযাপনই বলে দিচ্ছিল, কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই গোল। আল হিলাল সর্বশেষ গোলটি পায় যোগ করা সময়ে। বদলি হিসেবে নেমে চারবারের চ্যাম্পিয়নদের ব্যবধান বাড়ান সালেহ আল সেহেরি। গতকাল বেশির ভাগ সময়েই দুই দলের খেলতে হয়েছে ১০ জন নিয়ে। কারণ, প্রথমার্ধের আগেই বাজে আচরণের জন্য লাল কার্ড দেখেছেন আল হিলাল অধিনায়ক সালমান আল ফারাজ ও নাসাজি মাজন্দারানের খেলোয়াড় আমির মহম্মদ লাল কার্ড দেখেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501